NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৮ নিষিদ্ধ পগবার ফুটবল কেরিয়ার কি এখানেই শেষ?

আফগানিস্তানকে হারিয়ে আয়ারল্যান্ডের ইতিহাস ৮

কলকাতা ২ মার্চ ২০২৪ ১৮ ফাল্গুন ১৪৩০ শনিবার সপ্তদশ বর্ষ ২৬০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 02.03.2024, Vol.17, Issue No.260, 8 Pages, Price 3.00

বাংলা থেকেই শুরু লোকসভা ভোটের প্রচার

রাজ্যে মোদির জোড়া অস্ত্র সন্দেশখালি ও দুর্নীতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালি কাণ্ডের জন্য রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস তথা রাজ্য সরকারকে দায়ী করে তীব্র আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ভোট ঘোষণার অনেক আগেই রাজ্যে এসে কার্যত ভোট প্রচারের সুর বেঁধে দিলেন বিজেপির পোস্টার বয়। শুক্রবার হুগলির আরামবাগের জনসভার মঞ্চ থেকে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে বিপুল দুর্নীতির অভিযোগ তুলে রাজ্য থেকে উৎখাতের ডাক দিয়েছেন মোদি । রাজ্যের ৪২ টি আসনে বিজেপিকে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন। রাজ্য সরকারকে গরিব বিরোধী ও নারী বিরোধী বলেও সমালোচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। আরামবাগের জনসভার শুরু থেকেই রাজ্যের শাসক দল ও সরকারের বিরুদ্ধে এদিন প্রধানমন্ত্রীর সুর ছিল যথেষ্ট উচ্চ গ্রামে।

সভার শুরুতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার সন্দেশখালির প্রসঙ্গ তোলেন। আর সেই সুরেই মোদি বক্তৃতা শুরুর মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই চলে যান উত্তর ২৪ পরগনার ওই উত্তপ্ত এলাকা প্রসঙ্গে। তিনি বলেন, 'বাংলার অবস্থা আজ গোটা দেশ দেখছে। মা, মাটি, মানুষ; এই ঢোল পেটায় যারা, সেই তৃণমূল সন্দেশখালির বোনদের সঙ্গে যা করেছে, তা দেখে গোটা দেশ দুঃখিত।' আরামবাগ লোকসভা এলাকার মধ্যেই খানাকুলে জন্ম রামমোহন রায়ের। সেই প্রসঙ্গ টেনে মোদি বলেন, 'যা হচ্ছে সন্দেশখালিতে, তা দেখে রামমোহন রায়ের আত্মা কাঁদছে। যাঁর জন্ম হয়েছিল এই খানাকুলে।' তিনি বলেন, 'তৃণমূল নেতা সন্দেশখালিতে দুঃসাহসের সব সীমা পার করেছে। ওখানকার মহিলারা মমতা দিদির কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন। বিজেপির নেতারা রাতদিন মা-বোনদের সম্মানের জন্য লড়াই করেছেন। লাঠির আঘাত সয়েছেন। অবশেষে বৃহস্পতিবার বাংলার পুলিশ আপনাদের সামনে মাথা নত করে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে।'

আরামবাগের প্রকাশ্য জনসভায় তিনি বলেন, সন্দেশখালিতে মহিলাদের সঙ্গে যা ঘটেছে তা অপরাধের সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করেছে। নাম না করে সন্দেশখালি কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত শেখ শাহজাহানকে রাজ্য সরকার আশ্রয় দিয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সন্দেশখালীর অত্যাচারিত মহিলারা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আশ্রয় চাইলেও তার দলের কর্তারা অভিযুক্ত ওই নেতাকে বাঁচাতে নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। তার দল বিজেপি লাগাতার মহিলাদের জন্য লড়াই করেছে এবং তাদের জন্য মার খেয়েছে। অবশেষে বিজেপির লাগাতার চাপেই প্রায় দুমাস ফেরার থাকার পরে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা গ্রেপ্তার হয়েছেন বলে তিনি দাবি করেন।

সন্দেশখালি প্রসঙ্গে বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের ভূমিকার ও তীব্র সমালোচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, বাম কংগ্রেসের মত ওই জোটের শরিকেরা একাধিকবার বৈঠক করলেও সন্দেশখালি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর জবাব চাওয়ার সাহস পাননি। বরং কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি এই ঘটনাকে লঘু করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। যা বাংলার সংস্কৃতির অপমান বলে প্রধানমন্ত্রী মনে করেন।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার এ রাজ্যের জন্য বিপুল অর্থ বরাদ্দ করলেও রাজ্য সরকারের বাধার কারণে বাংলার গরিব মানুষ পাকা ঘরের স্বপ্ন দেখে বঞ্চিত হচ্ছেন বলেও এদিন অভিযোগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। আবাস যোজনায় কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগে রাজ্য সরকার এবং শাসক দলের লাগাতার অভিযোগ এবং আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তাঁর এই মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ। আরামবাগের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত, কিষান সম্মান নিধি একের পর এক কেন্দ্রীয় প্রকল্প রূপায়নে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বাধা সৃষ্টির অভিযোগ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এ রাজ্যে আবাস যোজনায় ৪৫ লক্ষ বাড়ি তৈরির জন্য ৪২ হাজার কোটি টাকা ছাড়া হয়েছে। কিন্তু এরাজ্যের সরকার ওই প্রকল্পে বাধার সৃষ্টি করছে বলে মানুষ বাড়ি পাচ্ছেন না।

তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার মানুষের কল্যাণের জন্য কোনওভাবেই ভাবিত নয়। সে কারণেই আয়ুষ্মান ভারত, কিষান সম্মান নিধির মতো প্রকল্প এ রাজ্যে রূপায়ণ করতে দেওয়া হচ্ছে না। কেন্দ্রের 'হর ঘর জল' প্রকল্পের চার বছরে ১১ কোটি মানুষকে বিশুদ্ধ নলবাহিত পানীয় জল পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হলেও এ রাজ্যে সে কাজ এগোচ্ছে কচ্ছপের গতিতে। এছাড়া রাজ্য সরকারের বাধায় ঝরিয়া-রানিগঞ্জ কয়লা খনি প্রকল্প ছ বছর ধরে আটকে রয়েছে, ১৮ হাজার কোটি টাকার বেশি মূল্যের জগদীশপুর- হলদিয়া-বোকারো- ধামরা পাইপ লাইন প্রকল্প চার বছর ধরে আটকে রয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেন। তারকেশ্বর- বিষ্ণুপুর রেল প্রকল্প সম্প্রসারণও তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের বাধায় গতি পাচ্ছে না বলে তিনি জানিয়েছেন।

প্রাইমারি ও পুরসভায় নিয়োগ, রেশন বণ্টনে অনিয়মের প্রসঙ্গ তুলে রাজ্যের শাসক দলের নেতাদের বিরুদ্ধে সীমাহীন দুর্নীতির অভিযোগ তুলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গ দুর্নীতি-ভ্রষ্টাচারের নতুন মডেলের পরিণত হয়েছে। শাসক দলের নেতারা অপরাধীদের রক্ষাকবজ দিয়ে দুহাতে পয়সা রোজগার করছেন। তাই তৃণমূল নেতাদের ঘর থেকে বস্তা বস্তা টাকা উদ্ধার হচ্ছে। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্তে বাধা সৃষ্টির অভিযোগ তুলে প্রধানমন্ত্রী বলেন এখানকার মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং অভিযুক্তকে বাঁচাতে ধর্নায় বসছেন। কিন্তু তিনি এর শেষ দেখে ছাড়বেন।

রাজনীতি কম, গল্প বেশি, হয়েছে বকেয়া নিয়ে কথা

প্রোটোকল মানতেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রোটোকল মানতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে রাজভবনে দেখা করতে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর রাজভবনের বাইরে বেরিয়ে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতাও সে কথাই জানালেন।

শুক্রবার আরামবাগে সভা করে বিকেলে কলকাতায় রাজভবনে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। এর পরেই রাজভবনে মোদির সঙ্গে দেখা করতে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা। বৈঠক শেষে মমতা সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান, এখনও ভোট ঘোষণা হয়নি। রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি এলে সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়েই থাকে। সেই কারণেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া। মমতা বলেন, 'রাজভবনে এসেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলাম। রাজ্যের কথাও বললাম। আর গল্প করলাম। রাজনীতির কথা কম, গল্পই বেশি হল।'

কেন্দ্রের কাছে বকেয়া নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কোনও কথা হয়েছে কি না, তা নিয়ে জানতে চাওয়া হয় মুখ্যমন্ত্রী কাছে। তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, সে সব নিয়ে আমার যা বলার, বলে দিয়েছি।' এর পরেই মমতা বলেন, 'আমাদের যা বলার, আমরা রাজনীতির মঞ্চে বলব। এটা আমার সৌজন্য সাক্ষাৎ এবং প্রোটোকল মেনে।'

শনিবার কৃষ্ণনগরেও সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তার পর আবার তাঁর ৬ মার্চে রাজ্যে এসে বারাসতে সভা করার কথা তাঁর। সন্দেশখালিকাণ্ডের আবহে যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন অনেকে। তৃণমূল সূত্রে খবর, মোদির বারাসাতের সেই সভার পরের দিন অর্থাৎ ৭ মার্চ মহিলা তৃণমূলের কর্মসূচি রয়েছে। নজরে ৮ মার্চ, নারী দিবস। সেই কর্মসূচিতে দলনেত্রী মমতার থাকার কথা। সে ব্যাপারেও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চাওয়া হয়। সে ব্যাপারে তিনি বলেন, 'এখনও কিচ্ছু ঠিক হয়নি। কেউ কেউ রটাচ্ছে। যখন ঠিক হবে, দল বলে দেবে।'

দিন ঘোষণার আগেই রাজ্যে আসছে কেন্দ্রীয় বাহিনী

বেথুন-সহ একাধিক স্কুলে থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী!

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচনের দিন এখনও ঘোষণা করা হয়নি। তার আগে রাজ্যে আসছে ১০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর। সেই জওয়ানদের থাকার বন্দোবস্ত করা হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি স্কুলে। যার ফলে পঠনপাঠনে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। বেশ কিছু স্কুলে আচমকা বন্ধ করে দিতে হয়েছে ক্লাস। এ বিষয়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে কিছু জানানোই হয়নি বলে অভিযোগ।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর থাকার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে উত্তর কলকাতার বেথুন স্কুলকে। ওই স্কুলে স্থানীয় থানা থেকে নোটিস গিয়েছে বলে খবর। যার ফলে শুক্রবার স্কুলের সমস্ত ক্লাস বন্ধ করে দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। স্কুল সূত্রে খবর, বেথুনে শুক্রবার একাদশ শ্রেণির একটি পরীক্ষা ছিল। স্কুলের প্রধান ভবনে যথাসময়ে পরীক্ষাটি হয়। তবে আর কোনও ক্লাস হয়নি। বাকিদের ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। শুধু শুক্রবার নয়, এখন থেকে বেথুনে পঠনপাঠন নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়ে গিয়েছে। কারণ, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা স্কুলে থাকলে স্বাভাবিক পঠনপাঠন সম্ভব হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে কবে থেকে, কী ভাবে ক্লাস হবে, তা পরবর্তী কালে স্কুলের তরফে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হবে ছাত্রীদের।

সূত্রের খবর, শুধু বেথুন নয়, রাজ্য সরকারি একাধিক স্কুলে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে বলে চিঠি গিয়েছে থানা থেকে। তালিকায় রয়েছে যাদবপুরের তিনটি স্কুল, উত্তরপাড়ার একটি স্কুল। এ ছাড়া রাজ্যের অন্যত্রও বিভিন্ন স্কুলে এই চিঠি পাঠানো হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে পর্ষদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় জানান, তিনি বিষয়টি শুনেছেন। তবে আনুষ্ঠানিক ভাবে কোনও পক্ষ তাঁকে কিছু জানায়নি। অর্থাৎ, ভোটের আগে কেন্দ্রীয় বাহিনীর থাকার জন্য যে বেশ কয়েকটি সরকারি স্কুলকে ব্যবহার করা হচ্ছে, পর্ষদ সে সম্পর্কে অবহিত নয়। প্রশাসন বা স্কুলের তরফে পর্ষদকে বিষয়টি জানানো হয়নি। পর্ষদ সভাপতি বলেন, 'আমি বিষয়টি শুনেছি। মার্চের প্রথম দিন থেকেই যদি এ ভাবে সরকারি স্কুল নিয়ে নেওয়া হয়, পঠনপাঠনের সমস্যা হবে। সামনে বিভিন্ন পরীক্ষা রয়েছে। পঠনপাঠনের বিকল্প ব্যবস্থা কী হবে, আমার সঙ্গে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়নি।'

পঠনপাঠনে অনিশ্চয়তা

রাজ্যে মোট ১০০ কোম্পানি বাহিনী আসছে। তার মধ্যে প্রথম দফায় কলকাতা পুলিশ এলাকায় আসছে সাত কোম্পানি বাহিনী। দ্বিতীয় দফায় আরও তিন কোম্পানি বাহিনী আসার কথা। একাধিক স্কুলকে এই জওয়ানদের থাকার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। যদিও এখনও তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা পাওয়া যায়নি।

স্কুলে কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখার বিরোধিতা করেছে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এপিডিআর)। বিজ্ঞপ্তিতে তারা বলেছে, 'এর ফলে দীর্ঘ সময়ের জন্য স্কুল-কলেজে পঠনপাঠন বন্ধ থাকবে। তা জেনে আমরা বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ। এ ভাবে স্কুল-কলেজে পঠনপাঠন বন্ধ রাখা অত্যন্ত অন্যায়, অমানবিক। শিক্ষার অধিকার হরণ। অতীতে সুপ্রিম কোর্টও স্কুলে সশস্ত্র বাহিনী রাখার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিল। এতে বাচ্চাদের মনের উপর চাপ পড়ে, তারা ভয় পায় এবং স্কুলে যেতে চায় না। এই পদক্ষেপ থেকে সরকারকে বিরত থাকার দাবি জানাচ্ছি।'

আরামবাগে একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে লোকসভা ভোটের প্রচারে এলেও একই সঙ্গে কয়েকটি সরকারি কর্মসূচিও ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। শুক্রবার আরামবাগে বেশ কয়েকটি সরকারি প্রকল্পের সূচনা করেছেন তিনি। রাজনৈতিক সভায় যাওয়ার আগে দুপুর ৩টে নাগাদ তাঁকে সরকারি কর্মসূচির মঞ্চে দেখা যায়।

এই কর্মসূচিতে মোদির সঙ্গে একই মঞ্চে হাজির ছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এ ছাড়া, কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, বিজেপি সাংসদ তথা রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ এবং রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ওই মঞ্চে ছিলেন। এই কর্মসূচি থেকে মোদি সাত হাজার কোটির বেশি মূল্যের প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিলান্যাস করেন।

মোদির কর্মসূচির তালিকায় ছিল সিলিন্ডারে এলপিজি গ্যাস ভরার প্রকল্প (এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট), কলকাতা বন্দরের নতুন কয়েকটি প্রকল্প, কলকাতার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বন্দরের আধুনিকীকরণের প্রকল্প। এ ছাড়া, রাজ্যের তিনটি রেল প্রকল্পেরও সূচনা করেছেন তিনি। সরকারি প্রকল্প উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাংলায় রেলের উন্নয়ন এমন হওয়া দরকার, যেমনটা দেশের অন্য রাজ্যে হয়েছে।' একই সঙ্গে তিনি বলেন, 'বিকশিত ভারত গড়ার যে পরিকল্পনা রয়েছে তাতে গরিব, মহিলা এবং যুবদের সবচেয়ে বড় ভূমিকা থাকবে। দেশের ২৫ কোটি মানুষ দারিদ্র সীমার উপরে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গের বিকাশের জন্য সাত হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস হয়েছে। এর ফলে রেল, পেট্রল এবং জলশক্তির উন্নতি হবে।'

পশ্চিম মেদিনীপুরে এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট চালু হলে কর্মসংস্থান হবে বলেও দাবি করেন মোদি। জানান, হাওড়া, হুগলি, কামারহাটি, বরানগর এলাকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে কেন্দ্রের উদ্যোগে হতে চলা বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে। রেলের উন্নয়ন সম্পর্কে মোদি বলেন, 'বিভিন্ন ক্ষেত্রে বরাদ্দ অতীতের তুলনায় তিন গুণ বেড়েছে। বাংলায় ১০০ স্টেশনকে নতুন করে সাজানো হচ্ছে।' পশ্চিমবঙ্গ পাঁচটি বন্দেভারত এক্সপ্রেস পেয়েছে বলেও উল্লেখ করেন মোদি। বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সহযোগিতায় বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্য পূর্ণ হবে।'

বেতন বাড়ল চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মীদের বেতন বাড়াল রাজ্য সরকার। ১ এপ্রিল থেকে এই বেতনবৃদ্ধি কার্যকরী হবে। শুক্রবার অর্থ দপ্তর থেকে এ সম্পর্কে নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়েছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, প্রতি বছর ১ জুলাই বেতন বৃদ্ধি হবে। তৃতীয় শ্রেণির কর্মীরা কাজে যোগ দিলেই মাসে বেতন পাবেন ১৭ হাজার টাকা। তাঁদের বার্ষিক বৃদ্ধি হবে ৬০০ টাকা। কাজের মেয়াদ পাঁচ বছর হলেই মাসিক বেতন পাবেন ২১ হাজার, বার্ষিক বৃদ্ধি হবে ৭০০ টাকা, ১০ বছর হলে মাসিক বেতন হবে ২৬ হাজার, বছরে বাড়বে ৮০০, ১৫ বছরের বেশি হলে ৩২ হাজার, বছরে বাড়বে ১০০০, ২০ বছরের বেশি হলে মাসিক বেতন হবে ৩৯ হাজার ও বছরে বাড়বে ১২০০ টাকা।

চতুর্থ শ্রেণির কর্মীরা কাজে যোগ দিলেই মাসে পাবেন ১৫ হাজার এবং বছরে বাড়বে ৫০০ টাকা। পাঁচ বছর মেয়াদ হলেই মাসে পাবেন ১৯ হাজার ও বছরে বাড়বে ৬০০ টাকা, ১০ বছর হলে মাসিক বেতন ২৪ হাজার ও বছরে বাড়বে ৭০০ টাকা। ১৫ বছর হলে মাসিক বেতন ৩০ হাজার, বছরে বাড়বে ৯০০ টাকা। ২০ বছর হলে মাসিক বেতন হবে ৩৭ হাজার, বছরে বাড়বে ১১০০ টাকা।

১ মে থেকে সরকারি কর্মীরা আরও যে চার শতাংশ মহার্ঘভাতা পাবেন, সেই সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রকাশিত হয়েছে শুক্রবার। তাতে বলে দেওয়া হয়েছে, শুধু রাজ্য সরকারি কর্মীরাই নয়, সরকার পোষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পুরসভা, পঞ্চায়েত, নিগম, পর্ষদ, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী এবং পারিবারিক অবসরভাতাভোগীরাও এই সুবিধা পাবেন।

মোদির সভার পরই ৭ মার্চ কলকাতায় মিছিল করবেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার আরামবাগ এবং আজ কৃষ্ণনগরের পর আগামী ৬ মার্চ বারাসাতের কাছারি ময়দানে সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিকে তৃণমূলের তরফে শুক্রবারেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, মোদির ওই সভার পর দিনই কলকাতায় মিছিলে পা মেলাবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মহিলা তৃণমূলের মিছিলে কলেজ স্কোয়্যার থেকে ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত হাঁটবেন মমতা। আন্তর্জাতিক নারীদিবস ৮ মার্চ। সেই উপলক্ষেই ৭ তারিখ মিছিল করবেন মমতা।

নারীদিবসের এক দিন আগেই সাংগঠনিক কর্মসূচিতে মিছিলে পা মেলাতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজনৈতিক মহলের মতে, ৬ মার্চেও প্রধানমন্ত্রী সন্দেশখালি নিয়ে আগ্রাসী আক্রমণ করতে পারেন তৃণমূল তথা মমতার সরকারের বিরুদ্ধে। ঠিক তার পরের দিনই পাল্টা জবাব দিতে রাঙ্গা স্তায় নামছেন তৃণমূল নেত্রী।

শুক্রবার আরামবাগের সভাতেও মোদির বক্তৃতার অধিকাংশ জুড়েই ছিল সন্দেশখালি, সেখানকার মহিলাদের উপর অত্যাচার এবং সেই বাবদে তৃণমূলের তীব্র সমালোচনা। শনিবার কৃষ্ণনগরের সভাতেও তা অব্যাহত থাকবে বলেই মনে করা হচ্ছে। রাজ্যের রাজনৈতিক মহল মনে করছে, আরামবাগের সভা থেকেই প্রধানমন্ত্রী লোকসভা নির্বাচনে মমতা এবং তাঁর সরকার তথা দলকে আক্রমণের অভিমুখ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তা হল, দুর্নীতি এবং সন্দেশখালির উদাহরণ দিয়ে নারীনির্যাতন। আরামবাগের সভায় বিজেপি প্রচুর মহিলাকে সংগঠিত করে নিয়ে এসেছিল

প্রধানমন্ত্রীর সভায়। মোদি তাঁর ভাষণে সেই মহিলাদের উদ্দেশ্য করেও কথা বলেছেন। প্রধানমন্ত্রীর আধঘণ্টার বক্তৃতার অনেকটাই জুড়ে ছিল পশ্চিমবঙ্গে মহিলাদের উপর আক্রমণ। মোদি বলেছেন, 'চোটের জবাব ভোটে দিন!'

ঘটনাচক্রে, বারাসাত সন্দেশখালির আরও কাছে এবং একই জেলায়। রাজ্য বিজেপির পরিকল্পনা, সন্দেশখালির নির্যাতিতা মহিলাদের কাউকে কাউকে মোদির মঞ্চে নিয়ে গিয়ে হাজির করানোর। লোকসভা ভোটে বিজেপি তথা বিরোধীরা যে সন্দেশখালি নিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে 'নারী বিরোধী' ধারণা নির্মাণ করতে চাইছে, তা মমতা বুঝতে পারছেন। সেই কারণেই সময় নষ্ট না করে মমতা মোদির সভার পর দিনই কলকাতায় মিছিলে নামতে চলেছেন।

৭ মার্চের মিছিলের স্লোগানও চূড়ান্ত করে ফেলেছে শাসকদল 'মহিলাদের অধিকার, আমাদের অঙ্গীকার'। গত দেড় দশক ধরে একের পর এক নির্বাচনে মহিলা ভোট তৃণমূলের পুঁজিতে পরিণত হয়েছে। মোদি সেটাতেই আঘাত করতে চেয়েছেন বলে মনে করছেন শাসক শিবিরের অনেক নেতা। রাঙ্গা স্তায় নেমে তারই মোকাবিলা করতে চান মমতা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৯/০২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২৮ নং এফিডেভিট বলে Sekh Abdulla S/o. Sekh Abdul Khalek ও Sk. Abdulla S/o. Sk. A. Khalick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৮/০২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০২ নং এফিডেভিট বলে Amit Kumar Ghosh S/o. Abani Bhushan Ghosh ও Amit Kr. Ghosh S/o. A. B. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১/০৩/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৫৪৯ নং এফিডেভিট বলে বলে আমি Biswanath Barui ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ramendra Nath Barui ও Gurucharan Barui সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২০/০২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ০৫ নং এফিডেভিট বলে Arnab Dutta S/o. Ashok Kumar Dutta ও Arnab Dutta S/o. Ashoke Kumar Dutta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৫০৫ নং এফিডেভিট বলে Netai Majumder S/o. Jagadish Chandra Majumder ও Nitai Mazumder S/o. J. C. Mazumder সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৯/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩০৭৫ নং এফিডেভিট বলে Sankar Show S/o. Sadhan Chandra Show ও Shankar Shaw S/o. S. Ch. Shaw, Sadhan Sau সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৯/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩০৫৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Debjit Goswami ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Dilip Kumar Goswami ও D. K. Goswamo সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৯/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩০৫২ নং এফিডেভিট বলে আমি Samarendra Mukhopadhyay ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ram Chandra Mukherjee ও Lt. R. Ch. Mukhopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৯/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩০৫১ নং এফিডেভিট বলে আমি Swapan Kumar Dey ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Narendra Nath Dey ও N. Kr. Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৯/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩০৪৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Debu Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ashok Ghosh ও A. K. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০১/০৩/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ০৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Shilanand Kandulna ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Paulus Kandulna ও Lt. J. P. Kandulna সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৯/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩০৭৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Balaram Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Jaydeb Ghosh ও B. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৮/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৯৭২ নং এফিডেভিট বলে Munshi Rajib Ur Rahaman S/o. Munshi Mojaharul Anwar ও Rajiur Rahaman Munshi S/o. M. A. Munsi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম- এ্যাডিশনাল ডিঃ জজ
(আর. ডি) কোর্ট, মেদিনীপুর
কেশ নং: Act VIII Case No.-32/22

সুব্রত পান ...দরখাস্তকারী
-বনাম-
সোমা পান (কর্মকার) দিং ....প্রতিপক্ষগন

এতদ্বারা নিম্নবর্নিত প্রতিপক্ষগনকে জানানো যাইতেছে যে, অত্র মোকর্দ্দমার দরখাস্তকারী তাহার একমাত্র নাবালক পুত্র সন্তান সৌম্যব্রত পান বয়স আনুমানিক ১০ বৎসর কে ফেরত পাইবার নিমিত্তে উপরোক্ত আদালতে যে মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছে, সেই মোকর্দ্দমায় আপনাদিগকে ইতিপূর্বে আদালত হইতে নোটিশ পাঠানো সত্বেও মহামান্য আদালতে উপস্থিত না হইবার কারনে মহামান্য আদালতের নির্দেশ মোতাবেক অত্র বিজ্ঞপ্তির দ্বারা আপনাদিগকে অবগত করানো যাইতেছে যে, অত্র মোকর্দ্দমার শুনানীর ধার্য্য দিনে অর্থাৎ ইং ০৫-০৪-২৪ তারিখ আপনারা স্ব-শরীরে আদালতে উপস্থিত হইয়া স্বয়ং অথবা আপনাদের নিযুক্ত উকিলবাবুর মারফত সওয়াল জবাব করিবেন নতুবা একতরফা মূলে মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হইবে।

প্রতিপক্ষগনের নাম

১) শ্রীমতি সোমা পান, প্রাক্তন স্বামী- সুব্রত পান, পিতা- ধনঞ্জয় কর্মকার
২) ধনঞ্জয় কর্মকার, পিতা-মৃত কালিপদ কর্মকার, উভয় সাং ও পোঃ-ধারা, থানা-জয়পুর, জেলা- বাঁকুড়া।

আদেশানুসারে
Sd/- Sumit Das.
Bench Clerk,
Addl. Dist. Judge R-D Court
Paschim Medinipur

নাম-পদবী

গত ২৮/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৯৭৪ নং এফিডেভিট বলে Abu Taher Mondal S/o. Anisar Rahaman Mondal ও Abu Taher S/o. Anisar Rahaman, Md. Anisar Rahaman Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি বাবলু সরকার ২৩/২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে আমার পিতা গৌর চন্দ্র সরকার ও গৌর সরকার উভয়ে একই ব্যক্তি হইল।

নাম-পদবী

২৩/২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে আমি Jasim Sekh ও Jasim Chowdhury ও আমার পিতা Iman Ali Sekh and Iman Ali Chowdhury উভয়ে একই ব্যক্তি হইল।

নাম-পদবী

২৩/২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে Majibar Rahaman Sekh ও Md Majibur Rahaman উভয়ে একই ব্যক্তি হইল।

নাম-পদবী

আমি Pratap Das, পিতা-মুকুল চন্দ্র দাস, সাং সুবর্নবিহার, পোঃ আমঘাটা, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে নং WB5119880025001 আমার নাম PROTAP DAS হইয়াছে। ২৯.০২.২০২৪ তারিখের আলিপুর ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এফিডেভিটবলে Pratap Das ও Protap Das একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

পদবি পরিবর্তন

আমি, অরুণিমা সরকার, ঠিকানা ৩৩, পিসি চ্যাটার্জী রোড, সোদপুর, কলকাতা-৭০০১১০ ঘোষণা করছি যে ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ২০২৪, ব্যারাকপুর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট-এর এফিডেভিটে আমার কন্যা আরিত্রী দেব থেকে আরিত্রী সরকার নামে পরিচিত হল।

নাম-পদবী

আমি Prabir Kumar Das পিতা- মৃত Rabindranath Das ঠিকানা- হালদার পাড়া, প্রাচীন মায়াপুর, পোষ্ট ও থানা- নবদ্বীপ জেলা-নদীয়া, আমার আধার কার্ডে (নং 558664741124) তে আমার বাবার নাম Rabindra Nath Das আছে এবং এটা সঠিক, কিন্তু আমার (P.F. No-101697688940) তে ভুলবশতঃ আমার বাবার নাম Arun Das আছে, গত ২৯/২/২৪ তাং নবদ্বীপ কোর্টের এফিডেভিটে আমি Prabir Kumar Das পিতা- মৃত Rabindranath Das ও Prabir Kumar Das পিতা মৃত Arun Das একই ব্যক্তি হলাম।

E-Tender

E- tenders are invited by The Prodhan, Dighalkandi Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Dighalkandi, Nadia. Memo **No. 038/5th SFC and 15th CFC 2023-24,** Last date of submission **07.03.24 upto 6p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Dighalkandi Gram Panchayat.

সাধারণ নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে,মূল নথিভুক্ত দান দলিল রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর- শ্রীরামপুর এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, দলিল নং ০৫৬৫২-২০১১ সালের সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অংশ দাগ নং ২৩৪, আরএস খতিয়ান নং ৫৬, মৌজা : পণ্ডিত সাতঘড়া, জেএল নং ১৭, থানা : শ্রীরামপুর, জেলা : হুগলি, সাতঘড়া পূর্ব, রাজ্যধরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, আমাদের মক্কেল (শ্রী গীরধারী শর্মা) এর হেফাজত থেকে স্বাভাবিক কাজের সময়ে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শ্রীরামপুর থানায় ০২.০২.২০২৪ উল্লেখ্য জিডি এন্ট্রি নং : ১১০ তারিখ ০২.০২.২০২৪ দায়ের করা হয়েছে।
যেকোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট উক্ত দলিল পেয়ে থাকলে বা কোনও তথ্য জানা থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট জানানে অনুরোধ করা হচ্ছে, পরিবর্তীতে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

তারিখ : ০১.০৩.২০২৪ আপনার বিশ্বস্ত,
সৌম্য রায় অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস এর পক্ষে
মেসার্স সৌম্য রায় অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস
নর্থ উইং, ৫ম তল, ৭ রেড ক্রস প্লেস,
কলকাতা : ৭০০০০১,
ফোন নং : ০৩৩-৪০০৭ ২৬২৩
ই-মেল : shoumyaroy.shaw@yahoo.com

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০
৯০০৭২৯৯৩৫৩
৯৮৭৪০ ৯২২২০

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২রা মার্চ। ১৮ ই ফাল্গুন। শনিবার। সপ্তমী তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী বুধের মহাদশা কাল। বিংশোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল। মৃতে ত্রিপুষ্কর অশুভ যোগ।

মেষ রাশি : বড় পদক্ষেপ নেওয়ার আগে একবার চিন্তা ভাবনা শুরু করতে হবে। বড় ভাবে লগ্নি করার আগে প্রিয়জনের সাথে আলোচনা করা শুভ। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন এমন কোন প্রিয় বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সাথে আলোচনা করে দৃঢ় পদক্ষেপ নিন। হর হরি বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : আজকের দিনটি শুভ। পুরাতন বান্ধবের দ্বারা সমাজে প্রতিবেশীর দ্বারা সুনাম প্রাপ্তি সম্ভব। কর্মের অন্বেষণে যে সমস্ত অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা রয়েছে। তারা ভগবান শ্রী গণেশের গণেশ সুত্রম্ পাঠ কর নিশ্চিত শুভ ফল পাবে। বৃষ রাশির প্রবীণ নাগরিকেরা ব্যাধি এবং হাড়ের সমস্যায় পড়বেন। পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি সম্ভব নিজ গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালিয়ে হরি ওম বলো। নিশ্চিত শুভ ফল পাবেন।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির জন্য পরিবারে অশান্তির বিষয়। পরিচিত গুপ্ত শত্রু দ্বারা নানাবিধ চক্রান্ত। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। কর্মপ্রার্থীদের জন্য শুভ। বেতনভোগ কর্ম যারা করেন তাদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য সুখবর। নারকেল সহ ভগবান শিবের পূজা করুন শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজকের দিনটি সচেতন থাকতে হবে। ছোট ভ্রমণে না যাওয়াই ভালো। জলভ্রমণে না যাওয়াই ভালো। প্রতিবেশী যিনি একসময় আপনার উপকার নিয়েছিলেন আজ তার দ্বারা কোন গুপ্ত চক্রান্ত হতে পারে। বেতনভোগ কর্মচারীদের জন্য শুভ হলেও, অফিসে কোন ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাদের সম্ভাবনা। আঞ্চলিক কোন রাজনৈতিক নেতার কাছ থেকে অসম্মানিত হওয়ার যোগ। সতর্কতা শুভ। নারকেলসহ দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা করুন শুভ হবে নিশ্চিত।

সিংহ রাশি : আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। পারিবারিক আনন্দ ছোট ভ্রমণ, পরিবারের ঘনিষ্ঠ স্বজন আত্মীয় দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি এবং বন্ধুবান্ধব সমাজে আপনার নিজস্ব পরিচিতির জন্য আপনি আজ এক সম্মানীয় মানুষ। ফোন কল ফ্যাক্স মোবাইল ফোন দ্বারা নতুন কোন সংবাদ আপনার আনন্দবৃদ্ধি করবে। ব্যবসায়ীদের জন্য সুখবর। বিশেষত যারা ভেরি জমি বাড়ি বাস্তু র কাজ করেন। শ্রী গনেশের পূজো আপনার জন্য আজ শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজকের দিনটা তাড়াহুড়ো করা যাবে না। আজকের দিন ধৈর্য প্রদর্শন করতে হবে। আজকের দিনটি সচেতন থাকতে হবে এবং বস্ত্র ব্যবসায়ীরা বড় লগ্নি আজকে করবেন না। সংবাদপত্র মিডিয়া ইউটিউ বারস যারা, তাদের জন্য আজ শুভ শুভ মিশ্রিত দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর পুজো করুন।

তুলা রাশি : সচেতন থাকতে হবে গুপ্ত শত্রু থেকে। প্রতিবেশী স্বজন আত্মীয় সকলেই চাইবে আপনাকে সম্মান প্রদর্শন করতে কিন্তু তার মধ্যেও কোন ছল থাকতে পারে। সচেতন হতে হবে কোন শব্দ বলার আগে একবার সঠিকভাবে ভেবে নিতে হবে। শব্দ চয়ন না করলে আজ কথার দ্বারা শত্রুতা বৃদ্ধি হবে। বস্ত্র ব্যবসায়ী যারা তাদের আজ শুভ দিন। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের জন্য আজ শুভ দিন। সন্তানের যে বিষয়ে সমস্যা ছিল আজ সেটা মিটে যাবে । বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালান এবং হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে প্রবীন সদস্যকে নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। পরিবারের প্রবীণ সদস্যের শরীর ব্যাধি দ্বারা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার দিন। পুরাতন কোন বন্ধু বা বান্ধবীর সহযোগিতা পাবেন। তবে যারা পুলিশ প্রশাসনের কাজ করছেন তাদের সচেতন থাকতে হবে। উর্ধ্বতন কর্মচারী থেকে খুব একটা সম্মান প্রাপ্তি যোগ নেই ।বিদ্যা যোগ শুভ। বিবাহ কল্পে কথা এগোতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে গনেশের পুজো করুন নিশ্চিত শুভ ফল পাবেন।

ধনু রাশি : সমাজে আজ আপনার সম্মান প্রাপ্তির দিন ।প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পুরাতন বান্ধব দারা নিশ্চিতভাবে নতুন কোন সুযোগ বৃদ্ধি হবে। ব্যবসায় যারা বড় লগ্নি করবেন আজ শুভ চিন্তা করুন। পরিবারের প্রবীণ সদস্যরা আপনার সহযোগী আছে। তবে গুপ্ত শত্রু থাকবে সচেতন থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মা লক্ষ্মীর পুজো করুন শুভ হবে।

মকর রাশি : জল তরল পদার্থ লৌহ কেমিক্যাল এর ব্যবসা যারা করবেন, তাদের আজ শুভ দিন। বাড়ির কোন ভাড়াটিয়া বিষয় দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে। বাড়ি ভাড়া দেওয়ার পূর্বে ভাড়াটিয়া যে মানুষ থাকবেন তার সচিত্র প্রমাণ সংগ্রহ করে তবেই ওই কাজে এগোবেন। জমি বাড়ি বাস্তু বিষয় শুভ হলেও একটু দুশ্চিন্তা থাকবে। বেতনভোগ কর্মচারী যারা তাদের একটু সচেতন থাকতে হবে আজকের দিনটির জন্য বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ একটু সচেতন থাকতে হবে। পুরাতন বান্ধবের বেশে শত্রুর ছলনাময় রূপকে চিনতে পারবেন। বেতনভোগ কর্মী যারা তারা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে হারিয়ে যাওয়া কোনো নথিপত্রর বিষয় জবাবদিহি করতে হতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে গণেশের পূজা করুন ভালো হবে।

মীন রাশি : আজ শুভ দিন জল তরল পদার্থ দুধের ব্যবসা যারা করেন তাদের জন্য অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। দু তিন দিনের ছোট ভ্রমণের সম্ভাবনা। তবে জল ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ বিশেষত যারা বাস্তু জমি বাড়ি বিষয় কাজ করেন, তাদের জন্য অতীব। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পঞ্চ প্রদীপ জেলে দেবী দুর্গা মায়ের আরাধনা।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

দলীয় পদ ছাড়তে চেয়ে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট, ব্যাখ্যা দিলেন কুণাল ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন: এক্স হ্যান্ডলে ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন। কিন্তু নাম করছিলেন না। বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত সেই পন্থা নেওয়ার পরে আরও একধাপ এগিয়ে গেলেন তৃণমূলের নেতা কুণাল ঘোষ। সরাসরি উত্তর কলকাতার তৃণমূল সাংসদ তথা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করে তোপ দাগলেন কুণাল।

কুণাল সরাসরি সুদীপকে 'বিজেপির লোক' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর কথায়, 'উত্তর কলকাতায় এবার পদ্মফুল বনাম পদ্মফুলের লড়াই হবে। সুদীপবাবু দাঁড়াবেন জোড়াফুলের হয়ে। কিন্তু আসলে তিনি পদ্মফুলের লোক।' কুণালের আরও বক্তব্য, সুদীপ তাঁর সচিবের পুত্রকে বিজেপিতে 'রেখে দিয়েছেন'। বস্তুত, কুণালের ক্ষোভের মূল কারণই উত্তর কলকাতার দলীয় রাজনীতি এবং সেখানে সুদীপের ভূমিকা। তাঁর কথায়, 'উত্তর কলকাতায় যা হচ্ছে, তা দলের জন্য স্বাস্থ্যকর নয়। একে তো কোনও জেলা দপ্তর নেই। ক্যালকাটা বয়েজ স্কুলে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি ঘর দখল করে অফিস চালাচ্ছেন। ওঁকে নাকি কোন মিশনারিজ অনুমতি দিয়েছে। কী করে একটি স্কুলে রাজনীতির আখড়া চলতে পারে?' কুণালের ওই বক্তব্য নিয়ে সুদীপ প্রকাশ্যে অবশ্য মুখ খোলেননি। ব্রিগেডের সভা উপলক্ষে বৃহস্পতিবার উত্তর কলকাতা তৃণমূলের প্রস্তুতি সভা ছিল। সেই সভায় কুণালকে ডাকা হয়নি। তার পর রাতেই এক্স হ্যান্ডলে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন কুণাল। কেন তাঁকে ডাকা হয়নি, সেই প্রশ্নে শুক্রবার একটি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে সুদীপের বিরুদ্ধে আরও চাঁচাছোলা আক্রমণ শানান সদ্য দলের মুখপাত্রের দায়িত্ব ছাড়া কুণাল। তিনি বলেন, 'আমায় দেখতে খারাপ, তাই ডাকেনি! ওঁকে দেখতে ভাল। উনি বড়সড় শেখ শাহজাহান। গালে দাড়ি আছে।' কুণালের কথায়, 'সন্দেশখালির শাহজাহানের বিষয়ে এত দিন কিছু জানা যায়নি বলে বলা হচ্ছিল। কিন্তু উত্তর কলকাতার শাহজাহান কী করছেন, তা দলের শীর্ষ নেতৃত্ব জানেন।' কুণালের আরও বক্তব্য, 'দল জমিদারি হটানোর স্লোগান দিচ্ছে। আর কেউ কেউ পার্টিটাকে বাপের জমিদারি ভাবছে। পার্টির একটা কাঠামো রয়েছে। তা মেনেই সকলের চলা উচিত।'

কুণাল দাবি করেছেন, এক বার দল ছেড়ে চলে যাওয়ার পরে তাঁর হাত ধরেই সুদীপ তৃণমূলে ফিরেছিলেন। নয়াদিল্লিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংসদের ফ্ল্যাটে নৈশভোজের টেবিলে তৃণমূল নেত্রীর হাত ধরে সুদীপ বলেছিলেন, 'আর হবে না মমতা।' বৃহস্পতিবার রাতে এক্স হ্যান্ডলেই কুণাল রাতে লিখেছিলেন, 'নেতা অযোগ্য গ্রুপবাজ স্বার্থপর। সারা বছর ছ্যাঁচড়ামি করবে আর ভোটের মুখে দিদি, অভিষেক, তৃণমূল দলের প্রতি কর্মীদের আবেগের উপর ভর করে জিতে যাবে, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করবে, সেটা বার বার হতে পারে না।' তৃণমূলের অন্দরে যখন কুণালের এই পোস্ট নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে, তখন শুক্রবার সকালে হঠাৎ দেখা যায়, তিনি এক্স হ্যান্ডলের বায়ো থেকে তৃণমূল মুখপাত্র তথা রাজনীতিকের পরিচয়টাই মুছে ফেলেছেন। সেখানে এখন তাঁর পরিচয় শুধুই 'সাংবাদিক আর সমাজকর্মী'।

শুক্রবার বিকেলে এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে কুণাল জানিয়েছেন, 'সিস্টেমে' তিনি নিজেকে 'মিস্‌ফিট' বলে মনে করছেন। তবে দলের সৈনিক হিসাবে থাকতে চান। তৃণমূল সূত্রের খবর, কুণাল ঘোষ তাঁর নিরাপত্তাও ছেড়ে দিয়েছেন। নিজেকে দলের মুখপাত্রদের হোয়াট্‌সঅ্যাপ গ্রুপ থেকে সরিয়ে নিয়েছেন। যদিও একটি সাক্ষাৎকারে কুণাল দাবি করেছেন, তিনি নিরাপত্তা ছেড়ে দিয়েছেন এমনটা নয়। শুক্রবার নিরাপত্তারক্ষীদের ডাকেননি। কারণ, তিনি শহরের মধ্যেই রয়েছেন

এক্সে কুণাল লিখেছেন, 'আমি তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক এবং মুখপাত্র পদে থাকতে চাইছি না। সিস্টেমে আমি মিস্‌ফিট। আমার পক্ষে কাজ চালানো সম্ভব হচ্ছে না। আমি দলের সৈনিক হিসাবেই থাকব। দয়া করে দলবদলের রটনা বরদাস্ত করবেন না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার নেত্রী, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমার সেনাপতি, তৃণমূল আমার দল।'

অ্যাপের সাহায্যে নির্বাচনের আয়ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়ে নজর রাখবে কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: হিসাব এবার অ্যাপে। এতোদিন পর্যন্ত নির্বাচনের সময় নির্বাচনের হিসেব দেখভাল করার জন্য যে এজেন্সিগুলি কাজ করতো তা হাতে কলমে করা হতো এবং হাতে কলমেই পাঠানো হত। এই প্রথম তৈরি করা হল একটি অ্যাপ। এই অ্যাপের সাহায্যে নির্বাচনের আয় ব্যয় সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের ওপর নজর রাখতে পারবে কমিশন।

কমিশন সূত্রে খবর, যে মুহূর্তে ২২টি এজেন্সি কোনও কিছু তথ্য পাবে সেই তথ্য তৎক্ষণাৎ আপলোড করা হবে অ্যাপে। শুধু তাই নয়, একইসঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলিও যদি কোনওরকমভাবে কমিশনের নিয়ম বহির্ভূত কোনও কাজ করতে যায় তাও তৎক্ষণাৎ ওই অ্যাপের মাধ্যমেই ধরা পড়ে যাবে। অর্থাৎ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এক নিমেষে সকলের কাজকে হাতের মুঠোর মধ্যে আনতেই কমিশনের এই পদক্ষেপ বলেই জানিয়েছে কমিশন। এরই পাশাপাশি শুক্রবার জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফে একজন আন্ডার সেক্রেটারি পদাধিকারী সহ ২ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল আসে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে। যেখানে কমিশনের সমস্ত প্রযুক্তির ওপর নির্ভরকারী অ্যাপকে নিয়ে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেয় তারা। বিশেষত এই অ্যাপ গুলিতে সবকিছুতেই একটি সময় নির্ধারণ করা আছে। সেই সময়ের মধ্যেই শেষ করতে হবে সংশ্লিষ্ট কাজ। না হলে ওই অ্যাপ আর কোনই কাজ করবে না। অর্থাৎ, কোন প্রার্থী তার মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর তাকে সঙ্গে সঙ্গেই ওই অ্যাপের মধ্যে আপলোড করতে হবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যায় তাহলে ওই অ্যাপে আর কোনই কাজ করা যাবে না। এখানেই শেষ নয়, রীতিমতো জবাবদিহি করতে হবে কমিশনের কাছে কেন উক্ত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করা গেল না। এক কথায় বলাই যায় কমিশন কিন্তু এবার সব দিক থেকেই রীতিমতো কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে। কোনও কিছুতেই কাউকেই রেয়াত করতে রাজি নয় জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

বাবাসাহেব আম্মেদকর স্মৃতি স্বর্ণপদক সম্মাননা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বীরকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক পঙ্কজ চক্রবর্তীকে আজীবন বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজের জন্য সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে বাবাসাহেব আম্মেদকর স্মৃতি স্বর্ণপদক সম্মাননা প্রদান করা হয়। আম্মেদকর কালচারাল কলেজ নিউ ব্যারাকপুরের পক্ষ থেকে এই সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ড. অপূর্ব বিশ্বাস এবং সংস্থার পক্ষে দিলীপ বিশ্বাস।

গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় সম্মাননা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমিতে এক অনুষ্ঠানে কণ্ঠ সঙ্গীতে বিশেষ অবদানের জন্য দীপশ্রী পালকে 'গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়' স্মারক সম্মাননা প্রদান করা হয়। ভিশন অব বেঙ্গল সংস্থার পক্ষে পন্ডিত দেবজ্যোতি বসু সম্মাননা প্রদান করেন।

শনি-রবিতে বাতিল হচ্ছে না কোনও ট্রেন, বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানাল পূর্ব রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: দমদমের ইন্টারলকিং কাজের জন্য যে ১১৭টি ট্রেন শনিবার এবং রবিবার বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তা আপাতত রদ করা হল। শুক্রবার এমনটাই বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হল পূর্ব রেলের তরফ থেকে। এদিন প্রেস বিবৃতিতে রেলের তরফে বলা হয়, দমদম জংশনে পূর্ব নির্ধারিত কাজ যা ১ তারিখ থেকে ৪ তারিখের মধ্যে হওয়ার কথা ছিল তা হচ্ছে না। আগে বিবৃতি দিয়ে কাজের বিষয়ে জানানো হয়েছিল। তবে তা অনিবার্য কারণে স্থগিত করা হয়েছে।

সাংসদ অর্জুন সিংয়ের হস্তক্ষেপে জট কাটল জগদ্দলের অ্যাংলো ইন্ডিয়া জুটমিলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শ্রমিক অসন্তোষের জেরে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল জগদ্দলের অ্যাংলো ইন্ডিয়া জুটমিল। তাঁত ঘরের শ্রমিকদের অন্য বিভাগে স্থানান্তরিতের প্রতিবাদে শুক্রবার সকাল থেকে শ্রমিকরা কাজ বন্ধ রেখে আন্দোলনে সামিল হন। তাঁত ঘরেই কাজে বহাল রাখার দাবিতে তারা মিলের গেটে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। বিক্ষোভ ঘিরে মিল গেটে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতির সামাল দিতে মিলে গেটে মোতায়ন করা হয় র‍্যাফ-সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। তাঁত ঘরের শ্রমিক মিহির চক্রবর্তী ও মহম্মদ আফসার দাবি করেন, তারা ১০-১২ বছর ধরে যেখানে কাজ করছেন। সেখানেই তারা কাজ করবেন। অন্য বিভাগে তাঁদের স্থানান্তরিত করা যাবে না। তাদের দাবি মিল কর্তৃপক্ষ না মানলে আন্দোলন চালিয়ে যাবার হুঁশিয়ারি দিলেন তাঁত ঘরের শ্রমিকরা। বিক্ষোভ শেষে শ্রমিকরা জগদ্দলের মজদুর ভবনে গিয়ে সাংসদ অর্জুন সিংয়ের সঙ্গে দেখা করেন। সমস্যা মেটাতে মিল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাও বলেন শ্রমিক দরদী সাংসদ অর্জুন সিং। মিলের সমস্যা নিয়ে সাংসদ বলেন, তিনটে শিফটের বদলে ওই মিলে দুই শিফট করা হয়েছে। ফলে অনেক শ্রমিক কাজ পাচ্ছেন না। তাই ক্ষোভে শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে বাইরে বেরিয়ে গেছেন। উভয় পক্ষকে আলোচনায় বসে সমস্যা মেটাতে বলেছি। যদিও সাংসদের নির্দেশ মতোই শ্রমিক-মালিক বৈঠকে জট কেটে গিয়েছে। তৃণমূল সমর্থিত জুট টেক্সটাইল ওয়ার্কার ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক অশোক কুমার সিং বলেন, সমস্যা মিটে গেছে। আজ শনিবার থেকে মিল চালু হয়ে যাবে। অশোক বাবু আরও বলেন, তাঁত ঘরের অতিরিক্ত ৩০ জন শ্রমিককে বলা হয়েছে চায়না লুমে কাজ শিখতে। কিন্তু কেউ যদি চায়না লুমে কাজ না পারে, সেক্ষেত্রে তাঁদের পুরানো জায়গায় ফাঁকা অনুযায়ী কাজ দেওয়া হবে।

ভোট ঘোষণার আগেই ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতে শূন্যপদ পূরণের প্রক্রিয়া শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোট ঘোষণার আগেই ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতে শূন্যপদ পূরণের প্রক্রিয়া শুরু হল। পঞ্চায়েতের তিনস্তর মিলিয়ে মোট ৬,৬৫২টি শূন্যপদ পূরণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল পঞ্চায়েত দপ্তর। এবার প্রতি জেলা এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করবে। জেলাওয়াড়ি শূন্যপদের পরিসংখ্যানও বিজ্ঞপ্তিতে রয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, বাঁকুড়া জেলায় সর্বাধিক নিয়োগ হবে। এছাড়াও হুগলি, পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনাতেও ভালো সংখ্যক শূন্য পদ রয়েছে।

গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ স্তরে বহুদিন ধরেই এগজিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট, ক্লার্ক, ইঞ্জিনিয়ার, নির্মাণ সহায়ক, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর প্রভৃতি বিভিন্ন পদ ফাঁকা রয়েছে। গতবছর শেষের দিকেই পঞ্চায়েতের এই নিয়োগের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এরপর পঞ্চায়েত দপ্তর শূন্য পদের তালিকা তৈরি করে যা ইতিমধ্যেই মন্ত্রিসভার অনুমোদন পেয়েছে। নির্বাচন ঘোষণার আগেই এই পদগুলি পূরণ করা হবে বলে পঞ্চায়েত দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে। এজন্য খরচ হবে বার্ষিক ১৭৭ কোটি টাকা। মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতে পারে। কিন্তু রাজ্য চাইছে তার আগেই পঞ্চায়েতের শূন্য পদ পূরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাক। তাই প্রত্যেক জেলার সিলেকশন কমিটিকে এই বিষয়ে তৎপরতার সঙ্গে কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে।

প্রতিরোধ বাহিনী গড়তে উদ্যোগী সিপিএম

সুবীর মুখোপাধ্যায়

লোকসভা নির্বাচনে নিজেদের জয় নিশ্চিত এবং প্রার্থীদের নিরাপত্তা দিতে এবার বুথস্তরে বিশেষ বাহিনী গড়ার পরিকল্পনা করেছে বঙ্গ সিপিএম। এই বাহিনীর নাম দেওয়া হয়েছে প্রতিরোধ বাহিনী। মূলত একদিকে যেমন এই বাহিনী নিজেদের ভোট ব্যাংক নিশ্চিত করতে যেমন সচেষ্ট হবে, ঠিক তেমনি শাসক দলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসবে। আলিমুদ্দিনের কর্তারা মনে করছেন, এর জেরে নিজেদের কর্মীদের এবং প্রার্থীদের মনোবল চাঙ্গা করবে পাশাপাশি নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা যাবে। কোনও এলাকায় কেন্দ্রে যদি কেউ ভোটদানে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে, সেক্ষেত্রে অগ্রনী ভূমিকা নেবে এই বাহিনী। একই সঙ্গে তাদের দলের ভোট ব্যাংক নিশ্চিত করতে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা বোধ করবে না এই বাহিনী।

দলের এই বাহিনীর রণকৌশল আপাতত গোপন রাখছেন সিপিএম নেতারা। জেলার কন্ট্রোল রুম থেকে এই বাহিনী পরিচালনা করবেন জেলা সদর বিশেষ কিছু লড়াকু প্রবীণ নেতা। প্রতিটি বাহিনীকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে পার্টি ক্লাসে। দলের সম্পাদক মণ্ডলীর বৈঠকে এমন পদ্ধতি নিতে জেলা সম্পাদকদের উদ্যোগী হতে বলেছেন আলিমুদ্দিনের কর্তারা।

পার্টির ফর্মুলা অনুসারে প্রয়োজনে প্রতিরোধ ঠেকাতে এই বাহিনী মারমুখী হতে পিছু পা হবে না। প্রতিটি বুথে ১০ থেকে ১৫ জনকে রাখার পরিকল্পনা রয়েছে এই বাহিনীতে। পার্টি ক্লাসে এই বাহিনীর প্রশিক্ষণ চলবে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। সেই জন্য পার্টি ক্লাস সপ্তাহে বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সম্পাদক মণ্ডলীর একাধিক সদস্য বলেছেন, এই আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে আমাদের লোকসভায় প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর প্রশ্নে সর্বশক্তি দিতে হবে। যারা এই কাজ করার প্রশ্নে অপারগ তাঁদের দলের কাজ করার প্রয়োজন নেই।

দলের এর ফর্মুলা অনুযায়ী ইতিমধ্যে বাহিনী তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা সহ একাধিক জেলা। কোন জেলায় কত জনকে নিয়ে এই বুথ বাহিনী করা হচ্ছে তাঁদের তালিকা জমা পড়বে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের সদর দপ্তরে। রাজ্য কমিটির সদস্যরা মনে করেন, নির্বাচনে তাদের কর্মীদের এবং প্রার্থীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। এবারের নির্বাচনে গোলমালের আশঙ্কা রয়েছে। নির্বাচনের কাজে আমাদের বাধা দেওয়া হবে। সে কারণে এই সমস্ত কর্মীদের সেই মতো প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। কোনও অশান্তি হলে সরাসরি নিজেদের কন্ট্রোলরুমে খবর দেওয়া যাবে। আর দলীয় কর্মীদের ভোট লুঠ ঠেকাতে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা দেওয়া হবে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২ মার্চ ২০২৪ ১৮ ফাল্গুন ১৪৩০ শনিবার

কুণাল ঘোষের পদ ছাড়ার ইচ্ছাকে কটাক্ষ বিরোধীদের, শোরগোল রাজনৈতিক মহলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদকের পদের পাশাপাশি দলীয় মুখপাত্রের পদ থেকেও সরার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন কুণাল ঘোষ। যা নিয়েই রাজনৈতিক মহলে জোর শোরগোল শুরু হয়ে গিয়েছে। যা নিয়ে খোঁচা দিতে ছাড়েনি পদ্ম শিবিরও। এরই রেশ টেনে বঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে বলতে শোনা যায়, 'অপেক্ষা করুন না। লোকসভা ভোট আসতে দিন, তারপর দেখবেন কতজনের কত কী উঠে যাবে।'

একইভাবে আক্রমণ শানিয়েছেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষও। কুণালের পদ ছাড়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এসব অনেক দেখেছি। তৃণমূল যখন ওকে জেলে ঢুকিয়েছিল এরপর টিএমসি-ই ওকে বড় নেতা বানিয়েছে। রোজ রূপ পাল্টালে লোকে বিশ্বাস করবে নাকি।' শুধু বিজেপি-ই নয়, কুণালের পদ ছাড়ার ইস্যুতে খোঁচা দিতে ছাড়েনি আইএসএফও। আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি এই প্রসঙ্গে জানান, 'তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে এখন লড়াই চলছে কে কত তোলা তুলতে পারবেন, কাকে কে কতটা কন্ট্রোল করতে পারবেন তা নিয়ে লড়াই চলছে। সিন্ডিকেটরাজের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে রেষারেষি চলছে। সুতরাং কে কার বিরুদ্ধে বলছে, কার বিরুদ্ধে সমালোচনা করছে এটা নতুন নয়। কুণালবাবু কলকাতার একজন সাংসদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত আক্রমণ করছেন। এটা তৃণমূল কংগ্রেসের কালচার। ওদের আক্রমণ-প্রতি আক্রমণ নিয়ে আমাদের ভাবার সময় নেই। আমাদের কাজ তৃণমূলের অপশাসন থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়া।'

অন্যদিকে এই প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার জানান, 'এই বিষয়ে আমি কোনও আলোকপাত করতে পারব না। আমার মনে হয় যে কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের একটা ব্যক্তিগত পরিসর থাকে। তৃণমূল পরিবারের অত্যন্ত সম্মানীয় সদস্য কুণাল ঘোষ। তাই তাঁর ব্যক্তিগত পরিসরকে আমাদের সকলের সম্মান করা উচিত।' এদিকে সূত্রের খবর, কলকাতারই এক প্রভাবশালী নেতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ রয়েছে কুণালের। ওই নেতার ভূমিকা এবং তাঁর কাজে দলের ক্ষতি হচ্ছে বলে মনে করছেন কুণাল। অন্তত এমনটাই তাঁর ঘনিষ্ঠমহল সূত্রে জানা যাচ্ছে। কিন্তু, কে সেই নেতা তা নিয়ে জল্পনা ছড়িয়েছে।

লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী হতে পারেন রচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লোকসভা ভোটে তৃণমূলের প্রার্থী হতে পারেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, এমনই জল্পনা চলছে রাজনৈতিক মহলে। এদিকে রচনা স্বয়ং জানাচ্ছেন, এ ব্যাপারে এখনই কিছু চূড়ান্ত হয়নি। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই দিদি নম্বর ওয়ানের মঞ্চে শুটিং করতে গিয়েছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে দীর্ঘক্ষণ রচনার সঙ্গে তাঁর কথা হয়। তার আগেও কিন্তু নবান্নে একঘণ্টার একটা বৈঠক করেছিলেন দু'জনে।

এদিকে সামনেই ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন। তবে এখনও সামনে আসেনি ঘাসফুল শিবিরের প্রার্থী তালিকা। এদিকে তৃণমূলের একটি বিরাট অংশ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকেরই ধারনা, তৃণমূলের এই প্রার্থী তালিকায় নাম থাকতে পারে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এক্ষেত্রে তাঁরা আরও এক পা এগিয়েও জানাচ্ছেন, প্রার্থী তালিকায় যদি রচনার নাম থাকে তাহলে তা হবে মমতার মাস্টার স্ট্রোক।

প্রসঙ্গত, দিদি নম্বর ওয়ানের মতো শোয়ের জনপ্রিয়তা সর্বদাই তুঙ্গে থাকে গোটা রাজ্যে। আট থেকে আশি সকলের মধ্যেই তুমুল জনপ্রিয়তা রয়েছে রচনার। রাজ্যের প্রান্তিক এলাকাতেও এই শো নিয়ে চর্চা দেখা যায়। গ্রামঞ্চলের দুর্গম এলাকার বহু পরিশ্রমী মহিলাকেই এই শোতে এসে তাঁদের জীবন যন্ত্রণা, লড়াইয়ের কথা বলতে দেখা গিয়েছে। এমনকী রিলস ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে। সেখানে লোকসভা ভোটের মুখে রচনার হাত ধরে নতুন কিছু করে দেখানোর চেষ্টাও করতে পারে তৃণমূল। এরই পাশাপাশি রচনার পরিচিতি দলের জনভিত্তি বাড়ানোর ক্ষেত্রে নতুন করে অক্সিজেনের কাজ করতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশ। যদিও এ বিষয়ে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনও চূড়ান্ত হয়নি। আর যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে নিজেই জানাবেন। অর্থাৎ যে জল্পনা তৈরি হয়েছে তা কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দেননি রচনা।

ইডির ডেপুটি ডিরেক্টরকে তলব সিআইডি-র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার ইডির ডেপুটি ডিরেক্টর গৌরব ভারিলকে তলব করল রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থা সিআইডি। সূত্রের খবর, আগামী ৩ মার্চ কলকাতায় ভবানী ভবনে সিআইডির দপ্তরে ডেকে পাঠানো হয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার এই ডেপুটি ডিরেক্টরকে। কিন্তু কেন হঠাৎ এই তলব বা ইডির ডেপুটি ডিরেক্টরের থেকে কোন তথ্য খুঁজছে রাজ্যের গোয়েন্দা সংস্থা তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। এদিকে সূত্র মারফত যে খবর মিলেছে তাতে ধৃত শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে অভিযোগকারী হিসেবে সিআরপিসির ১৬০ ধারায় সিআইডির অফিসে ডাকা হয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের ডেপুটি ডিরেক্টরকে। ওই অভিযোগের ভিত্তিতেই ইডির ডেপুটি ডিরেক্টরের বয়ান রেকর্ড করতে চাইছে রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থা সিআইডি। এর পাশাপাশি সিআরপিসির ৯১ ধারায় অভিযোগ সংক্রান্ত বেশ কিছু নথি নিয়েও হাজির হতে বলা হয়েছে ইডির ডেপুটি ডিরেক্টরকে। কারণ, সন্দেশখালিতে গিয়ে ইডির অফিসাররা আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় অভিযোগকারী হিসেবে রয়েছেন ইডির এই ডেপুটি ডিরেক্টর-ই।

উল্লেখ্য, গত ৫ জানুয়ারি সন্দেশখালিতে শেখ শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশি অভিযানে গিয়ে এক ব্যাপক জনরোষের মুখে পড়েন ইডির অফিসাররা। একদল উন্মত্ত জনতা ঘিরে ফেলে ইডির টিম ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের। ঘটনায় আক্রান্ত হন ইডির অফিসাররা। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁদের হাসপাতালে ভর্তিও করতে হয়েছিল।

ইডির উপর সেদিন হামলার অভিযোগে ইতিমধ্যেই শেখ শাহজাহানকে গ্রেপ্তার করেছে রাজ্যের পুলিশ। বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তারির পর বসিরহাট আদালতে পেশ করা হলে, শাহজাহানের ১০ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। এদিকে এসবের মধ্যেই ওই মামলার তদন্তভার গিয়েছে রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থা সিআইডির হাতে। এবার সেই মামলায় অভিযোগকারী হিসেবে বয়ান রেকর্ডের জন্য ইডির ডেপুটি ডিরেক্টর গৌরব ভারিলকে সিআইডির তদন্তকারী আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করতে বলা হয়েছে বলে খবর।

মধ্য কলকাতার আবাসিক স্কুলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের কলকাতায় অগ্নিকাণ্ড। শুক্রবার সকালে মধ্য কলকাতার ওয়েলিংটনে তালতলা এলাকায় একটি স্কুলের আবাসিক রুমে আগুন লাগে। ক্লাস চলাকালীনই এই আগুন লাগে বলে সূত্রে খবর। আর এই আগুনেই ভস্মীভূত ক্লাসরুমের টেবিল-চেয়ার বেঞ্চ। দ্রুততার সঙ্গে পড়ুয়া-শিক্ষকদের স্কুল থেকে বের করা হয়। তবে হতাহতের কোনও খবর নেই। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। দমকলের তিনটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এলেও ততক্ষণে আগুনের গ্রাসে চলে যায় ওই দুটি আবাসিক কক্ষ। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, দমকলের তিনটি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

খুব স্বাভাবিক ভাবেই এই ঘটনার জেরে ওই স্কুলে থাকা ছাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। শ্রেণিকক্ষ থেকে বেরিয়ে তারা বাইরে চলে আসে। স্কুল পড়ুয়ারা জানিয়েছে, বেলা বারোটা নাগাদ স্কুলের যে আবাসিক রুমগুলি রয়েছে, তার একটি থেকে প্রথমে ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। তারপর সেটি পাশের রুমে ছড়িয়ে পড়ে। সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায় ওই দুটি রুমের মধ্যে থাকা ছাত্রীদের বিছানা স্কুলের বই এবং আনুষঙ্গিক সামগ্রী। যদিও সেই সময় আবাসিক কক্ষে কেউ ছিল না বলে জানিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। ঘটনায় সব হারিয়ে ভেঙে পড়েছে ছাত্রীরা। বইপত্র সম্পূর্ণ পুড়ে যাওয়ায় পরীক্ষার মুখে চিন্তায় তারা।

রাজভবনে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, সঙ্গে ছিলেন রাজ্যপালের পরিবারের সদস্য অজিত নায়ার ও অদভেত নায়ার।

হরিদেবপুর প্রৌঢ়ার খুন কাণ্ডে গ্রেপ্তার স্বামী, ছেলে ও বউমা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বৃহস্পতিবার হরিদেবপুরের কৈলাস ঘোষ রোডে এক প্রৌঢ়ার দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল।শুক্রবার সকালে সেই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার রাতে উমা দাস (৫২) নামে ওই প্রৌঢ়ার দেহ উদ্ধার হয় বাড়ির কুয়ো থেকে। স্থানীয় এবং পরিবারের একাংশের অভিযোগ সম্পত্তির জন্য উমা দাসকে খুন করা হয়েছে। ঘটনায় মহিলার স্বামী, ছেলে এবং বউমাকে গ্রেপ্তার করেছে হরিদেবপুর থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশ দেহ উদ্ধার করতে গেলে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা।

পুলিশ সূত্রে খবর, উমা দাসের নামে থাকা সম্পত্তি লিখিয়ে নেওয়ার জন্য বহুদিন ধরে তাঁর উপর চাপ তৈরি করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। এমনকী তাঁর উপর অত্যাচারও করতেন মৃতের স্বামী নরেশ দাস, ছেলে অমিত দাস এবং বউমা মধুমিতা দাস। অভিযোগ সম্প্রতি সেই অত্যাচারের মাত্রা চরমে ওঠে। স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন, বৃহস্পতিবার রাত ৯টা নাগাদ বাড়ির পিছনে থাকা কুয়োতে উমা দাসের দেহ ভেসে ওঠে। পরিবারের কোনও এক সদস্য প্রথম দেহটি দেখতে পান। এরপরেই পুলিশে খবর দেওয়া হয়।

অভিযোগ উমা দেবীর স্বামী, ছেলে এবং বউমা মিলে তাঁকে খুন করে কুয়োতে ফেলে দিয়েছেন। খবর ছড়িয়ে পড়তেই উমা দাসের বাড়ির সামনে স্থানীয়রা ভিড় করেন। বাড়ি ঘিরে শুরু হয় বিক্ষোভ। ততক্ষণে হরিদেবপুর থানার পুলিশ ও দমকল ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। কিন্তু, স্থানীয়রা দাবি করেন, আগে অভিযুক্ত তিন জনকে গ্রেপ্তার করতে হবে, তারপরে দেহ নিয়ে যেতে দেবে তারা। দীর্ঘক্ষণ পুলিশের সঙ্গে বচসা চলে। ঘটনাস্থলে পৌঁছান স্থানীয় কাউন্সিল ও বরো কমিটির চেয়ারম্যান সুদীপ পোল্লে। তাঁকে ঘিরেও শুরু হয় বিক্ষোভ।

পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ উমা দাসের স্বামী নরেশ দাস, ছেলে অমিত দাস এবং বৌমা মধুমিতা দাসকে আটক করে নিয়ে যায়। এরপর রাত বারোটা নাগাদ দমকলের সাহায্যে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ।

এই ঘটনায় উমা দেবীর দেওরের মেয়ে অভিযোগ করেছেন, তিনি ওই বাড়িতে আগে থাকতেন। তিনি অভিযোগ করেন, সেই সময়ও অভিযুক্ত তিনজন উমা দাসের উপর অত্যাচার করা হত সম্পত্তির জন্য। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মাসের শুরুতেই বাড়ল বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মার্চ মাসের শুরুতেই বাড়ল বাণিজ্যিক রান্নার গ্যাসের দাম। লোকসভা ভোটের আবহে আরও এক ধাপ বাড়ল রান্নার গ্যাসের দাম। ১৯ কেজির এলপিজি সিলিন্ডার পিছু ২৪ টাকা করে দাম বাড়ানো হয়েছে। এবার থেকে ১৯ কেজির এলপিজি সিলিন্ডার কিনতে খরচ হবে ১ হাজার ৯১১ টাকা। ফলে, ১ মার্চ থেকেই রান্নার গ্যাস কিনতে হবে বর্ধিত দামে। গত মাসেই ১৯ কেজির এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বেড়েছিল। সিলিন্ডার পিছু ১৪ টাকা করে দাম বাড়ানো হয়েছিল ফেব্রুয়ারিতে।

প্রসঙ্গত, মাসের শুরুতেই অয়েল মার্কেটিং সংস্থাগুলি বিশ্ব বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের তুল্যমূল্য বিচার করে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামের ওঠানামার সঙ্গে সঙ্গেই দেশের বাজারেও পেট্রোলিয়াম পণ্যের দাম বাড়ে কিংবা কমে।

শুক্রবার মধ্যরাত থেকেই কলকাতায় ১৯ কেজির এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ২৪ টাকা করে বেড়ে গিয়েছে। শুধু কলকাতাই নয়, দেশের অন্যান্য শহরেও বেড়েছে এই গ্যাসের দাম। বিভিন্ন শহরে মূল্য বৃদ্ধির হার ভিন্ন।

মুখ্যমন্ত্রী কথা দিয়ে কথা রাখেন: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: 'মুখ্যমন্ত্রী কথা দিয়ে কথা রাখেন। সেটা আরও একবার প্রমাণিত হল।' শুক্রবার এমনটাই বললেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন ব্যারাকপুর শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েতে আয়োজিত ১০০ দিনের কাজের বকেয়া মজুরি প্রদান কর্মসূচিতে তিনি হাজির ছিলেন। সেখানে সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, মুখ্যমন্ত্রী যা প্রতিশ্রুতি দেন, তিনি বাস্তবে তা করেও দেখান। দুই বছর ধরে বাংলায় ১০০ দিনের কাজের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকরা তাঁদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের সেই টাকা পাইয়ে দিয়েছেন। এটাই বড় ব্যাপার। এমনকী প্রত্যেকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সেই টাকা ঢুকেও গিয়েছে। উক্ত কর্মসূচিতে এদিন হাজির ছিলেন শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপ-প্রধান যথাক্রমে অরুণ ঘোষ ও সোমা মালিক, ব্যারাকপুর ব্লক-২ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সুজাতা মণ্ডল প্রমুখ।

প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে কেন্দ্রের বঞ্চনার অভিযোগ তুলে ধরনায় বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই ধরনা মঞ্চ থেকে তিনি ঘোষনা করেছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকার ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা না দিলে, নিজেদের কোষাগার থেকে সেই টাকা দেবে রাজ্য সরকার। পরবর্তীতে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, পয়লা মার্চ থেকে শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি সরাসরি তাঁদের অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাবে। স্বভাবতই, মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বকেয়া মজুরি পেয়ে খুশি শিউলি পঞ্চায়েতের ১০০ দিনের কাজের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকরা।

প্রাথমিকে ৩৯ জনের নতুন করে প্যানেল তৈরির নির্দেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রাথমিকে নতুন প্যানেল প্রকাশ করে আরও ৩৯ জনের শিক্ষক পদে নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক, শুক্রবার প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে এমনই নির্দেশ দিতে দেখা গেল কলকাতা হাইকোর্টকে। আদালত সূত্রে খবর, এদিন হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার একক বেঞ্চে প্রাথমিকের এই নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার শুনানি ছিল। এই মামলার শুনানিতেই পর্ষদকে এমনই নির্দেশ দেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা।

প্রসঙ্গত, এর আগে প্রাথমিকের নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট থেকে একটি বড় নির্দেশ দেওয়া হয়। যেখানে ৯ হাজার ৫৩৩ জন চাকরিপ্রার্থীর প্যানেল প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। সেই মতো পর্ষদের তরফে গত ৩১ জানুয়ারি একটি মেরিট লিস্ট প্রকাশ করা হয়। কিন্তু সেই তালিকায় এদের নাম ছিল না। এমন অবস্থায় এবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন এই ৩৯ জন চাকরিপ্রার্থী। শুক্রবার সেই মামলারই শুনানি ছিল।

এদিকে এই মামলায় মামলাকারী চাকরিপ্রার্থীদের দাবি, তারা ডিএলএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। এবার ওই ৩৯ জন চাকরিপ্রার্থী ডিএলএড পাশ করেছেন কি না, সেটা যাচাই করার নির্দেশ দিল আদালত। উল্লেখ্য, এর আগে এই একইভাবে ১২ জন প্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীদের নথিপত্র খতিয়ে দেখে চাকরির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট।

শুক্রবার মামলার শুনানির পর বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার একক বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, ওই ৩৯ জনের একটি নতুন প্যানেল প্রকাশ করে তাদের নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে। সঙ্গে ওই ৩৯ জনের ডিএলএড প্রশিক্ষণের শংসাপত্র যাচাই করে দেখার নির্দেশ দেন বিচারপতি মান্থা।

মার্চে গণস্বাক্ষর সংগ্রহে পথে নামছেন বেসরকারি বাস মালিকরা

শুভাশিস বিশ্বাস

বেসরকারি বাস সংগঠনের তরফ থেকে টানা তিনদিন পরিষেবা বন্ধ রাখার ডাক দেওয়া হয়েছে বৃহস্পতিবারেই। আপাতত তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ১৮ থেকে ২০ মার্চ বন্ধ রাখবেন এই বেসরকারি বাস পরিষেবা। মূল ইস্যু, ১৫ বছরের গাড়ি বাতিলের সিদ্ধান্ত। যে সিদ্ধান্ত বাস মালিকদের পক্ষে অত্যন্ত এক হঠকারি সিদ্ধান্ত বলেই মনে করছেন পাঁচটি বেসরকারি বাস সংগঠনের সদস্যরা। তবে এর আগে আরও একটি কর্মসূচি তাঁরা নিতে চলেছেন আগামী ১২ থেকে ১৫ মার্চ। এই তিনদিন রাজ্য জুড়ে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করবেন তাঁরা। এরপর তা পাঠানো হবে পরিবহণমন্ত্রী, পরিবহণ সচিব এবং কেন্দ্রীয় পরিবহণ মন্ত্রীর কাছে।

তবে এই গণস্বাক্ষর সংগ্রহের মাধ্যমে আরও বেশ কয়েকটি বার্তা দিতে চাইছেন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে। একইসঙ্গে বেসরকারি পরিবহণ ব্যবসা সম্পর্কে আমজনতাকে অবহিত করা। এই গণস্বাক্ষর সংগ্রহের প্রথম ইস্যু থাকছে ১৮ থেকে ২০ মার্চ যে বেসরকারি বাস পরিষেবা বন্ধ রাখার ডাক দেওয়া হয়েছে তার পিছনে ঠিক কি কি কারণ রয়েছে তা আমজনতার সামনে বেসরকারি বাস মালিকরা তুলে ধরতে চান। সঙ্গে সামনে আনছেন ধর্মতলা থেকে বাস স্ট্যান্ড সরানোর মতো ইস্যুও। কারণ, ধর্মতলাতে যে বাস স্ট্যান্ড দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে তা দূষণের কারণে সরানোর কথা ভাবা হচ্ছে। এই সিদ্ধান্তও আমজনতার জন্য হঠকারি হবে বলেই মনে করছেন বেসরকারি বাস সংগঠনের মালিকেরা। যান বাতিলের পাশাপাশি ধর্মতলা থেকে বাস স্ট্যান্ড সরালে ঠিক কী কী সমস্যা হতে পারে তা আমজনতা থেকে প্রশাসনিক স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে চান তাঁরা। এর পাশাপাশি তাঁরা তুলে ধরতে চাইছেন, কেন্দ্রীয় মোটর ভেহিকলস অ্যাক্টের সাঁড়াশি আক্রমণের ঘটনাকেও। কারণ, প্রতিদিন যে ভাবে নানা ধরনের নিত্য-নতুন আইন তৈরি করা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে এবার সরব হচ্ছেন এই বেসরকারি বাস মালিকরা। এই মোটর ভেহিকলস অ্যাক্ট প্রসঙ্গে বাস মালিকরা তাঁদের ক্ষোভ উগরে দিয়ে জানান, এমন ভাবে নিত্য নতুন আইন আনা হলে বাস ব্যবসা করাই বন্ধ করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় খোলা নেই তাঁদের সামনে।

তবে একথা ঠিক যে এই সব ইস্যুর মধ্যে প্রাধান্য পাচ্ছে ১৫ বছরের পুরনো যান বাতিলের সিদ্ধান্তই। কারণ, এতে ২০২৪-এর মাঝামাঝি সময় থেকে এক বিরাট প্রভাব পড়তে চলেছে সড়ক পরিবহণে। আর এই প্রসঙ্গেই আম-জনতার চোখ খুলে দিতে প্রয়োজন গণ স্বাক্ষর অভিযানের। কারণ, মানুষকে বুঝতে হবে কলকাতা বা কলকাতার উপকণ্ঠে মেট্রোর যত সম্প্রসারণই হোক না কেন, বেসরকারি বাসের মতো একেবারে ডাকপিওনের মতো ঘরের দুয়ারে গিয়ে পরিষেবা দেওয়া মেট্রোর পক্ষে সম্ভব নয়। মেট্রোরও একটা পরিব্যাপ্তির সীমারেখা রয়েছে। ফলে বাসের ক্ষেত্রে ১৫ বছরের পুরনো বাস বাতিলের সিদ্ধান্তে ভবিষ্যতে ভুগতে হবে আমজনতাকেই।

এই প্রসঙ্গে জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের সাধারণ সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, তিনদিন যে বেসরকারি বাস পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেই সিদ্ধান্তের পাশে এসে দাঁড়াক সাধারণ মানুষ। কারণ, ভবিষ্যতে বিরাট আকারের সমস্যাকে যদি মাত্র তিনদিনের সমস্যার মধ্যে দিয়ে সমাধান করা যায় তাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি কিছু হবে না।

এখানে জনান্তিকে আরও একটা কথা বলে রাখতেই হয় তা হল, প্রশাসন যদি বেসরকারি বাস মালিকদের দাবি মেনে নেয় তাহলে তিনদিনের যে বাস বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বেসরকারি বাস মালিকেরা তা থেকে তাঁরা যে সরবেন তার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের সাধারণ সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিলোত্তমায় ওঠানামা তাপমাত্রার পারদ, শুষ্ক হলেও আবহাওয়া স্বস্তিদায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার আবহাওয়ায় বিশেষ কোনও পরিবর্তন হবে না। আবহাওয়া থাকবে মূলত শুষ্ক, বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, ফলে স্বাভাবিকভাবেই চড়বে তাপমাত্রা। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও আবহাওয়া থাকবে শুষ্ক। শুষ্ক হলেও দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া স্বস্তিদায়কই রয়েছে, মনোরম আবহাওয়া রয়েছে উত্তরবঙ্গেও।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রের খবর, ২ মার্চ পর্যন্ত মূলত শুষ্কই থাকবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার আবহাওয়া। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও আপাতত শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া, শুধুমাত্র দার্জিলিং ও কালিম্পঙ-এ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২০.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক। আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, ৩ মার্চের পর পশ্চিমের জেলাগুলির দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে।

সম্পাদকীয়

বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগকে আরও উন্নত করতে হবে

যে কোনও ক্লাউড স্টোরেজেই সাধারণ মানুষ তাঁদের তথ্যাদি বা মূল্যবান শংসাপত্র ডিজিটাল মাধ্যমে সংরক্ষণ করতে পারেন। এটা অনেকটা ব্যাঙ্কের ভল্টের মতো। একটি অভিন্ন পরিচয়পত্র বা মেল অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে এই ক্লাউড স্টোরেজে যে কেউ নাম নথিভুক্ত করতে পারেন। তা হলেও সেই ব্যবহারকারীর যাবতীয় নথিই জাল কিংবা অবৈধ হতেই পারে। ইউনিভার্সিটি, বিভিন্ন বোর্ড এবং কাউন্সিলগুলি তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে ছাত্রছাত্রীদের শংসাপত্রের যাবতীয় নথি সংরক্ষণ করার পদ্ধতিই একমাত্র বৈধতা সুনিশ্চিত করতে পারে। তা সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড-কাউন্সিলের অধিকর্তার দায়িত্ব এবং মধ্যস্থতার ভিত্তিতে হওয়া উচিত। কোনও চাকরিপ্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতার নথি যাচাই করে নেওয়ার ক্ষেত্রে যা অত্যন্ত জরুরি। প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী, নিয়োগকর্তার অনুসন্ধানের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলি চিঠি আদানপ্রদান মারফত তাদের সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর শংসাপত্রটির বৈধতা সুনিশ্চিত করে, যা দেশে এবং বিদেশে চাকরিরত কিংবা গবেষণারত ছাত্রছাত্রীদের কাছে একটি দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতি। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) কাছেই যখন প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার অধীনস্থ সমস্ত কলেজের তথ্য রয়েছে, তা হলে তারা নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে কী করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে একটি ক্লাউড স্টোরেজে ছাত্রছাত্রীদের শংসাপত্র নথিভুক্ত করার কথা বলতে পারে? বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রী ব্যতীত সেই শংসাপত্র কী ভাবে কোনও তৃতীয় ব্যক্তি বা বাইরের কোনও প্রতিষ্ঠান যাচাই করবে? প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি একটি ডিজিটাল সংরক্ষণাগার থাকে, তা হলে সেখানে ছাত্রছাত্রীদের নথি অন্তর্ভুক্ত করা যায় অনায়াসেই। সেই তথ্য তখন অন্যরা যাচাই করতে পারেন। ইউজিসি বরং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ওয়েবসাইটগুলিকে আরও বেশি তথ্যপূর্ণ, তথ্যনির্ভর এবং প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগটির পরিকাঠামো বৃদ্ধির কথা ভাবতে পারে। তাতে একটি সুদূরপ্রসারী ফল পাওয়া যেতে পারে।

আনন্দকথা

এ-কথা তো তাঁহার পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে নাই।
তাঁহার অহঙ্কার তৃতীয়বার চূর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। তাই আবার একটু তর্ক করিত অগ্রসর হইলেন।
মাস্টার — আজ্ঞা, তিনি সাকার, এ-বিশ্বাস যেন হল! কিন্তু মাটির প্রতিমা তিনি তো নন —
শ্রীরামকৃষ্ণ — মাটি কেন গো! চিন্ময়ী প্রতিমা।
মাস্টার 'চিন্ময়ী প্রতিমা' বুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন, আচ্ছা, যারা মাটির প্রতিমা পূজা কর, তাদের তো বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে, মাটির প্রতিমা ঈশ্বর নয়, আর প্রতিমার সম্মুখে ঈশ্বরকে উদ্দেশ করে পূজা করা উচিত।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

অনিল বিশ্বাস

১৯২৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ পি কে বাসুদেবন নায়ারের জন্মদিন।*
১৯৪৪ *বিশিষ্ট বাম রাজনীতিবিদ অনিল বিশ্বাসের জন্মদিন।*
১৯৮৬ *বিশিষ্ট টেনিস খেলোয়াড় ডিভজি শরণের জন্মদিন।*

পরিবেশদূষণ রোধের নতুন পন্থা ও জৈব প্লাস্টিক

ডাঃ শামসুল হক

বর্তমানে আমরা যে যুগে বাস করছি তাকে নিঃসন্দেহে প্লাস্টিকের যুগই বলা যেতে পারে। ঘরে বাইরে সর্বত্রই শুধু প্লাস্টিক আর প্লাস্টিক । মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনে প্লাস্টিকের এই অবাধ প্রবেশ আর্থিক দিক দিয়ে মানুষকে অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিয়েছে একথা একশো শতাংশই সঠিক। কিন্তু এর ব্যাপক ব্যবহার সমগ্র পরিবেশটাকেই দিনের পর দিন যেভাবে দুষিত করে তুলেছে তা ভাববার সময় এবার নিশ্চয়ই এসেছে। এবার আমাদের সকলকে ভেবে দেখতেই হবে প্রতিকৃতিকে দুষণ মুক্ত করার জন্য এই মুহূর্তে আমাদের কি কি করা প্রয়োজন। আবার সেইসঙ্গে অতি অবশ্যই ভাবতে হবে এই প্লাস্টিক নামক বস্তুটাকেই বা আমরা ব্যবহার করব কেমনভাবে?

প্লাস্টিকের বহুল ব্যবহারের অন্যতম কারণ হল এটিকে যেকোন আকৃতিতেই রূপান্তরিত করা যায়। অতি উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের ক্ষমতা তার তো আছেই, আছে তাকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহারের বহুবিধ সুবিধাও। অত্যন্ত নমনীয় এই উপাদান মোটা, মাঝারি থেকে পাতলা, খুবই পাতলা যেকোনভাবেই তৈরী করে নেওয়া যায় এবং ব্যবহারের উপযোগীও করে নেওয়া সম্ভব। তাইতো গ্রাম, গঞ্জ, শহর সর্বত্রই আজ বিপুল ভাবেই ব্যবহৃত হচ্ছে এই প্লাস্টিক। আবার দিন যত এগিয়ে চলেছে বেড়ে চলেছে এর ব্যবহারের মাত্রাও।

প্লাস্টিকের এই আধুনিকরণের পর তা নিয়ে আবার শুরু হয়েছে মহাবিপ্লব। সর্বত্রই স্থাপিত হয়েছে ছোটবড় অজস্র প্লাস্টিক কারখানা। বর্তমানে এই শিল্পে ব্যবহার করা হচ্ছে মিথেন, ইথিলিন, অ্যাসিটিলিন ইত্যাদি নানান ধরনের পেট্রোলিয়াম জাতীয় হাইড্রোকার্বন। কিন্তু তার ফলাফল যে কি তা তো আমারা সহজেই অনুভব করতে পারছি। আর ভীষণভাবে ভাবিয়ে তুলেছে পরিবেশবিদদেরও। তাই ভাবা হয়েছে বিকল্প উপায়ও।

বিভিন্ন জাতের আলু, ভুট্টা, যব, আখ, গম ইত্যাদি প্রাকৃতিক বা কৃষিজাত দ্রব্য সহযোগে মে উন্নতমানের প্লাস্টিক উৎপাদন করা সম্ভব তা আবিষ্কার করেছেন বৈজ্ঞানিকরা। আর সেগুলি সহজলভ্যই নয়, তৈরি করার জন্য খরচও হয় অনেক কম।

এই ধরণের জৈব প্লাস্টিক ব্যবহারের সুবিধা হল এই যে, তা একবার ব্যবহার করার পর আবারও ব্যবহার করা সম্ভব হবে। আর যেটুকু করা যাবে না তাও লাগানো যাবে অন্যান্য আরও অনেক প্রয়োজনেই। এই ধরণের প্লাস্টিক ব্যবহারের পর তা যদি পরিত্যক্ত অবস্থাতেও থাকে তাহলে তা পরিবেশের ক্ষতি করবে না এতটুকুও। কারণ তা পরিত্যক্ত থাকা অবস্থাতেই নানান ধরনের ছত্রাক সহ অন্যান্য আরও অনেক আণুবীক্ষণিক জীবের আক্রমণে একেবারে ভেঙে যাবে পুরোপুরিভাবেই। আর ভেঙে যাওয়ার পর তা থেকে উৎপন্ন হবে জল, কার্বন-ডাই-অক্সাইড-সহ আরও অনেক জৈব পদার্থ। আর সেইভাবে আপনাআপনিই পাওয়া কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাতাসের সঙ্গে মিশে গেলেও প্রাপ্ত জল এবং জৈব পদার্থগুলো পচন ক্রিয়ার মাধ্যমে উন্নত মানের সার উৎপাদন করবে এবং তা কৃষিকাজে খুব সুন্দরভাবেই ব্যবহার করাও সম্ভব হবে।

> প্লাস্টিকের এই আধুনিকরণের পর তা নিয়ে আবার শুরু হয়েছে মহাবিপ্লব। সর্বত্রই স্থাপিত হয়েছে ছোটবড় অজস্র প্লাস্টিক কারখানা। বর্তমানে এই শিল্পে ব্যবহার করা হচ্ছে মিথেন, ইথিলিন, অ্যাসিটিলিন ইত্যাদি নানান ধরনের পেট্রোলিয়াম জাতীয় হাইড্রোকার্বন। কিন্তু তার ফলাফল যে কি তা তো আমারা সহজেই অনুভব করতে পারছি। আর ভীষণভাবে ভাবিয়ে তুলেছে পরিবেশবিদদেরও। তাই ভাবা হয়েছে বিকল্প উপায়ও। বিভিন্ন জাতের আলু, ভুট্টা, যব, আখ, গম ইত্যাদি প্রাকৃতিক বা কৃষিজাত দ্রব্য সহযোগে মে উন্নতমানের প্লাস্টিক উৎপাদন করা সম্ভব তা আবিষ্কার করেছেন বৈজ্ঞানিকরা। আর সেগুলি সহজলভ্যই নয়, তৈরি করার জন্য খরচও হয় অনেক কম।

এই ধরণের জৈব প্লাস্টিক হবে ভীষণভাবেই পরিবেশ রক্ষা এবং প্রস্তুত করার খরচও যেমন কম, ঝুঁকিও প্রায় নেই বললেই চলে। আর এই ধরণের প্লাস্টিক থেকে শুধুমাত্র ছোটবড় বাক্স তৈরীই হয়না, হয় বাড়ীঘরের আচ্ছাদন হিসেবে ব্যবহৃত অ্যাসবেসটস, কৃত্রিম তন্তু, ছোটদের খেলনা পাতি সহ গৃহকর্মে ব্যবহৃত অনেক বস্তুসামগ্রীই। আবার দামের দিক দিয়ে সেগুলো যেমন হবে বেশ সস্তা, বহনের ক্ষেত্রেও হবে বেশ সুবিধাজনকও । শুধু তাই নয়, হবে ভীষণ টেকসইও।

জৈব প্লাস্টিকের উৎপাদন সর্বপ্রথম শুরু করে জাপান । সেখানকার একটা মোটর কারখানা কর্তৃপক্ষের ইঞ্জিনিয়াররা প্রথমে এই প্লাস্টিকের সাহায্যে মোটরগাড়ির চাকা উৎপাদনে সক্ষম হন। আর তা দেখাদেখি আবার আগ্রহী হয়ে ওঠেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরাও। তাঁরা আবার সেইসময় সয়াবিন থেকেও নতুন এক ধরণের প্লাস্টিক তৈরি করতে সক্ষম হন যার উৎপাদন যেমন সহজসাধ্য, খরচও অনেক কম। ফলে খুব কম মূল্যেই তা বাজারে সরবরাহ করাও সম্ভব হচ্ছে। বর্তমানে আমাদের দেশেও এই ধরণের জৈব প্লাস্টিক তৈরী হচ্ছে এবং ব্যবহারও হচ্ছে।

এখন এই প্লাস্টিক উৎপাদনে উৎসাহী হয়ে উঠেছে বিশ্বের প্রায় সমস্ত দেশই। পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখার তাগিদেই হোক অথবা খরচ কমানোর তাগিদ, তা যাই হোক না কেন বিজ্ঞানীদের এই নিরলস প্রচেষ্টা যে ভবিষ্যতে আরও সফলতার মুখ দেখতে সক্ষম হবে তা স্বীকার করেছেন সকলেই। সুতরাং আমরা আশা করতেই পারি এবার খুব সুন্দরভাবেই রক্ষিত হবে আমাদের চেনাজানা এই পরিবেশটিও।

স্বপ্নের পাশে অনিল

তন্ময় কবিরাজ

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'ভালবাসা যেখানে গভীর নত হওয়া সেখানে গৌরবের।' অনিল সরকারের কথা মনে করতে গিয়ে এই কথাগুলো মনে হলো কারন কবিতা তাঁর ভালবাসার জায়গা যেখানে তিনি স্বাধীনতা খুজেঁ পান, শান্তি পান তাই কবিতায় তিনি তাঁর নিজের সব অব্যক্তকে উজাড় করে দেন সগৌরবে। কবিতাই কবির অগ্নি পরীক্ষা। তিনি মনেপ্রাণে বামপন্থী। তিনি স্বপ্ন দেখেন, স্বপ্নের পথে এগিয়ে যান প্রতিবাদ-বিপ্লবের হাত ধরে। তিনি মন খোলা। বিতর্কে তাঁর ভয় নেই। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মহাশ্বেতা দেবী থাকলে তিনি সাবলীল ভাষায় বলে দিতে পারেন, ফ্যাসিস্টদের আখড়ায় ঘুড়ে বেড়ায় সব বুদ্ধিজীবিদের দালাল। তিনি বাংলা ভাষাকে ভালোবাসেন। আবার কখনও তিনি মনের কোণে প্রশয় দেন দ্বন্দ্বের -'পাহাড় যেন আকাশ ছোঁয়/বুকের ভেতর নদী।' অনিল সরকারের কাছে 'জীবন যেন বিষ'। কবিতায় তিনি যেমন ছন্দ অলংকারের পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন, তেমনি সাবলীল থেকে গেছেন তাঁর বক্তব্য প্রকাশে। নিজের বক্তব্যকেই তিনি বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর চিন্তায় স্রোতে ভেসে যায় পাবলো নেরুদা থেকে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কবিতায় তিনি মেটাফরের আশ্রয় নিয়েছেন শুধু ভাঙা স্বপ্নের পার্থিবতাকে বোঝানোর জন্য।তিনি আদিম নন, তাঁর কবিতায় ফ্রয়েডের ইড নেই, আছে মার্কসীয় দর্শন আর পরিবর্তনশীল জীবনে টিকে থাকার ডারউইনের মৌলিক সত্য। হতাশার জীবনে তিনি খুঁজে পান এলিয়টকে। কখনও বিবর্ণ ব্রেখেট্রের চিন্তায় সমীকরণ যখন মিলতে চায় না, শুধু দ্বন্দ্ব আর সংশয় পড়ে থাকে চারদিকে। মধ্যবিত্তের বিলাসিতার সমার্থক শান্তি। চারদিকে রাজ রোষ, শাসনের অত্যাচার সেখানে বাঘের অ্যালেগরি তো আসবেই। সুখের থাকার চিন্তা জীবনের পরিহাস। বৈষম্যমূলক সমাজে থাকতে হলে এই সত্যকে মানতেই হবে। ভবিষ্যত্ পরিবর্তন আনবে না যদি বর্তমানে পরিবর্তন না আসে। অস্তিত্বের লড়াইয়ে তাই মৃত্যুর হাতছানি, মাঝে মধ্যে বেস্থামের সুখবাদের হেঁয়ালি জীবনকে তিক্ততা উপহার দেয় সযত্নে। কবি অনিল সরকার লেখেন, 'যতই সামনে যাচ্ছি/যতই নাড়া দিচ্ছি শিকড়ে অস্তিত্বে/মুখোশে খসে পড়ে, মুখ দেখি দানবে।' সমাজে মুখ আর মুখোশের অবিরত লড়াই। বিশ্বাসের মৃত্যু ঘটছে। এ যেনো ম্যাকবেথ আর সরল ডানকানের বিশ্বাস হারানোর গল্প।শুধু ভালবাসা নিরুদ্দেশ। কিছু প্রশ্নের উত্তর চান কবি অনিল সরকার, 'মাগো,যে ছেলে তোর আগুন গিলে খায়/বারুদে মাজে দাঁত/কি নাম দিবি তাঁর?' তিনি কবিতাকে চেনা রোমান্টিক গন্ডি থেকে টেনে বার করে আনেন। চলমান শব্দের তুলিতে কবিতায় এঁকেছেন চার্লস ডিকেন্সের মত জীবনের হার্ড টাইমস। তিনি হোরাস নন,তিনি ওয়েন কিংবা বার্নার্ড শয়ের যুগলবন্দী তাই অনিল সরকারের কবিতায় মৃত্যুর থেকে জীবনের দাম অনেক বেশি। জীবন সুন্দর হলে স্বপ্নরা জোনাকির মতো ভিড় জমাবে। 'নামুক তোমার বুকে রাত্রি এখন/ফিরে আসুক সন্ধের পাখিরা।'

সাহিত্যের শুরু হয়েছিল গদ্য দিয়ে। অনিল সরকার গানও ভালোবাসতেন। কুমিল্লায় রাম মালা বোর্ডিং এ থাকার সময় প্রিয়লাল দাসের সঙ্গে আলাপ। তাঁর মুখেই বামপন্থী আন্দোলনের কথা শুনে অনুপ্রানিত হন। পরবর্তীকালে ভানু ঘোষের কাছে রাজনীতির হাতে খড়ি। ১৯৫৬সালে উচ্চ শিক্ষার জন্য ত্রিপুরায় চলে আসেন এবং সক্রিয় রাজনীতি শুরু করেন। শুরুর দিকে সমর সেনের মত রবীন্দ্র- নজরুলের প্রভাব ছিল তাঁর কবিতায়। পরের দিকে অবশ্য তিনি সেই প্রভাব কাটিয়ে উঠেছেন। সুকান্তের লেখা পড়তে ভালোবাসতেন। শাসকের শোষণ, সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা, ধনত্রন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদী কলম বারবার গর্জ্জে উঠেছে। তিনি নিজের বক্তব্যে কোনদিন আপোস করেননি। তিনি জানতেন, মানুষের সংগঠিত গনজাগরণই একদিন মানুষের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে।

তাই স্বপ্ন দেখে অলসতা নয়, বরং স্বপ্নের তাগিদে হাঁটতে হবে লক্ষ্যের দিকে। জীর্ণ মানসিকতার বুকে তাঁর কবিতা ইউলিশিসের মত প্রেরণা যোগায়। তাঁর কবিতা গন জাগরনের পাওয়ার হাউস। কবি লিখেছিলেন, 'আমরা একদিন কেড়ে নেবো রাজ দ্বন্দ্ব/এক দিন আমরাই শাসক হবো।' পথিক পথ হেঁটে যায় বিশ্বাসে, বিশ্বাসকে পাথেয় করেই সে জয় করে অচেনা দুনিয়া। অলস পৃথিবীর লোটাস ইটার্স হলে জীবনের অমৃত স্বাদ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাই স্বপ্ন থাকলে বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন কবি অনিল সরকার। তিনি ব্রিটিশ কবি শেলীর মত জানেন, স্বপ্নের পথে বাধা থাকবেই। তিনি লিখেছিলেন, 'আমরা যেন জড়িয়ে আছি স্বপ্নে ও কাঁটায়।' অলঙ্কারীক অ্যান্টি থিসিসের অপূর্ব মেলবন্ধনে জীবন শিখে যায় সংগ্রামের বর্ণময় দর্শন। তাই কবি বলেন, 'তুমি বলেছো, তোমার যুদ্ধেই আমাদের ভালোবাসা.../একদিন তুমি কেঁদে ছিলে আমার জন্য/আজ তুমি দ্বিধাহীন/যুদ্ধে যাও আমার জন্য।' যুদ্ধ এখানে রূপক,যার আড়ালে রয়েছে শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। মানুষকে বুঝতে হবে, লড়াই করে ছিনিয়ে নিতে হবে নিজের অধিকার। স্বাধীণতার স্বার্থে বিপ্লবের দরকার। জীবনকে সুস্থ করে রাখতে হলে শাসকের বিরুদ্ধে বিপ্লবই পরম ধর্ম। তাঁর কবিতার শব্দ হয়ে উঠেছে শ্লোগান, 'চড়া শব্দে কথা বলো', যাতে রাজার কানে শব্দের আবেদন পৌঁছায়। রাজা তো ধ্রুপদী ইডিপাস যে নিজের নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে সমাজে নীতির আলো জ্বালাতে চেস্টা করছে।রবীন্দ্রনাথের মত অনিল সরকার একই মতে বিশ্বাসী, রাজা আসবে, রাজা যাবে,মানুষ থেকে যাবে। শ্রমিকের শ্রমেই রচিত হবে সভ্যতার রূপকথা। তাই খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত। তিনি সত্যের বন্ধু। সরাসরি বলে দিতে পারেন, 'যা মানার নয়/কোনদিন মানব না।' উলংগ রাজা কবিতার সেই শিশুটি বোধহয় কবি অনিল সরকার যে প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে বস্ত্রহীন রাজার অহংকারে আঘাত হানতে পারেন - রাজা তোর কাপড় কোথায়?

বাংলা ভাষার প্রতি কবি অনিল সরকারের ছিল গভীর ভালোবাসা। তিনি তাঁর ভাষাতেই ভারত বাংলাদেশের অকৃত্রিম সেতু রচনা করেছিলেন। কবি মহামুদ সামাদ কবি অনিল সরকারের মৃত্যুর পরে তাঁর অবদানের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। ভাসার আবেগের ঝড় ওঠে তাঁর শব্দে। তিনি লেখেন, 'যে ভাষায় আমাদের প্রথম আর্তনাদ ঝরে/সে আমার মাতৃভাষা বাংলা।' যে ভাষায় প্রতিবাদ শাণিত হয়, স্বপনের মশাল জ্বলে, সাফল্যের আবেগ উপচে পড়ে, কবি মনে করেন, সেই ভাষার আরোও যত্ন ভালোবাসো দরকার। বিশ্বায়নের যুগে বাংলা ভাষা তার মৌলিক জায়গা থেকে অনেকটাই সরে গেছে। কবি অনিল সরকারের যাবতীয় লড়াইয়ের শেষ হয় ভালোবাসায়। আক্ষেপ থাকবেই, চাওয়া পাওয়ার হিসাব মিলবে না কোনোদিন। তা বলে তিনি পলাতক হবেন না। বরং শেষ থেকে শুরু হবে প্রতি ব্যর্থতার পরেই।তিনি লেখেন, 'আমি যারে ভালোবাসিয়াছি /যদিও মাঝখানে হলো না মিলন।' হেনরি ওয়ার্ডওয়ার্থ লংফেলোর ডে ব্রেক কবিতার হাওয়ার মত অনিল সরকারের কবিতা ঘুমন্ত জীবনে নতুন ভোরের হাতছানি বয়ে আনে। সমাজকে সচেতন করার চেষ্টা করেছেন তিনি, বাদ যায়নি পুলিশও, 'পুলিশ তুমি/দেশের ছেলে/দেশ তো তোমার মা/মায়ের শরীর চাটে শিয়াল/তুমি জাগবে না?'। দেশ তো মা। দেশ কবি অনিল সরকারের কাছে ওয়ার্ডসওয়ারথের লুসি। ছেলে হয়ে মায়ের সম্মান রাখাই ধর্ম। ধর্ম তো নীতির বাইরে কিছু নয়। তিন শত্রু কবিতায় তিনি চিরাচরিত ধর্ম চিন্তায় আঘাত করেছেন। অনিল সরকারের কবিতার বিষয় আলাদা কিছু নয়, চেনা কিন্তু তাঁর পরিবেশনার হয়ে উঠে অচেনা। তিনি নব্য ভাবনার জন্ম দেন। লেখা তাই সমাজ জীবনের দলিল হয়ে যায়। স্বপ্ন দেখলে তাঁর লেখায় পাওয়া যায় প্রশয়, অনিশ্চিত জীবনে বেঁচে থাকাটাই আশ্চর্যের। তাই তিনি লিখে যান, 'এখন যেখানে আছি/বেশিক্ষণ থাকা যাবে না।'

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

SBI এসবিআই আরএসিপিসি রাজারহাট, ব্রাঞ্চ কোড - ১৬৮২২
সন্তোষ চেম্বার, ৩য় তল, সিটি সেন্টার - II এর নিকট নিউ টাউন, কলকাতা - ৭০০১৬১ ইমেল : sbi.16822@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০২.১২.২০২৩ তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রীমতি উমা রাও মুখার্জি** স্বামী মিন্টু মুখার্জি, মহামায়া স্মৃতি ভবন, বাসুদেবপুর দক্ষিণ পল্লী, পো. খঞ্জনচক, থানা - দুর্গাচক, হলদিয়া, তালপুকুর দুর্গা মন্দিরের নিকট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৬০২ এবং আরও **শ্রীমতি উমা রাও মুখার্জি** স্বামী মিন্টু মুখার্জি, ফ্ল্যাট নং এফ ৪বি, দৃশা ১৩কে, ব্লক এ, মৌজা - চকপাঁচুরিয়া, গ্রাম পঞ্চায়েত পাথরঘাটা, থানা - নিউ টাউন, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১৫৬ কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৬,৪৫,৮৪৮.০০ টাকা (ষোলো লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার আটশ আটচল্লিশ টাকা) টাকা ০২.১২.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিস ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২৯ ফেব্রয়ারি ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, রাজারহাট ব্রাঞ্চ** নিকট বকেয়া **১৬,৪৫,৮৪৮.০০ টাকা (ষোলো লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার আটশ আটচল্লিশ টাকা) টাকা ০২.১২.২০২৩ অনুযায়ী** অধার্য সুদ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত এবং পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের মার্বেল মেঝে সমন্বিত ফ্ল্যাট নং এফ ৪বি (এন-ডব্লু-এস দিকে) ব্লক এ, পঞ্চমতলে বহুতল দৃশা ১৩কে ভবনে পরিমাণ ৭২০ (সাতশো কুড়ি) বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি দুই বেড রুম, এক লিভিং তথা ডাইনিং হল, দুই টয়লেট, এক কিচেন, এবং এক ব্যালকনি ব্লক এ স্থিত, নির্মিত জমির পরিমাণ ২১ শতক কমবেশি উক্ত ৩১ শতক এর অর্ধেক অংশ - ৬২ শতক থেকে আরএস দাগ নং ১৯২৪, আরএস খতিয়ান নং ৩৪৯, অবস্থিত মৌজা -চকপাঁচুড়িয়া, জেএল নং ৩৩, আরএস নং ২০৫ ১/২, এলআর খতিয়ান নং ২৩১৪, স্থানীয় পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, রাজারহাট অধিক্ষেত্রে বর্তমানে নিউটাউন থানা, এডিএসআর অফিস বিধাননগর, সল্ট লেক সিটি, বর্তমানে রাজারহাট (নিউ টাউন) জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।

স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫২৩-২০১৬, পৃষ্ঠা ২৬৫৬৪৭ থেকে ২৬৫৬৭৫ গখিখ নং ১৫২৩০৮৬০৭-২০১৬ সালের।

সম্পত্তি শ্রীমতি উমা রাও মুখার্জি, পিতা লিঙ্গম বসন্ত রাও এবং স্বামী মিন্টু মুখার্জির নামে।

সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ২২ ফুট চওড়া চকপাঁচুড়িয়া রোড, **দক্ষিণে :** শ্রীমতি নন্দ রানি মন্ডল এর জমি, **পূর্বে :** শ্রীমতি নন্দ রানি মন্ডলের জমি, **পশ্চিমে :** ১৮ ফুট চওড়া সড়ক।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ২৯.০২.২০২৪, স্থান - রাজারহাট **অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

অজানা গাড়ির ধাক্কায় মৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: অজানা গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল দু'জনের। আহত ১ জন। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বর্ধমানের মন্তেশ্বরে বন্ধুপুর গ্রামের মোড়ের নিকট। জানা গিয়েছে, নাদনঘাট থানার অন্তর্গত বড় চেক গ্রামের ইজাবুল শেখ, রাকিব শেখ ও ইজাবুল মোল্লা তিনজন একটি মোটর বাইকে চেপে মন্তেশ্বরে রাইগ্রামে মেলা দেখে বাড়ি ফিরছিলেন বৃহস্পতিবার গভীর রাতে। বন্ধুপুর মোড়ের নিকট অজানা গাড়ির ধাক্কায় তিনজন ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় রাস্তার ধারে পড়ে থাকতে দেখে মন্তেশ্বর থানার কর্তব্যরত পুলিশ।

তড়িঘড়ি উদ্ধার করে তিনজনকে মন্তেশ্বর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে এলে ইজাবুল মোল্লা ও ইজাবুল শেখকে দেখে মৃত বলে ঘোষণা করেন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক। রাকিব শেখের স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক। মন্তেশ্বর থানার পুলিশ মৃতদেহ দু'টি থানায় নিয়ে যায়। শুক্রবার ময়নাতদন্ত হল কালনা মহকুমা হাসপাতালে। এই ঘটনায় গ্রাম সহ এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বিজেপি নেতার ভয়েস রেকর্ড ভাইরাল

সৌমিত্র খাঁ বিষ্ণুপুরের 'শাহজাহান'!

দেওয়াল লেখার টাকা চুরির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সামাজিক মাধ্যমে বিজেপি নেতা নীরজ কুমারের একটি ভয়েস রেকর্ড ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে, এই ভয়েস রেকর্ড বিজেপি নেতা নীরজবাবুর তা তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন বলেও দাবি। যদিও এই ভয়েস রেকর্ডের সত্যতা যাচাই করেনি 'একদিন' পত্রিকা। ভয়েস রেকর্ডে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তোলা হয়েছে। ভয়েস রেকর্ডে শোনা গিয়েছে, 'বিষ্ণুপুর লোকসভায় প্রায় ১৯০০ বুথ, এই বুথে দেওয়াল লিখনের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা এসেছে, কিন্তু বর্তমানে বেশিরভাগ দেওয়াল এবং বুথ ফাঁকা। বিজেপি বিরোধী রাজনীতি, বিজেপির এক দু'জন করছেন। মোদি আসবেন তাঁর সভায় যাওয়ার জন্য দেওয়াল লিখন তো দূরের কথা, এলাকায় একটা পথসভাও করতে পারলাম না আমরা, তবে কি আমরা শুধু টাকা চুরি করার জন্য বিজেপিতে এসেছি।' এরপরই সাংসদ সৌমিত্র খাঁকে কটাক্ষ করে বলতে শোনা যায়, 'বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার শেখ শাহজাহান সৌমিত্রবাবু এর জবাব আপনাকে প্রকৃত বিজেপি কর্মীদের দিতে হবে।' সব মিলিয়ে লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এসেছে বলেই দাবি। যদিও সমগ্র বিষয় নিয়ে বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ, মুখ খুলতে রাজি হননি।

তবে জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে দলের কারও ক্ষোভ থাকলে তাঁর দলকে জানানো উচিত, কল রেকর্ডারের সত্যতা প্রমাণিত হলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিজেপির এই মোক্ষম পরিস্থিতিতে আক্রমণ করতে ছাড়েনি তৃণমূল। তৃণমূলের দাবি, এটা বিজেপির কালচার। ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে সমস্যা হয়েছে তাই এই ভয়েস রেকর্ড।

SBI RACPC SOUTH KOLKATA

সংশোধনী

সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যে দখল নোটিশ ২৭.০২.২০২৪ তারিখ সংবাদপত্র 'একদিন' সংস্করণে প্রকাশিত ঋণগ্রহীতাগণের নামের বিস্তারিত পড়তে হবে ১. ঋণগ্রহীতাগণ শ্রী প্রসেনজিৎ সেন এবং শ্রীমতি মহুয়া সেন, ২. ঋণগ্রহীতাগণ শ্রী অশোক শাসমল এবং শ্রীমতি জলি মন্ডল শাসমল এবং ৩. ঋণগ্রহীতাগণ শ্রী অনুপম পুরকাইত এবং শ্রী নির্মল কুমার পুরকাইত-- ১. শ্রী প্রসেনজিৎ সেন, (ঋণগ্রহীতা) পিতা প্রশান্ত কুমার সেন এবং শ্রীমতি মহুয়া সেন স্বামী শ্রী প্রসেনজিৎ সেন, ২. শ্রী অশোক শাসমল, (ঋণগ্রহীতা) পিতা প্রয়াত বিজয় কৃষ্ণ শাসমল এবং শ্রীমতি জলি মন্ডল শাসমল স্বামী শ্রী অশোক শাসমল, ৩. শ্রী অনুপম পুরকাইত, (ঋণগ্রহীতা) পিতা শ্রী নির্মল কুমার পুরকাইত এবং শ্রী নির্মল কুমার পুরকাইত পিতা প্রয়াত গোপেশ চন্দ্র পুরকাইত এর পরিবর্তে, অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

শিউড়ি ব্রাঞ্চ
ডি সি দাস রোড, পোস্ট শিউড়ি
জেলা - বীরভূম, পিন - ৭৩১১০১

দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট ৪ (রুল ৮(১) দ্রষ্টব্য)

যেহেতু :

নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **১৬.১০.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা **নুরুন্নেষা খাতুন (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা)** স্বামী প্রয়াত রবিউল ইসলাম মন্ডল, সাদ্দিপাড়া, থানা - শিউড়ি, জেলা - বীরভূম (পব), পিন - ৭৩১১০১ **শিউড়ি ব্রাঞ্চ নিকট** বকেয়া **১৩,৫২,২৭৫.০০ টাকা** (তেরো লাখ বাহান্ন হাজার দুশো পঁচাত্তর টাকা) নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে।**

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** নিকট বকেয়া **১৩,৫২,২৭৫.০০ টাকা** (তেরো লাখ বাহান্ন হাজার দুশো পঁচাত্তর টাকা) এবং পরবর্তী সুদ সহ।

"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে উক্ত সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ নূরুন্নেসা খাতুনের জমি এবং দোতলা বসবাসের ভবন , মৌজা : নুরাই, জেএল নং ৯, প্লট নং ১৩১০, ৭১৫, খতিয়ান নং ২২১৮, ওয়ার্ড নং ১২, সিউড়ি পুরসভা অধীন, জেলা : বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ। জমির পরিমাণ এরিয়া : ৩.১১ ডেসিমেল। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : কবিউন্নেসা খাতুনের সম্পত্তি, দক্ষিণে : শেখ সমীরের সম্পত্তি, পূর্বে : শেখ মাজুর সম্পত্তি, পশ্চিমে : সড়ক।

তারিখ : ২৮.০২.২০২৪
স্থান : শিউড়ি

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

শিউড়ি ব্রাঞ্চ
ডি সি দাস রোড, পোস্ট - শিউড়ি
জেলা - বীরভূম, পিন - ৭৩১ ১০১

পরিশিষ্ট -IV-A [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত এবং 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' ভিত্তিতে ১০.০৪.২০২৪ তারিখে ৩১,১০,৯৯৩.০০ টাকা** (একত্রিশ লাখ দশ হাজার নশো তিরানব্বই টাকা) টাকা ২৮.০২.২০২৪ অনুযায়ী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স মুন আইস প্রডাক্ট, স্বত্বা - শ্রী রবিউল ইসলাম (ঋণগ্রহীতা),** গ্রাম - সাদ্দিপাড়া, পো. এবং থানা - শিউড়ি, জেলা - বীরভূম, পিন - ৭৩১ ১০১ কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।

সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিশেষ বিস্তারিত যা ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন বিস্তারিত নিম্নরূপ :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) ১. মেসার্স মুন আইস প্রোডাক্ট, স্বত্বা : শ্রী রবীউল ইসলাম (ঋণগ্রহীতা), গ্রাম : সদ্দিপাড়া, পো এবং থানা : সিউড়ি, জেলা : বীরভূম, পিন : ৭৩১১০১। ২. শ্রী রবীউল ইসলাম (ঋণগ্রহীতা) গ্রাম : সদ্দিপাড়া, পো এবং থানা : সিউড়ি, জেলা : বীরভূম, পিন : ৭৩১১০১। ৩. শ্রীমতি কবিউন্নেসা বেগম (জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা) গ্রাম : সদ্দিপাড়া, পো এবং থানা : সিউড়ি, জেলা : বীরভূম, পিন : ৭৩১১০১। ৪. শ্রী মোশারফ হোসেন (জামিনদাতা) গ্রাম : সদ্দিপাড়া, পো এবং থানা : সিউড়ি, জেলা : বীরভূম, পিন : ৭৩১১০১। খ) সাঁইথিয়া শাখা।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন মৌজা : নুরাই, জেএল নং ৯, খতিয়ান নং ১০৭৫ (পুরানো), এলআর খতিয়ান নং ১৯১৩, প্লট নং ১৩১০, সদ্দিপাড়া, পো এবং থানা : সিউড়ি, সিউড়ি পুরসভার ওয়ার্ড নং ১২ অধীন, পিন : ৭৩১১০১, পশ্চিমবঙ্গ, জমির এরিয়া : ৩.৮৯ ডেসিমেল। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সুমিতের ভবন, দক্ষিণে : রঘুনাথ ফুয়েল স্টেশন, পূর্বে : এনএইচ-৬, পশ্চিমে : অন্যান্যর খালি জমি।	৩১,১০,৯৯৩.০০ টাকা (একত্রিশ লাখ দশ হাজার নশো তিরানব্বই টাকা) ২৮.০২.২০২৪ অনুযায়ী	ক) ৭,৯৩,০০০.০০ টাকা (সাত লাখ তিরানব্বই হাজার টাকা) খ) ৭৯,৩০০.০০ টাকা (উনআশি হাজার তিনশ টাকা) গ) ১০,০০০.০০ (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB50281599565 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ১০.০৪.২০২৪; সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম - (১) www.indianbank.co.in
(২) https://www.ibapi.in (৩) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২৩৪০০০২০/২৩৪০০০২১/২৩৪০০০২২** এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapiop@mstcecommerce.com** এবং **ibapifin@mstcecommerce.com**।

সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০ ৬১৩১" যোগাযোগ করুন।

ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ২৮.০২.২০২৪/স্থান : শিউড়ি **অনুমোদিত অফিসার/ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : চন্দ্র শেখর সিং, ই-মেল আইডি : c.s@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১২৪১২

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৮.০৩.২০২৪ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

প্রাক ডাক ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : "আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিকট প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি কর্তৃক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ গৃহীত হওয়ার পর এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্য জ্ঞাত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া কিছু সময় লাগতে পারে ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য ফলে ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের যথেষ্ট পূর্বে অসুবিধা এড়াতে দাখিল করার অনুরোধ করা হচ্ছে।"

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ১৮.০৩.২০২৪** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১১,০৬,৮৫,৭৬৩.০০ টাকা (এগার কোটি ছয় লাখ পঁচাশি হাজার সাতশ তেষট্টি টাকা)** ০৭.০১.২০২৪ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **পান্নালাল তারকশাউ ইস্পাত প্রা. লি. (ঋণগ্রহীতা) এবং সুরেশ কুমার জয়সওয়াল, অনিশ কুমার জয়সওয়াল, রমেশ কুমার জয়সওয়াল, কলাবতী দেবী শাউ, লালমণি দেবী শাউ, তারক শাউ এবং অরুণ কুমার জয়সওয়াল, জামিনদাতাগণ সহ** কাছ থেকে।

সম্পত্তি নং ১ : সংরক্ষিত মূল্য - **৮৬,০০,০০০.০০ টাকা,** বায়না জমা - **৮,৬০,০০০.০০ টাকা** এবং ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : **৫০,০০০.০০ টাকা**

সম্পত্তি নং ২ : সংরক্ষিত মূল্য - **৮৮,০০,০০০.০০ টাকা,** বায়না জমা - **৮,৮০,০০০.০০ টাকা** এবং ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : **৫০,০০০.০০ টাকা**

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সম্পত্তি নং ১ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট /ইউনিট নং ৪এ এবং ৪বি, পরিমাণ মোট ২২৪৪.৮০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত পূর্ব এবং দক্ষিণ দিকে ৫মতলে যথাক্রমে সংশ্লিষ্ট ভবনে অবস্থিত পুর প্রেমিসেস নং ২৪৬ডি,আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড,কলকাতা : ৭০০০০৬, থানা : মানিকতলা, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত,হস্তান্তর দলিল এআরএ ১, কলকাতা, দলিল নং ১-৩৭৬০-২০০৬ সালের। যৌথ মালিকানাধীন শ্রী অরুণ কুমার জয়সওয়াল, শ্রী সুরেশ কুমার জয়সওয়াল এবং শ্রীমতি কলাবতী দেবীর নামে (জামিনদাতাগণ-পান্নালাল তারকশো ইস্পাৎ প্রা লি)।

চৌহদ্দি নিম্নমতে : উত্তরে : পুরসভার সাধারণ চলারক পথ, দক্ষিণে : অংশত প্রেমিসেস নং ২৪৬ ডি, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, পূর্ব : প্রেমিসেস পঞ্চা বাকুলির স্বত্বাধীনে,পশ্চিমে : আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড।

সম্পত্তি নং ২ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট/ইউনিট নং ৪সি এবং ৪ডি, মোট পরিমাণ ২৩১৩.১০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত দক্ষিণ এবং উত্তর পশ্চিম দিকে ৫মতলে, ভবনের অবস্থিত পুর প্রেমিসেস নং ২৪৬ডি, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা : ৭০০০০৬, থানা : মানিকতলা, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত। হস্তান্নতর দলিল এআরএ ১, কলকাতা থেকে দলিল নং ১-৩৭৫৯-২০০৬ সালের। সম্পত্তি শ্রীমতি লালমনি দেবী শাউ, স্বামী তারক শাউ,শ্রী রমেশ কুমার জয়সওয়াল, পিতা শ্রী তারাক শাউ এবং শ্রী অনীশ জয়সওয়াল, পিতা শ্রী তারক শাউ এর নামে।

চৌহদ্দি নিম্নমতে : উত্তরে : পুরসভার সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : অংশত প্রেমিসেস নং ২৪৬ডি, এপিসি রোড, পূর্বে র প্রেমিসেস পঞ্চা বাকুলির স্বত্বাধীনে, পশ্চিমে : আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১১.০৩.২০২৪ | স্বত্ব দখলীকৃত | **SARB FILE NO. 19484/HKT, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫৩৬**

সম্পত্তি নং ১ এর জন্য অনুসন্ধান

এসবিআই ওয়েবসাইট Sbi.co.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট SBIN77785910163	সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

সম্পত্তি নং ২ এর জন্য অনুসন্ধান

এসবিআই ওয়েবসাইট Sbi.co.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট SBIN77785937628	সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিঙ্ক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল: https://ibapi.in দেখুন।

তারিখ : ০২.০৩.২০২৪
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ফর্ম নং. ইউআরসি-২

আইনের XXI অধ্যায়ের ১ম অংশের অধীনে নিবন্ধন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন [কোম্পানিজ (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলস,২০১৪ এর রুল ৪(১) এবং কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৭৪(বি) এর অধীন অনুসারে]

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৬৬-এর সাব-সেকশন (২) অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গ রেজিস্ট্রারের নিকট মেসার্স মা-শান্তি প্রপার্টিজ এলএলপি অংশীদারিত্ব সংস্থা নিবন্ধিত হতে পারে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের XXI অধ্যায়ের অংশ। অধীনে শেয়ার দ্বারা লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নথিভুক্তির জন্য এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করা হয়েছে।

২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ- মেসার্স মা-শান্তি প্রপার্টিজ এলএলপি, এলএলপিআইএন এবিজেড ৩৫২৯-এর মাধ্যমে-এর চালু ব্যবসার দায়িত্ব নেওয়া, রিয়েল এস্টেট অ্যাক্টিভিটিগুলির ব্যবসা পরিচালনা করা এবং পূর্বোক্তগুলির সাথে যুক্তিসঙ্গতভাবে আনুষঙ্গিক অন্যান্য ক্রিয়াকলাপগুলিতে জড়িত হওয়া।

৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির মেমোর‍্যান্ডাম অ্যান্ড আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন-এর একটি খসড়া কপি প্রযত্নে দিলীপ কুমার আগরওয়াল, বর্ধমান গেটওয়ে, প্রেমিসেস নং ৭৪/৬৮, কালনা রোড, বাদামতলা, বর্ধমান - ১, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩১০১ ঠিকানাস্থিত অফিসে পর্যবেক্ষণ করা যাবে।

৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে এই আবেদনে আপত্তিকারী যেকোন ব্যক্তি তাদের আপত্তি লিখিত ভাবে রেজিস্ট্রারের কাছে, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর-৫, আইএমটি মানেসার, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড-১২২০৫০ এ জানাতে পারেন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে, কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে একটি অনুলিপি সহ।

তারিখ ১ মার্চ ২০২৪

মা-শান্তি প্রপার্টিজ এলএলপি'র পক্ষে
স্বা/-
আকাশ আগরওয়াল (অংশীদার)
অবিনাশ আগরওয়াল (অংশীদার)

"ফর্ম নং আইএনসি-২৬"
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
রিজিওনাল ডিরেক্টর
ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৫)(এ) বিষয় সম্পর্কিত

এবং

গ্লিটার ডেভেলপমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড, (CIN : U45400WB2009PTC135962) ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত রেজিস্টার্ড অফিস ৯/১২ লাল বাজার স্ট্রিট মার্কেন্টাইল বিল্ডিং ব্লক বি ৪র্থ তল কলকাতা পব ৭০০০০১ সম্পর্কিত

....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোর‍্যান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে কলকাতা অধিক্ষেত্র অধীন "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে জয়পুর অধিক্ষেত্র অধীন 'রাজস্থান রাজ্যে" কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে রাজস্থান রাজ্যে পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
গ্লিটার ডেভেলপমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড
লাল্টু পাসওয়ান
(ডিরেক্টর)
ডিন-০৭৮১৫০৪১

তারিখ : ০২.০৩.২০২৪
স্থান : কলকাতা

যুনিয়ন বৈঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Union Bank of India
A Government of India Undertaking

রিজিওনাল অফিস গ্রেটার কলকাতা
৩, মিডলটন রো, পার্ক স্ট্রিট এলাকা, কলকাতা- ৭০০ ০৭১
ই-মেইল : crld.rogreaterkolkata@unionbankogindia.bank
ফোন নং: ০৩৩ ৪০০৬ ০২৮৯

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি ইসু করা হয়েছে ই-অকশন- ২০.০৩.২০২৪ ভেহিকেল

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাদের জন্য নোটিশ দেওয়া হল যে নীচে উল্লিখিত ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কাছে বাজেয়াপ্ত করা যানবাহনগুলি বিক্রি করা হবে '**যেখানে যেমন আছে', 'যা আছে যেমন আছে', এবং 'সেখানে যা কিছু আছে'-ভিত্তিতে** ২০.০৩.২০২৪ তারিখে ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার প্রাসঙ্গিক অ্যাকাউন্টের বিপরীতে নীচে উল্লিখিত পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য। বাজেয়াপ্ত গাড়িগুলির বিপরীতে রিজার্ভ প্রাইস এবং ইএমডির বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্র. নং	শাখার নাম, যোগাযোগের ব্যক্তি, ফোন নম্বর এবং ইমেল আইডি	ঋণগ্রহীতাগণের নাম	সম্পদের বিবরণ	দায়বদ্ধতা	ক ন্যূনতম মূল্য খ. ইএমডি গ. বিড বৃদ্ধি	অকশনের তারিখ ও সময়	সুরক্ষিত ক্রেডিটর, অ্যাকাউন্ট নং. এবং আইএফএস কোড	যানবাহন পরিদর্শনের তারিখ
১.	ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বারাসাত কেএনসি রোড শাখা শাখর কোড (৯১১৪৮৮) শ্রীমতী জ্যোতি রেখা মহাপাত্র , ৭০৭৭৩৫৪২৯৪ শ্রী মণীশ কুমার - ৭৩৫১৮১১৮৮৮ ubin0911488@unionbankofindia.bank	শ্রী সুজিত গাঙ্গুলি পিতা- কার্তিক চন্দ্র গাঙ্গুলী	ব্যক্তিগত ফোর-হুইলার গাড়ির হাইপোথেকেশন মেক মাহিন্দ্রা XUV 500, FWD W11 রেজিস্ট্রেশনের তারিখ - WB-24BB-3636 চেসিস নং- MA1YU2XDUM6A11364 ইঞ্জিন নং- XDM4B16330	১৬,৮৮,৫৪৪.০২ টাকা ২৯.০২.২০২৪ অনুযায়ী তদুপরি আরও সুদ, খরচ এবং ব্যয় সহ।	ক. ৬,৫০,০০০.০০ টাকা খ. ১,৬২,৫০০.০০ টাকা গ. ৫,০০০.০০ টাকা	২০.০৩.২০২৪ সকাল ১১.০০টার পর থেকে	ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বারাসত শাখা কেএনসি রোড শাখা (৯১১৪৮৮)। অ্যাকাউন্ট নং- ১১৪৮২১৯৮০০৫০০০০ আইএফএসসি কোড - UBIN0911488	০৪.০৩.২০২৪ থেকে ১৮.০৩.২০২৪ সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে পূর্বানুমতি নিয়ে।
২.	ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সল্টলেক সিটি শাখা শাখা কোড (৮১০২৩১) শ্রী সন্তোষ গুপ্তা - ৭৭৯৯৩৪৫৫০৪ শ্রী মনীশ কুমার - ৭৩৫১৮১১৮৮৮ ubin0810231@unionbankofindia.bank	শ্রীমতী রঞ্জনা দত্ত স্বামী- মানস কান্তি দত্ত	ব্যক্তিগত গাড়ির হাইপোথেকেশন গাড়ি নং: WB-02AT-7113 রেজিস্ট্রেশনের তারিখ : ১৬/০৩/২০২৩ মেক মডেল মারুতি সুজুকি XL6 Zeta CNG চেসিস নং: MA3CNC62SPB325928 ইঞ্জিন নং: K15CN9192280	১৩,৯৪,৮৬০.৯০ টাকা ৩১.১২.২০২৩ অনুযায়ী তদুপরি আরও সুদ, খরচ এবং ব্যয় সহ।	ক. ৫,৮৫,০০০.০০ টাকা খ. ১,৪৬,২৫০.০০ টাকা গ. ৫,০০০.০০ টাকা	২০.০৩.২০২৪ সকাল ১১.০০টার পর থেকে	ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সল্টলেক সিটি শাখা (৮১০২৩১)। অ্যাকাউন্ট নং- ১০২৩১১৯৮০০৫০০০০ আইএফএসসি কোড - UBIN0810231	০৪.০৩.২০২৪ থেকে ১৮.০৩.২০২৪ সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে পূর্বানুমতি নিয়ে।

বিক্রয়ের নিয়ম ও শর্তাবলীর বিশদ বিবরণ: উপরোক্ত অস্থাবর সুরক্ষিত সম্পদগুলি '**যেখানে যেমন আছে, ' যা আছে তা আছে' এবং ' সেখানে যা কিছু আছে'** শর্তে বিক্রি করা হবে। নিলাম **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, রিজিওনাল অফিস- গ্রেটার কলকাতা, ৩, মিডলটন রো, পার্ক স্ট্রিট এলাকা, কলকাতা- ৭০০ ০৭১, যোগাযোগ নম্বর- শ্রী মনীশ কুমার - ৭৩৫১৮১১৮৮৮** -তে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সুরক্ষিত ক্রেডিটর/ব্রাঞ্চ ম্যানেজার তৃতীয় পক্ষের দাবির জন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবেন না। দরদাতাদের তাদের নিজেদেরকে পক্ষ থেকে তদন্ত করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। পার্কিং চার্জ সফল দরদাতা দ্বারা বহন করতে হবে, ইচ্ছুক দরদাতাকে **১৯.০৩.২০২৪ তারিখে বা তার আগে বিকাল ৩.০০ টার মধ্যে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** সংশ্লিষ্ট শাখার উপরে উল্লিখিত অ্যাকাউন্টে বায়না অর্থ জমার মাধ্যমে রিজার্ভ মূল্যের ২৫% এর সমপরিমাণ অর্থ জমা করতে হবে নিজ নিজ শাখায়। যার দরপত্র গৃহীত হয়েছে তাকে সম্পূর্ণ টাকা জমা দিতে হবে ততখনাত এবং তারপরে তার পক্ষে বিক্রয় নিশ্চিত করতে হবে। কর্তৃপক্ষের বিড পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করার অধিকার আছে যদি সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত অর্থ প্রদান না করা হয় সেখানে। এবং কর্তৃপক্ষ যে কোনো সময়ে নিলাম বাতিল করার অধিকার রাখে। বিড ফর্ম পূরণ করার সময় তাদের পরিচয় প্রমাণ এবং প্যান কার্ড সহ দরদাতার সম্পূর্ণ নাম এবং ঠিকানা দিতে হবে। একক দর প্রাপ্তির ক্ষেত্রে। একমাত্র দরদাতাকে সফল দরদাতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে। একবার করা দরপত্র বাতিল বা প্রত্যাহার করা হবে না। এইভাবে ঘোষিত সফল দরদাতা সম্পূর্ণ বিক্রয় মূল্য (ইএমডি সহ) নগদ/ডিডি/আরটিজিএস/এনইএফটি/ইন্টারনেট ট্রান্সফার/চেকে জমা দিতে হবে, আদায় সাপেক্ষে, বিক্রয়ের দিনে অবিলম্বে বা পরবর্তী কার্যদিবসের পরে নয় বা বর্ধিত সময়ের মধ্যে লিখিতভাবে । ক্রয়মূল্যের অবশিষ্ট পরিমাণ পরিশোধ না করলে অংশ বিক্রয় মূল্যের আমানত বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সম্পত্তিটি অবিলম্বে আবার বিক্রি করা হবে এবং খেলাপি ক্রেতা সম্পত্তির উপর বা যে পরিমাণ অর্থের জন্য এটি করতে পারে তার সমস্ত দাবি বাজেয়াপ্ত করবে। পরবর্তীতে বিক্রি করা হবে। বিক্রয় নিশ্চিত করা হবে শুধুমাত্র ব্যাংক কর্তৃক প্রাপ্ত সম্পূর্ণ বিড অর্থ প্রদানের মাধ্যমে। পেমেন্ট এর বিপরীতে বিক্রয় নিশ্চিত হওয়ার পরে বিক্রয়কৃত সম্পদটি সফল দরদাতার কাছে সরবরাহ করা হবে যেখানে শর্ত রয়েছে। কনভেয়েন্সের জন্য আইনি চার্জ, স্ট্যাম্প ডিউটি এবং প্রযোজ্য রেজিস্ট্রেশন চার্জ সফল দরদাতার দ্বারা বহন করা হবে। যদি দরদাতা/হাইপোথেকেটার ব্যাংক কর্তৃক চূড়ান্ত বিআইডি গৃহীত হওয়ার পূর্বে বাজেয়াপ্ত করার এবং জনসাধারণের নিলাম পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত ব্যয় সহ সম্পূর্ণ অর্থ কোথায় পরিশোধ করতে হয়, ব্যাংক নিলাম বিক্রয় বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে। যদি দরদাতা/হাইপোথেকেটার ব্যাংক কর্তৃক চূড়ান্ত বিআইডি গৃহীত হওয়ার পূর্বে বাজেয়াপ্ত করার এবং জনসাধারণের নিলাম পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত ব্যয় সহ সম্পূর্ণ অর্থ কোথায় পরিশোধ করতে হয়, ব্যাংক নিলাম বিক্রয় বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে। অসফল দরদাতারা যারা ইএমডি জমা করেছেন তারা বিক্রয় নিশ্চিতকরণের সাথে সাথে কোনো সুদ ছাড়াই একই অর্থ ফেরত পাওয়ার অধিকারী হবেন। তথ্য ও জ্ঞানের সর্বোত্তমভাবে, সম্পদের উপর কোন চাপ নেই। তবে ইচ্ছুক দরদাতাদের তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে দায়বদ্ধতা, নিলামে রাখা সম্পদের শিরোনাম এবং সম্পদকে প্রভাবিত করে এমন দাবি/অধিকার/বকেয়া সম্পর্কে তাদের নিজস্ব স্বাধীন তদন্ত করতে হবে। নিলামের বিজ্ঞাপনটি সম্পদ বিক্রি করার জন্য ব্যাংকের কোনো প্রতিশ্রুতি বা কোনো প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না এবং বিবেচিত হবে না কোনো কারণ ছাড়াই নিলাম বাতিল করার অধিকার ব্যাংকের আছে। সম্পূর্ণ বিক্রয় বিবেচ্য ব্যাঙ্কের বকেয়া বরাদ্দের জন্য একচেটিয়াভাবে উপলব্ধ থাকবে এবং এটি সমস্ত বকেয়া এবং অন্যান্য বকেয়া যদি থাকে তবে তা ব্যতীত, যার সবকটি প্রস্তাবিত ক্রেতাকে তার নিজস্ব উত্স থেকে পরিশোধ করতে হবে/ নিষ্পত্তি করতে হবে।

তারিখ: ০১.০৩.২০২৪
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর।
মোকাম মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
সন ২০২৩ / ৪ নম্বর L. A. D. মোকর্দ্দমা
শ্রী দেবানন্দ মহাপাত্র .....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, অত্র বিজ্ঞপ্তির নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি সম্বন্ধে Letter of Administration পাইবার প্রার্থনায় অত্র মোকর্দ্দমার দরখাস্তকারী উপরি উল্লিখিত আদালতে উপরি উল্লিখিত নম্বর মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। এতদ্ সম্পর্কে কাহারও কোনও আপত্ত বা বক্তব্য আদি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ত্রিশ দিন মধ্যে অত্র আদালতে উপস্থিত স্বয়ং কিংবা ব্যবহারজীবি নিয়োগ মতে উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করিবেন। অন্যথায় আইনানুগ মতে কার্য হইবে।

ক) তপশীল অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

১। জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত জজকোর্ট পোষ্ট অফিসের Savings Account No. 144190 নম্বরে ৮,২৭৩/- টাকা ও তাহার সুদ সহ।
২। জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর ব্যাঙ্ক, মেদিনীপুর শাখা, Fixed Account 680 নম্বর ৮,০৭৫.৯০/- টাকা ও তাহার সুদ সহ ।
৩। মেদিনীপুর Peoples Co-operative Savings Account 765 নম্বর ৯,৮২৪.৬৯/ টাকা ও তাহার সুদ সহ ।
81 জেলা পশ্চিম মেদিনীপুরের অন্তর্গত মেদিনীপুর Indian Overseas Bank A/C No. 056701000008602.
৫। Midnapore Peoples Co-operative Bank Ltd., A/C No. 1391019562.
৬। State Bank of India, Midnapore Branch, A/C No. 11161857404.

(খ) তপশীল স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

১। জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা মেদিনীপুর, মৌজা কমলাপুর, জে.এল. নম্বর ২৫৩।

খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর-	পরিমান-
১	৯২৪/৯২৫	১১ এঃ৭৩ ডেঃ
৭,	৮২৫	৪৮ ডেঃ
১৫,	১৯৫	২৯ ডেঃ
২০	৩৫৪/৩৪৮	৯ এঃ ৮৮ ডেঃ
৩৪ নম্বর খতিয়ানের অধীন ৪৭৪ নম্বর খতিয়ানে-	১০৫	৯ এঃ ৮৮ ডেঃ
৩৫ নম্বর খতিয়ানের অধীন ৪৭৫ নম্বর খতিয়ানে-	৭৯৮	২৫ ডেঃ
৪৮ নম্বর খতিয়ানে-	৩২/১৬০৮/১৪/৮/৭/৯/১৫/১২/১৩	৪এঃ ০০ ডেঃ
৫০ নম্বর খতিয়ানের অধীন ৫১২ নম্বর খতিয়ানে-	৭৮৪	৪০ ডেঃ
৫৬ নম্বর খতিয়ানের অধীন-	৩৭৭/৭৭২/৮২৮	৪৯ ডেঃ
৫৮ নম্বর খতিয়ানের অধীন স্বত্ব নং ৫২৬	১১৯৭	৭৪ ডেঃ
৬০ নম্বর খতিয়ানের অধীন স্বত্ব নং ৫৩১ -	২২১	১৫ ডেঃ
৬৭ নম্বর খতিয়ানের অধীন স্বত্ব নং ৮৪০	২৭	৭৫ ডেঃ
৭২ নম্বর খতিয়ানের অধীন স্বত্ব নং ১২৬-	৭৫৮/৭৫৯/৪০৮/৪০৯/৭১৩/৪১০	১এঃ ২২ ডেঃ
৭ নম্বর খতিয়ানের অধীন ৫৯৬ নম্বর খতিয়ানে-	১০৯২	২১ ডেঃ
১০৫ নং খতিয়ানে	৫৯	৫১ ডেঃ
১২০ নং খতিয়ানে	৭১৫/৭৩৪/৭৫০/ ৭৩১/৭৫৪	১এঃ০০ ডেঃ
১২০ নম্বর খতিয়ানের অধীন ৬৬২ নম্বর খতিয়ানে-	৯৪৮	৪৪ ডেঃ
১২০ নম্বর খতিয়ানের অধীন ৬৬৩ নং খতিয়ানে	৭৬০ দাগে	৪৬ ডেঃ
১২৫ নং খতিয়ানে	৭১৯/৭২৩/৭৩৫/৭৩৮/৭৪৫/৭৮৫/৮১২ ও ৮১৬	৩এঃ ১৯ ডেঃ
১২৫ নম্বর খতিয়ানের অধীন ৬৮৫ নম্বর খতিয়ানে	৪১৮	২২ ডেঃ
৬৮৬ নং খতিয়ানে	৪১৯	২৭ ডেঃ
১২৬ নম্বর খতিয়ানের অধীন ৬৮৮ নম্বর স্বত্বে-	৮৪১	৪৪ ডেঃ
১৩০ নং খতিয়ানে-	৮৯১/৪২৮/৩৩১/৭৩৬/৭৪৯/৭৪৪	২ এঃ ৩৫ ডেঃ
১৩০ নম্বর স্বত্বের অধীন ৬৯৭ নং খতিয়ানে-	৩৩৪	০৬ ডেঃ
১৩০ নম্বর খতিয়ানের অধীন ৬৯৮ খতিয়ানে-	৭৪৮/১৬১০	৪৬ ডেঃ
১৩০ নম্বর খতিয়ানের অধীন ৬৯৯ খতিয়ানে-	৩৪২	১২ ডেঃ
১৩০ নম্বর খতিয়ানের অধীন ৭০০ খতিয়ানে-	৩৮৪	৪৩ ডেঃ
১৪০ নম্বর স্বত্বের অধীন ৭১৫ খতিয়ানে-	৬২৭	২৮ ডেঃ
১৪০ নম্বর স্বত্বের অধীন ৮৪৬ খতিয়ানে-	১৭২	২ এঃ ৬০ ডেঃ
১৪১ নম্বর স্বত্বে-	১১৭৪	২৬ ডেঃ
১৪১ নম্বর স্বত্বের অধীন ৭১৩ খতিয়ানে -	৬৭০	২২ ডেঃ
১৪১ নম্বর স্বত্বের অধীন ৭১৭ খতিয়ানে-	১৪৬/১৫১	১ এঃ ৬১ ডেঃ
১৪১ নম্বর স্বত্বের অধীন ৭১৮ খতিয়ানে-	১৪৮	২৬ ডেঃ
১৪১ নম্বর স্বত্বের অধীন ৭১৯ খতিয়ানে-	১০৬০/১২০৪	৪৬ ১/২ ডেঃ
১৫২ নং খতিয়ানে-	৪৩৩/৪৩১/৮৩০	৩ এঃ ৫৮ ডেঃ
১৩৭ নং খতিয়ানে -	২০৮/২১৩/৫২৫/১৬৫/১৯৬/২৩১/২০২	৩ এঃ ৭১ ডেঃ
১৭২ নং খতিয়ানে-	৩৫৩/৩৫২	২৮ ডেঃ
১৭৫ নং খতিয়ানে-	২৫৫/৩০৩/৩১৫/২৪৫	৫২ ডেঃ
১৮২ নং খতিয়ানে-	৫২৩/৫৩২	১ এঃ ২৩ ডেঃ
১৮৩ নং খতিয়ানে-	১৫৮৪	৫ এঃ ৭৫ ডেঃ
১৮৪ নং খতিয়ানে	৭৫৩/৭৭০/১৩৬/১৫৬৭	৩ এঃ ৩৬ ডেঃ
১৯১ নং স্বত্বে-	২১৮/২২৫/৩০৭/৩১১	৫১ ডেঃ
২৭১ নং স্বত্বে-	৩২০/৩২৮/১৮/৪৭/৬০ ও ৩২৫	২ এঃ ৪৪ ডেঃ
১৯২ নং স্বত্বে-	৭৫৫/৮২১/৮৪৭/৯৩৭	৪ এঃ ৭৫ ডেঃ
১৯৩ নং স্বত্বে-	৪৫১	১০ ডেঃ
১৯৪ নং স্বত্বে-	৮৫৪	৪২ ডেঃ
১৯৫ নং স্বত্বে-	৮৩৫/৮৩৪/৮৩৬/৮২৭/৩৮২	২ এঃ ০৭ ডেঃ
১৯৬ নং স্বত্বে-	৮৩১	১ এঃ ২৫ ডেঃ
৭৮০ নং স্বত্বে-	১১৫২/১১২০	৬৫ ডেঃ
১৯৯ নং স্বত্বে-	১১৮৪	৮২ ডেঃ
৭৮১ নং স্বত্বে-	১১৮৮	৫৪ ডেঃ
২০৩ নং স্বত্বে-	১৩৪	২ এঃ ৫৮ ডেঃ
২১২ নং স্বত্বে-	২৫/২১	২ এঃ ২১ ডেঃ
২১৮ নং স্বত্বে-	১৯৮/২১৬	১ এঃ ১৪ ডেঃ
২১৯ নং স্বত্বে-	২১২/২২২/২৩৪/৩১৮/৩৪০/ ৪০৪/৫০৪/২৩৮/২৫০/২৫২-	১ এঃ ১৬ ডেঃ
২৪৬ নং স্বত্বে-	৯৫৮/১৩৯০/৪০২/১৩৭০/৯২০/৯৬০/৯৫৫/ ৯১৩/৯১২/৯১৪/৯১৫/৮৭৩/৮৯৭/৯৫৬/৯০৮ ও ৯০৬	৬ এঃ ৪৩ ডেঃ
২৪৬ নং স্বত্বে-	৭৮৯/৯৭০/৭৯১/৭৯২/৬৮৬/৯৫৪/৬৮৫/৭২৫/৭৪০	৮২ ডেঃ
২৪৭ নং স্বত্বে-	৩৯৩/৪০১/৮৯৬	২ এঃ ৩৮ ডেঃ
৭৯৭ নং স্বত্বে-	৮৬২	৪৬ ডেঃ
২৬২ নং স্বত্বে-	৫২/৩২/১৩/১১/৩০	৩ এঃ ৪৪ ডেঃ
২৭১ নং স্বত্বে-	৩২০/৩২৫/৩২৮/১৮/৪৭ ও ৬১	২ এঃ ৪৪ ডেঃ
২৭২ নং স্বত্বে -	৩২২	০২১/২ ডেঃ
২৮০ নং স্বত্বে-	৭৩২/৭৩৭/৭৪৭/২৭৯/২৮৪/৭১২/৭১৭ ও ৩১২	৩ এঃ ৭৩ ডেঃ
৮০৪ নং স্বত্বে-	৪২৩	১৩ ডেঃ
২৯৫ নং স্বত্বে-	৩৯৫/৩৯৬/৩৯৮/৪১০	৭৪ ডেঃ
১৯৬ নং স্বত্বে-	৩৯৭/৪২৬	১ এঃ ৪৮ ডেঃ
৩০১ নং স্বত্বে-	৭৮৭/৭৮৩/৪২০/৪২১	৯২ ডেঃ
৩০৩ নং স্বত্বে-	৪৭০/১০৫৪	৫৯ ডেঃ
৩০৪ নং স্বত্বে-	৫৪০/৫৪৩/৪৩০/৪৩৮	৯৮ ডেঃ
৩৫৩ নং স্বত্বে-	৩৩৪/৩৩৭/৩৩৯/৩৪১	১ এঃ ০৩ ডেঃ
৩৫৪ নং স্বত্বে-	৬৩৫/১৭০/১১৭০/১১৭৫	১ এঃ ১২ ডেঃ
৩৬২ নং স্বত্বে-	৭২৯	৭২ ডেঃ
৩৬৪ নং স্বত্বে-	৬৫/৩১/৪৬	৫ এঃ ৪৬ ডেঃ
৩৮৪ নং স্বত্বে-	৩১০	০২ ডেঃ
৩৬০ নং স্বত্বে-	৭৫৬/৭৫৭	২ এঃ ৬১ ডেঃ
৩৮৭ নং স্বত্বে-	২৬৩/২৬৮/২৭২/২৭১	৫৬ ডেঃ
৬৪৭ নং স্বত্বে-	১১৯০	৩০ ডেঃ
৭৮০ নং স্বত্বে-	১১৫২/১১২০	৬৫ ডেঃ
৭৯৩ নং স্বত্বে-	১৩৮	৬৩ ডেঃ
৪১০ নং স্বত্বে-	৩৩০/৩১৬/৩১৭/২৪৮/২৪৬/২৪১	৭৬ ডেঃ
৩৯৪ নং স্বত্বে-	৩৬৫/৩৬৬	৭০ ডেঃ
৩৯৩ নং স্বত্বে-	২৫৬ ৩ এঃ ১৩ ডেঃ মধ্যে	২ এঃ ১২ ডেঃ
৩০৯ নং স্বত্বে-	৩৫৬/৩৫৮/৩৬০	৩৩ ডেঃ

২। ঐ সমস্ত এলাকাধীন মৌজা পাঁচখুরী, ৪৪ নম্বর স্বত্বের অধীন স্বত্ব নম্বর ৭১৮,

	২৩৫/২৩৬০	০১.৮৮ ডেঃ
৭১৯ নং স্বত্বে-	১৯৪৮	৬৬ ডেঃ
১১৪ নং স্বত্বের অধীন ৯৫৭ নং স্বত্বে -	২০২২	৩০ ডেঃ
৯৫৮ নং স্বত্বে-	২০৫৭	৬৫ ডেঃ
১৮৯ নং স্বত্বে-	৩৪৯৯/৩৪৯৮/ ৩৭৮/৩৩৭৯/৩৩৮০	১ এঃ ৭৬ ডেঃ
১৬৭ নং স্বত্বে-	৩৪৯৮/৩৪৯৭	১ এঃ ৬৫ ডেঃ
২০৩ নং স্বত্বের অধীন ১১৭২ স্বত্বে -	২০৯৫	২ এঃ ৬৯ ডেঃ
৫৭৩ নং স্বত্বে-	২০/২১/২২৬৩	৩ এঃ ৮৭ ডেঃ
৭০৫ নং স্বত্বে-	১৯২৪	৬৬ ডেঃ
১০০৮ নং স্বত্বে-	২২৯২	১ এঃ ৫৯ ডেঃ
১০১২ নং স্বত্বে-	৩৩৮২/৩৩৬৯/৩৪৬৯	২ এঃ ৬০ ডেঃ
৫ নং স্বত্বে-	১৮২৬/১৮২৭	৯ এঃ ৮৭ ডেঃ
৫৬ নং স্বত্বে-	২২৯১	৭৬ ডেঃ
৬৮ নং স্বত্বে-	২৩৩৫/৩০০০	১ এঃ ২৬ ডেঃ

৩। জেলা মেদিনীপুর, থানা- মেদিনীপুর, মৌজা- কর্ণেলগোলা, জে.এল. নম্বর ১৮৬।

১৩৬ নং খতিয়ানে	৪৯	৩২ ডেঃ

তদুপরি দ্বিতল পাকা স্বসাজ বাড়ী।

৪। জেলা মেদিনীপুর, থানা- মেদিনীপুর, মৌজা খাঙ্গারডিহি, জে.এল. নম্বর ২৫৪ ।

৫৬২ নং স্বত্বে	১৮৫৯	৫০ ডেঃ

সর্বমোট ১৬৫ একর ৪৯ ডেঃ

ইহাতে দরখাস্তকারীর বা উইলদাতার 1/8 অংশ রহিয়াছে।

(গ) তপশীল স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

জেলা- মেদিনীপুর, থানা- মেদিনীপুর, মৌজা- কমলাপুর, জে.এল. নম্বর ২৫০।

স্বত্ব নম্বর	দাগ নম্বর	পরিমান
২৪	২৪৪/৩০৪/৩০৫/৩০৮	৫১ ডেঃ
৪১১	২৯৩/২৯৫	০৯ ডেঃ
৪১২	২৯৪/২৯৬	০৮ ডেঃ
৪১৩	৩০১	০৫ ডেঃ
৪১৪	২৯৭ (বাস্তু) ও ৩১৩	২৪ ডেঃ
৬৮	২৬৪/২৭০/২৫৮/২৬০/২৬২/২৬৬/২৬৭/২৫৯/২৬৯/২৬১/২৭৪	৬৩ ডেঃ
৬৮ নং স্বত্বের অধীন	৫৭১ নং খতিয়ানে ৩১২	০৫ ডেঃ
১২২ নম্বর খতিয়ানের অধীন ৬৬৫ খতিয়ানে-	৯৪৭/৯২৭/১২২৭/১৬০৫	১ এঃ ৮৪ ডেঃ
১২৪ নং খতিয়ানে	৪২৫/৫০৯/৫৩৯/৫১৪/২৮৫/২৬৫/৩২৭	১ এঃ ২০ডেঃ
৬৭৭ নং স্বত্বে-	৪২২/১৬২৫/ ৪২৪	৫৯ ডেঃ
৬৭৮ নং স্বত্বে-	১৫০৭	১০ ডেঃ
৬৭৯ নং স্বত্বে-	২৭৮	০৫ ডেঃ
৬৮০ নং স্বত্বে-	২৮১	০৩ ডেঃ
৬৮১ নং স্বত্বে-	৩৩০	০৩ ডেঃ
৬৮২ নং স্বত্বে-	৩২৯	০৫ ডেঃ
৬৮৩ নং স্বত্বে-	৭২৪	৩৬ ডেঃ
৬৮৪ নং স্বত্বে-	২৮০/২৮৩	১ এঃ৩৫ ডেঃ
১৭৪ নং খতিয়ানে-	২৪৩	০৯ ডেঃ
৩৯২ নং খতিয়ানে-	৪৩৫/৪৩৬/৪৪৪/৪৫০	৮৫ ডেঃ
৩৫৩ নং খতিয়ানে-	৩৩৭/৩৩৪	৬৯ ডেঃ
৩৮৭ নং স্বত্বে-	২৬৩/২৬৮/২৭২/২৭১	৫৬ ডেঃ
		৯ এঃ ৪৬ ডেঃ

ইহাতে উইলদাতার 1/8 অংশ হইতেছে।

(ঘ) তপশীল স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

১। জেলা- মেদিনীপুর, থানা- মেদিনীপুর, মৌজা- নরমপুর, জে.এল. নম্বর- ১৭৪।

খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর	পরিমান
১৭	২৬/৬৭	০১ডেঃ

২। ঐ সমস্ত এলাকাধীন মৌজা কর্ণেলগোলা, জে.এল. নম্বর ১৮৬

খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর	পরিমান
৫১৩	৪১/২২৯	০৭ডেঃ

ইহাতে দরখাস্তকারীর ১৬ আনা অংশ আছে।

অনুমতি অনুসারে-
Tapas Ranjan Chakraborty
সেরেস্তাদার
District Delegate Paschim Medinipur 20.02.2024

বিগত নির্বাচনের বকেয়া বিল মেলেনি, গাড়ি দিতে নারাজ মালদার পরিবহণ সংগঠনগুলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: আর কয়েকদিন পরেই ঘোষণা হয়ে যাবে লোকসভা নির্বাচনের। কিন্তু বিগত নির্বাচনের বকেয়া বিল না মেলায় এবারের নির্বাচনে প্রশাসনকে গাড়ি ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে সদিচ্ছা দেখাচ্ছে না মালদার বিভিন্ন পরিবহণ সংগঠনগুলো। যদিও জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, বিগত নির্বাচনের বকেয়া রয়েছে কমপক্ষে সাড়ে ছয় কোটি টাকা। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে গাড়ি ভাড়া এবং কেন্দ্র বাহিনীর অন্যান্য যাবতীয় খরচের সেই বকেয়া বিল এখনো পায়নি জেলা পুলিশ ও প্রশাসন। ফলে এবারের লোকসভা নির্বাচনে গাড়ি রিকুইজিশন করতে গিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে পুলিশ ও প্রশাসনের পদস্থ কর্তাদের। বিভিন্ন পরিবহন সংগঠনগুলির অভিযোগ, বিগত দিনের বিল এখনও পর্যন্ত মিলেনি। তাহলে এবারের লোকসভা নির্বাচনে বিল কবে পাওয়া যাবে। অনেক ক্ষেত্রে গাড়ির মালিকরা আর নির্বাচনের কাজের জন্য গাড়ি দিতে অস্বীকার করছেন।

মালদা জেলা বাস ও মিনিবাস অনার্স অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তা দীপঙ্কর সাহা জানিয়েছেন, প্রশাসন নির্বাচনের জন্য আমাদের কাছ থেকে গাড়ি নিচ্ছে ঠিকই। কিন্তু পাঁচ-সাত বছর পরেও গাড়ির ভাড়া পাচ্ছি না। তাহলে কেন জোরপূর্বক গাড়ি নেওয়া হচ্ছে। এরকম ভাবে চলতে থাকায় পরিবহণ মালিকেরাই বিপদে পড়ছেন। এ বিষয়টিও প্রশাসনকে গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে।

জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, গাড়ি ভাড়া বাবদ সিভিল প্রশাসন সাড়ে চার কোটি টাকার বেশি পাবে। সোয়া দু'কোটি টাকা পাবে পুলিশ প্রশাসন। জেলা থেকে এই বিষয়টি রাজ্যের সংশ্লিষ্ট বিভাগে জানানো হয়েছে। নির্বাচন কমিশন থেকে সেই বকেয়া মিললেই গাড়ির ভাড়া পরিশোধ করা সম্ভব হবে।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্বাচন ঘোষণার পর কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী বহন করা বাবদ প্রচুর সংখ্যক গাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়। পুলিশ বিভাগ থেকেও গাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। নির্বাচনের কাজের সঙ্গে যুক্ত কোনও গাড়ির ভাড়া পায়নি জেলা প্রশাসন। এবার লোকসভা নির্বাচনের মুখে বকেয়া ভাড়া চেয়ে গাড়ির মালিকরা সরব হয়েছেন।

পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জন্য গাড়ি ভাড়া বাবদ পুলিশের পাওনা বকেয়া রয়েছে প্রায় ২ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে বাহিনীর কিছু থাকা-খাওয়া বাবদও খরচ রয়েছে। জেলাশাসকের দপ্তর থেকেও খরচ করা হয়েছে। বিষয়টি জেলাশাসকের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র দপ্তরে জানানো হয়েছে। নির্বাচন কমিশন অর্থ বরাদ্দ করলে বকেয়া বিল মেটানো সম্ভব হবে।

গুমা উপপ্রধান খুনে ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধার

দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে মৌন মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: গুমা উপপ্রধান খুনে ব্যবহৃত বন্দুক উদ্ধার করল পুলিশ। একটি বাড়ির ভুষির ভেতর থেকে। অভিযুক্তর বাড়ি ভাঙচুর, ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত হলেও মৃত উপপ্রধান বিজন দাসের অনুগামীদের তাড়া খেয়ে কার্যত পিছু হটতে বাধ্য হয় পুলিশ। গুমা এক নম্বর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান খুনে মূল অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার না হওয়ায় এলাকাবাসীদের রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ গুমা স্টেশন রোড অবরোধ হয়। রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে তারা বিক্ষোভ দেখায় দীর্ঘ সময়, ঘটনাস্থলে অশোকনগর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়েও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হয়। পরবর্তীতে এসডিপিও হাবড়া, সিআই হাবড়া অশোকনগর থানার ওসির নেতৃত্বে আরও বাড়তি পুলিশ দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এদিন বিকেলে গুমা এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিজন দাসের খুনের প্রতিবাদে মৌন মিছিল হাবড়া দুই নম্বর চক্রের প্রাথমিক শিক্ষকদের। গুমাতে অবস্থিত হাবড়া দুই নম্বর চক্রের স্কুল পরিদর্শকের অফিস প্রাঙ্গণ থেকে এই মিছিল বের হয়ে গুমা স্টেশন ঘুরে আবার অফিস প্রাঙ্গণে এসে শেষ মিছিল শেষ হয়। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবি সহ একাধিক দাবিতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে মিছিল হয়। মিছিল শেষে শিক্ষকদের পক্ষ থেকে দাবি তোলা হয় বিজন দাসের খুনিদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হোক।

মগরায় আত্মঘাতী যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মগরা: বৃহস্পতিবার ছিল মেয়ের জন্মদিন। চার বছরের ছোট্ট মেয়ে। মেয়ের জন্মদিনের আয়োজনে সাধ্যমতো সবরকম চেষ্টা করেছিলেন অভিজিৎ রায়। দুপুরে রান্নার জন্য মাংসও কিনে এনেছিলেন। সংসারে দারিদ্র, অনটন ছিলই। তার মধ্যেও চেয়েছিলেন মেয়ের মুখে একটু হাসি ফোটাতে। কিন্তু তারপর কী থেকে কী হয়ে গেল! বাড়িতে মাংস কিনে আনার পর, কখন যে আবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান কেউই টের পাননি। বাড়ির লোকেরা প্রথমে ভেবেছিলেন হয়তো কিছু কাজে গিয়েছেন। কিন্তু অনেক রাত হয়ে গেলেও যখন তিনি বাড়ি ফিরলেন না, তখন শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। শুক্রবার সকালে থানায় মিসিং ডায়েরি করারও কথা চলছিল। কিন্তু এসবের মধ্যেই যে খবর আসে, তাতে পরিবারের সকলের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটি আমবাগানে গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় বছর ছত্রিশের অভিজিতের দেহ। মেয়ের জন্মদিনের দিনেই পরিবারের সকলকে নিঃস্ব করে দিয়ে চলে গেলেন অভিজিৎবাবু। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির মগরা থানা এলাকার ছোট খেজুরিয়া এলাকায়।

স্থানীয় সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, অনেক কষ্ট করে অর্থ উপার্জন করে সংসার চালাতেন অভিজিৎ রায়। বাড়িতে স্ত্রী ও চার বছরের কন্যা ছাড়াও রয়েছে সাত বছরের এক ছেলে। পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে হুগলির মগরা থেকে উত্তর ২৪ পরগনার হালিশহরে এক জুট মিলে কাজ করতে যেতেন। কী কারণে আচমকা এই চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন ওই ব্যক্তি, তা স্পষ্ট নয় স্থানীয় বাসিন্দা ও আত্মীয় স্বজনদের মনে। তবে এলাকাবাসীদের অনুমান, আর্থিক অনটনের কারণেই এই পথ বেছে নিয়ে থাকতে পারেন তিনি। শুক্রবার সকালে যখন ওই ব্যক্তির দেহ ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় তখন আমবাগান থেকে সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় মগরা থানায়। এরপর পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চুঁচুড়ার ইমামবাড়া হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। এদিকে পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, ওই ব্যক্তির হাতে পেন দিয়ে লেখা ছিল, তাঁর মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। মৃতের এক বন্ধু মনে করছেন, জুট মিলে কাজ করে যা টাকা আয় হত, তাতে ঠিকমতো সংসার চলত না। সেই কারণেই মানসিক অবসাদে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকতে পারেন তিনি। মৃতের কাকাও বলছেন, সাংসারিক অনটনের কারণেই আত্মঘাতী হয়ে থাকতে পারেন অভিজিৎ।

জবকার্ড হোল্ডারদের কাছ থেকে বকেয়া টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ১০০ দিন কাজ প্রকল্পে যুক্ত জবকার্ড হোল্ডারদের বকেয়া টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যে সেই টাকা সিংহভাগ জবকার্ড হোল্ডারদের অ্যাকাউন্টে ঢুকে গিয়েছে। কিন্তু একাংশ জবকার্ড হোল্ডারদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠল মানিকচক ব্লকের এনায়েতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এক সুপারভাইজারের বিরুদ্ধে। শুক্রবার শেখপুরা এলাকায় বেশ কয়েকজন জবকার্ড হোল্ডারদের কাছ থেকে জোর করে টাকা নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। সংশ্লিষ্ট এলাকার একটি ব্যাংক থেকে টাকা তুলে ফিরছিলেন শেখপুরা এলাকার কয়েকজন জবকার্ড হোল্ডাররা। সেই সময় সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের এক সুপারভাইজার নাকি ওইসব জবকার্ড হোল্ডারদের কাছ থেকে দুই হাজার টাকা করে নেয় বলে অভিযোগ। বিষয়টি জানতে পেরে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পিঙ্কি মণ্ডল। তিনি সেইসব জবকার্ড হোল্ডারদের প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানানোর কথা বলেন। পাশাপাশি পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা জেলায় প্রায় আড়াই লক্ষ জবকার্ড হোল্ডারদের জন্য বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ১৫০ কোটি টাকা। রাজ্য সরকার সেই টাকা লক্ষাধিক জবকার্ড হোল্ডারদের অ্যাকাউন্টে পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছে প্রশাসন। কিন্তু অসহায় গ্রামবাসীদের কাছ থেকে কিভাবে ১০০ দিন কাজ প্রকল্পের টাকা হাতানো যায় তা নিয়েও একশ্রেণির অসাধুচক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ। আর তারই মধ্যে এমন ঘটনায় তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়ে মানিকচকে।

এদিন জবকার্ড হোল্ডার গুলশান বিবি, জুলেখা বিবি বলেন, আমাদের অ্যাকাউন্টে ২৯০০ টাকা করে ঢুকেছে। মুখ্যমন্ত্রী আমাদের ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন তাতে আমরা খুশি। কিন্তু এদিন গ্রামের একটি ব্যাংকে সেই টাকা তুলেই ফিরছিলাম। সেই সময় স্থানীয় পঞ্চায়েতের এক সুপারভাইজার জোর করে আমাদের কাছ থেকে দুই হাজার টাকা করে কেড়ে নিয়েছে। আমরা কিছু জানার আগেই ওই সুপারভাইজার এলাকা থেকে চলে যায়। এরকম আরো বেশ কয়েকজনের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন জবকার্ড হোল্ডাররা। সেই সময় শেখ পুরা এলাকার ওই ব্যাংকের সামনেই রীতিমতো হইচই পড়ে যায়। এরপরই ঘটনার খবর পেয়েই ওই এলাকায় পৌঁছয় মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পিঙ্কি মন্ডল। তিনি বলেন, যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে কিছুতেই বরদাস্ত করা যাবে না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি গরিব মানুষদের জন্য তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন। তারপর কেউ যদি এরকম অপকর্ম করে, সেটি অবশ্যই পুলিশ ও প্রশাসন তদন্ত করে দেখবে। যাদের সঙ্গে এই ঘটনা ঘটেছে তাদেরকে বলেছি অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট থানায় গিয়ে অভিযোগ জানাতে। পাশাপাশি পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

স্থায়ী বেতনের দাবিতে কর্মবিরতি আশাকর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, সাঁকরাইল: হাওড়া স্থায়ী বেতনের দাবিতে কর্মবিরতির ডাক আশাকর্মীদের। শুধু ভাতা নয়, নির্দিষ্ট স্থায়ী বেতন বৃদ্ধির দাবিতে সাঁকরাইল ব্লকের আশাকর্মীরা শুক্রবার কর্মবিরতি পালন করেন। এদিন দুপুর বেলা ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে জমা হয়ে তাঁরা বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের দাবি না মানা পর্যন্ত এই কর্মবিরতি তাঁরা চালিয়ে যাবেন বলেই দাবি করেন। পরিস্থিতি এভাবে চলতে থাকলে আগামী ৩ মার্চ পালস পোলিও টিকাকরণের দিনেও কাজ করবেন না। স্বভাবতই তাঁদের এই সিদ্ধান্তে ব্লকে পালস পোলিও প্রচার ধাক্কা খেতে পারে বলেও জানান এই আশাকর্মীরা। হাওড়া সহ পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বিভিন্ন ব্লকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আশাকর্মীরা এই দাবি নিয়ে কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন ঠিক একই ভাবে সাঁকরাইল ব্লকের আশাকর্মীরা কর্মবিরতি পালন করছেন।

যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: হাই টেনশন লাইনে কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে দেগঙ্গার দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোষালের আবাদ গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম সাইফুদ্দিন মোল্লা (৩০)। বাড়ি দেগঙ্গা দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের হাসিয়া গ্রামে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত সাইফুদ্দিন বিদ্যুৎ দপ্তরের একটি ঠিকাদার সংস্থার অধীনে কাজ করতেন। এদিন দুপুর একটা নাগাদ এক সহকর্মীর সঙ্গে ঘোষালের আবাদ গ্রামে ভেড়ির আলা ঘরে মিটার বসানোর কাজে যায়। হাই টেনশন লাইনের ট্রান্সফরমারে খুঁটির মাথায় উঠে কাজ করছিল। সেখানেই আচমকা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় সাইফুদ্দিন। ট্রান্সফরমার থেকে নিচে পড়ে যায় সে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সাইফুদ্দিনের। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যায় দেগঙ্গা থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বারাসাত হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

শুক্রবার শুরু হলো একাদশ তম বীরভূম জেলা নৃত্য ও গান মেলা। প্রেরণা সিউড়ি বীরভূমের উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় বীরভূম জেলা নৃত্য ও গান মেলা উৎসব কমিটির পরিচালনায় বীরভূম জেলা পরিষদ সংলগ্ন আম্বেদকর উদ্যান থেকে পদযাত্রার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা সূচিত হয়। এরপর পদযাত্রা পৌঁছায় সিউড়ি ইরিগেশন কলোনির মূলমঞ্চে সেখানে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পদ্মশ্রী রতন কাহার, উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলা পরিষদের অতিরিক্ত জেলা শাসক কৌশিক সিনহা, লোকসংগীত সম্রাজ্ঞী স্বপ্না চক্রবর্তী। উদ্বোধনী মঞ্চে সংবর্ধনা জানানো হয় শান্তব্রত নন্দন রঞ্জিত হাজরা, সুচিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, শিপ্রা মুখোপাধ্যায় অমিত মৈত্র দে-র মত গুণীজন শিল্পীদের। এরপর মহিলা রক ফোক দল ত্রিধারা সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

একই পরিবারকে দু'টি শিশুর দেহ দেওয়ার দাবি, চাঞ্চল্য হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: একই পরিবারের হাতে দু'টি সদ্যোজাতর মৃতদেহ তুলে দেওয়ার দাবিতে চাঞ্চল্য চন্দননগর মহকুমা হাসপাতালে।

জানা গিয়েছে, চন্দননগর রেল কোয়ার্টারের বাসিন্দা পিয়ালি রাজভর চৌধুরীর প্রসব যন্ত্রণা উঠলে পরিবারের লোকেরা তাঁকে নিয়ে আসেন চন্দননগর মহকুমা হাসপাতালে। অভিযোগ, সেই সময় চিকিৎসক সমস্ত কিছু দেখে সমস্যা নেই বলে বাড়ি চলে যেতে বলেন। মঙ্গলবার ফের পিয়ালির প্রসব যন্ত্রণা ওঠায় তাঁকে আবারও নিয়ে আসা হয় চন্দননগর মহকুমা হাসপাতালে। তারপর সেখানে তাঁকে ভর্তি করানো হয়।

পিয়ালির পরিবারের দাবি, সেই দিনই হাসপাতাল থেকে জানানো হয় তাদের শিশুর মৃত্যু হয়েছে মায়ের পেটে। কিন্তু তারপর থেকে পরিবারের লোকরা বারংবার জানিয়েছিলেন অস্ত্রোপচার করে সেই মৃত শিশু বের করে দেওয়ার জন্য। কিন্তু তাঁর অস্ত্রোপচার করা হয়নি। সকালে পিয়ালির পরিবারকে ফোন করে ডাকা হয় হাসপাতালে। এরপরেই হাসপাতালের পক্ষ থেকে তাঁদেরকে জানানো হয় পিয়ালি মৃত সন্তান নরমাল ভাবে প্রসব করেছেন। একটি কাগজ জড়ানো প্যাকেট পিয়ালির পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং জানানো হয় এর মধ্যেই তাদের মৃত সন্তান রয়েছে।

পিয়ালির পরিবার সেই প্যাকেট নিয়ে হাসপাতাল থেকে বের হতেই প্যাকেটের ভেতর থেকে একটি সদ্যজাতর মৃতদেহ মাটিতে পড়ে যায়। তখনই পরিবারের লোকরা ওই প্যাকেট খুলে দেখে তার ভেতর অন্য একটি সদ্যজাতর মৃতদেহ রয়েছে। আর এই ঘটনা জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে হাসপাতালে। পরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জানানো হয় ভুল করে তাদের সঙ্গে অপর একটি মৃত শিশু দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন উঠছে, কী ভাবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ একই পরিবারের হাতে দু'টি মৃতদেহ তুলে দেয়। এই বিষয়ে হাসপাতাল সুপার ধ্যানব্রত মণ্ডল বলেন, 'সমস্ত বিষয়টি আমি শুনেছি। তবে বিষয়টি দুঃখজনক। পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছি পরিবারকে অভিযোগ দিতে বলেছি। তবে পাশাপাশি আমরাও এই বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করছি।'

দীর্ঘ কয়েক মাস পানীয় জলের পাম্প বিকল হওয়ায় সমস্যায় গোঘাটের শতাধিক পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: পানীয় জলের সাবমার্শিবল পাম্প বিকল হয়ে পড়ে থাকায় পানীয় জলের সংকট গোঘাটের পশ্চিমপাড়া অঞ্চলের ঝড়িয়া এলাকায়। ক্ষোভে ফুঁসছেন ওই গ্রামের মানুষ। তাদের অভিযোগ গত তিন-চার মাস ধরে পানীয় জলের পাম্প বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে। কিন্তু মেরামত করার জন্য প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। প্রশাসন সম্পূর্ণ উদাসীন। পানীয় জল না থাকায় সমস্যায় শতাধিক পরিবার। জানা গেছে, ওই গ্রামের বেশিরভাগ মানুষকে পানীয় জলের জন্য বহু দূরের টিউবওয়েল থেকে জল আনতে হচ্ছে। প্রতিবেশী যাদের বাড়িতে টিউবওয়েল আছে সেখানে যেতে হচ্ছে। এমনকী পাম্পের জল না পেয়ে পুকুরের জল ব্যবহার

করতে হচ্ছে। রান্না করা থেকে শুরু করে বাড়ির অন্যান্য কাজ করতে হচ্ছে পুকুরের জলে। এর ফলে গ্রামের মানুষের শরীর খারাপও হচ্ছে বলে অভিযোগ। গ্রীষ্মকালের আগে যদি পানীয় জলের পরিষেবা ওই গ্রামের মানুষ না পায় তাহলে আরও বেশি সমস্যায় পড়বেন ঝরিয়া গ্রামের মানুষ। তাই তারা দাবি তুলেছে অবিলম্বে পাম্পটি মেরামত করা হোক। এই বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা গঙ্গা নায়ক বলেন, পানীয় জল না থাকায় বহু কষ্ট করে রান্না করতে হচ্ছে। রান্না করার জন্যও পুকুরের জল ব্যবহার করতে হচ্ছে। অথচ বর্তমানে পুকুরে জলে রান্না করা মানেই শরীর খারাপ। প্রতিবেশীদের বাড়ি থেকে জল আনতে যেতে হচ্ছে। তাই সাবমার্শিবলটি মেরামত করা প্রয়োজন। স্থানীয় গৃহবধূ বলেন, বার বার করে স্থানীয় পঞ্চায়েতকে জানানো হয়েছিল সাবমার্শিবল পাম্পটি সারানোর জন্য। কিন্তু ব্যবস্থা হয়নি। গ্রামে পানীয় জলের সংকট চলছে। বছর খানেক আগে এই পাম্পটি তৈরি হয়। কয়েক মাসের মধ্যে পাম্পটি নষ্ট হয়ে যায়। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য অশোক চৌধুরী বলেন, পাম্পটি মাস খানেক আগে খারাপ হয়েছে। গ্রামের মানুষকে বলা হয়েছিল মিস্ত্রি ডেকে পাম্পটির কি খারাপ হয়েছে তা নিয়ে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু দেয়নি। গ্রামের মানুষকেও সচেতন হতে হবে। পিএইচইর কাজ চলছে। বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে দেওয়া হবে। তবে ওই পাম্পটি মেরামতের বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সবমিলিয়ে এখন দেখার গোঘাটের ঝড়িয়া গ্রামের মানুষের স্বার্থে ওই পাম্পটি কবে মেরামত হয়। অথবা পানীয় জলের সংকট মেটাতে প্রশাসন কি ব্যবস্থা নেয় সেই দিকে তাকিয়ে ওই এলাকার মানুষ।

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
CIN : L65190MH2004GOI148838
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং - ০৩৩ ৬৬৫৫৭৮৮৭/৯৪৩২১৪৭১৭১

[পরিশিষ্ট - IV [রুল -৮(১) দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**,-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (২০০২-৫৪) আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে নিম্নোক্ত তারিখে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায়, আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**,-এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	১) ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণের নাম ২) অ্যাকাউন্ট নাম্বার	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	১. রজত পাঁচামিয়া (ঋণগ্রহীতা) রীতা পাঁচামিয়া (সহ-ঋণগ্রহীতা) মেসার্স রজত এন্টারপ্রাইজ ২) ০০৮৬৬৭৫১০০০০৯৬৭৬ ০০৮৬৬৭৫১০০০১০০০৭ ০০৮৬৬৫১১০০০০০২৬৮	১) ০৭.০১.২০২৩ ২) ২৭.০২.২০২৪ ৩) ১,৮৫,০৬,৩২৬.০০ টাকা (এক কোটি পঁচাশি লাখ ছয় হাজার তিনশ ছাব্বিশ টাকা) টাকা, ০৯.০৯.২০২২ অনুযায়ী সম্পত্তি লোন এবং ০১.১০.২০২২ থেকে চালু মূলধন এবং পরবর্তী সুদ শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি সহ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৩১এ, পরিমাণ আনুমানিক ১৮৪২ বর্গ ফুট (ঢাকা এলাকা) ৬ষ্ঠতলে, ভবনের জমির প্লট পরিমাণ আনুমানিক ১২ কাঠা ১১ ছটাক ৩৭ বর্গফুট অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ১১১ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ,কলকাতা পৌর সংস্থর ওয়ার্ড নং ৪৪, **চৌহদ্দি : পূর্বে** : চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, **পশ্চিমে** : প্রেমিসেস নং ৩৮, কলুটোলা স্ট্রিট, **উত্তরে** : প্রেমিসেস নং ১১৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, **দক্ষিণে** : পুর সড়ক কবিরাজ রো নামে পরিচিত। সংশ্লিষ্ট স্থিত ভবন এবং নির্মাণ, অবিভক্ত জমির অংশ সংশ্লিষ্ট সকল দ্রব্যাদি, ফিক্সচার ইত্যাদি স্থায়ী সংযুক্ত সম্পদ /নির্মাণ ইত্যাদি।

তারিখ : ০২.০৩.২০২৪ স্থান : কলকাতা
স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

BANGIYA GRAMIN VIKASH BANK (A GOVT. ENTERPRISE)

উত্তর দিনাজপুর রিজিওনাল অফিস
রায়গঞ্জ-কালিয়াগঞ্জ রোড, সুদর্শনপুর
পো. রায়গঞ্জ, জেলা : উত্তর দিনাজপুর, পিন - ৭৩৩১৩৪

দখল নোটিশ

এতদ্বারা বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক-এর নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং, শাখার নাম, ফোন নং, ইমেল	অ্যাকাউন্টের নাম/ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী/ জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	ক) ১৩(২)-তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবির পরিমাণ
(১) রাসাখাওয়া bmrkh@bgvbank.co.in	**আলফা ডিলাক্স স্টিল ফার্নিচার** **ঋণগ্রহীতা : ১. আলফা ডিলাক্স স্টিল ফার্নিচার, স্বত্বা - সেলিম রেজা,** পিতা এরশাদ আলি, গ্রাম - রুদেল, পো. রাসাখাওয়া, থানা - করণদিঘি, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, পিন - ৭৩৩২১২ **স্বত্বাধিকারী তথা ঋণগ্রহীতা** **২. সেলিম রেজা,** পিতা এরশাদ আলি, গ্রাম - রুদেল, পো. রাসাখাওয়া, থানা - করণদিঘি, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, পিন - ৭৩৩২১২- **ঋণগ্রহীতা** **জামিনদাতাগণ : ১. মহ. সিরাজুল ইসলাম,** পিতা গিয়াসউদ্দিন, গ্রাম - মহেশপুর, পো. মহেশপুর, থানা - করণদিঘি, জেলা - উত্তরদিনাজপুর, পিন - ৭৩৩২০১ **২. মুজাফফর হুসেন,** পিতা সুলেমান, গ্রাম - চন্দ্রগাঁও, পো. মাগনাভিটা, থানা - করণদিঘি, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, পিন - ৭৩৩২০১	ক) ১৬.০৮.২০২৩ খ) ২৯.০২.২০২৪ গ) ১০৮৫৮৩৯.০০ টাকা (দশ লাখ পঁচাশি হাজার আটশ উনচল্লিশ টাকা) টাকা ০১.০৮.২০২৩ থেকে অধার্য সুদ এবং তাৎক্ষণিক চার্জ, ব্যয় ইত্যাদি সহ।

বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং ভবন ১) মৌজা : রুদেল, জেএল নং ১০২, খতিয়ান নং এলআর ১৫৩৫/১, প্লট নং এলআর ৫০৫, এরিয়া : ০.০৭ একর, শ্রেণি : ফ্যাক্টরি, গ্রাম : রুদেল, পো : রসখোয়া, থানা : করণদিঘি, জেলা : উত্তর দিনাজপুর, পিন : ৭৩৩২১২, সেলিম রেজা, পিতা এরসাদ আলির নামে, গ্রাম : রুদেল, পো : রসখোয়া, থানা : করণদিঘি, জেলা : উত্তর দিনাজপুর, পিন : ৭৩৩২১২, ঋণগ্রহীতা : দলিল নং : ১০২৩-২০১২। ২. মৌজা : রুদেল, জেএল নং ১০২, খতিয়ান নং এলআর ১১৭০, ১০৮৬, ৭৫৫, প্লট নং এলআর ৬৭৮, এরিয়া : ০.১৫ একর, শ্রেণি : বাস্তু, গ্রাম : রুদেল, পো : রসখোয়া, থানা : করণগিঘি, জেলা : উত্তর দিনাজপুর, পিন : ৭৩৩২১২, সেলিম রেজা, পিতা এরসাদ আলির নামে, গ্রাম : রুদেল, পো : রসখোয়া, থানা : করণদিঘি, জেলা : উত্তর দিনাজপুর, পিন : ৭৩৩২১২, ঋণগ্রহীতা, দলিল নং ১০২৩-২০১২ সালের অনুযায়ী।

ক্রম নং, শাখার নাম, ফোন নং, ইমেল	অ্যাকাউন্টের নাম/ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী/ জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	ক) ১৩(২)-তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবির পরিমাণ
(২) রাসাখাওয়া bmrkh@bgvbank.co.in	**মেসার্স তারিক অটো সেন্টার** **ঋণগ্রহীতা : ১. মেসার্স তারিক অটো সেন্টার,** স্বত্বা - প্রয়াত তৌকির আহমেদ, গ্রাম - খান্তা, পো. রাসাখাওয়া, থানা - করণদিঘি, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, পিন - ৭৩৩২১২ **ঋণগ্রহীতা তথা স্বত্বাধিকারী** **২. মহসিনা পরভিন,** স্বামী প্রয়াত তৌকির আহমেদ, গ্রাম - খান্তা, পো. রাসাখাওয়া, থানা - করণদিঘি, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, পিন - ৭৩৩২১২-**আইনি উত্তরাধিকারী** **৩. তহমিনা খাতুন,** মাতা প্রয়াত তৌকির আহমেদ, গ্রাম - খান্তা, পো. রাসাখাওয়া, থানা - করণদিঘি, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, পিন - ৭৩৩২১২-**আইনি উত্তরাধিকারী** **জামিনদাতাগণ : ১. তৌফিক বিশ্বাস,** পিতা বাসেদ বিশ্বাস, গ্রাম - খান্তা, পো. রাসাখাওয়া, থানা - করণদিঘি, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, পিন - ৭৩৩২১২ **২. তারিক আনোয়ার,** পিতা বাসেদ বিশ্বাস, গ্রাম - খান্তা, পো. রাসাখাওয়া, থানা - করণদিঘি, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, পিন - ৭৩৩২১২	ক) ১৮.০৭.২০২৩ খ) ২৯.০২.২০২৪ গ) ৭৬৫২৫৮৪.০০ টাকা (ছিয়াত্তর লাখ বাহান্ন হাজার পাঁচশ চুরাশি টাকা) টাকা ১১.০৭.২০২৩ থেকে অধার্য সুদ এবং তাৎক্ষণিক চার্জ, ব্যয় ইত্যাদি সহ।

বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং ভবন ১) মৌজা : খান্তা, জেএল নং ১০১, খতিয়ান নং এলআর ১৬৬২, প্লট নং এলআর ২৫৮, এরিয়া : ০.০৪ একর, শ্রেণি : দোকান, গ্রাম : খান্তা, পো : রসখোয়া,থানা : করণদিঘি,জেলা : উত্তর দিনাজপুর,পিন : ৭৩৩২১২, প্রয়াত তাওকির আহমেদ পিতা বাসেদ বিশ্বাস এর নামে, গ্রাম : খান্তা, পো : রসখোয়া, থানা : করণদিঘি, জেলা : উত্তর দিনাজপুর, পিন : ৭৩৩২১২, ঋণগ্রহীতা- দলিল নং ১৬৩১-১৯৯৬ সালের অনুযায়ী। ২) মৌজা : নাজিরপুর, জেএল নং ১০৬, খতিয়ান নং এলআর ২৪৯২, এলআর ২৪৮৯, এলআর ২৪১৫, প্লট নং এলআর ১৮৬৪, এরিয়া : ০.১১ একর, শ্রেণি : দোকান, গ্রাম : নাজিরপুর, পো : মহেশপুর, থানা : করণদিঘি, জেলা : উত্তর দিনাজপুর, পিন : ৭৩৩২০১, প্রয়াত তাওকির আহমেদ, পিতা বাসেদ বিশ্বাস এর নামে , গ্রাম : খান্তা, পো : রসখোয়া, থানা : করণদিঘি, জেলা : উত্তর দিনাজপুর, পিন : ৭৩৩২১২, ঋণগ্রহীতা - দলিল নং ১০৮৩-২০২০ সালের, ১১৬৮৪-২০১৯ সালের অনুযায়ী।

তারিখ : ০২.০৩.২০২৪
স্থান : সুদর্শনপুর জেলা - উত্তর দিনাজপুর

অনুমোদিত অফিসার
বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক
উত্তর দিনাজপুর রিজিওনাল অফিস

বেঙ্গালুরুর রেস্তরাঁয় আইইডি বিস্ফোরণে জখম কমপক্ষে ৫

বেঙ্গালুরু, ১ মার্চ: বেঙ্গালুরুর এক রেস্তরাঁয় ভয়াবহ বিস্ফোরণ। শুক্রবার বেঙ্গালুরুর কুণ্ডলাহল্লিতে রামেশ্বরম নামের রেস্তরাঁতে এই বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৫ জন। ঘটনার পরপরই পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় স্থানীয় পুলিশ। কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া নিশ্চিত করেছেন এটি আইইডি বিস্ফোরণ। প্রাথমিকভাবে এই ঘটনায় জঙ্গি যোগের সন্দেহ করা হচ্ছে। কে বা কারা ঘটনার সঙ্গে জড়িত তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পরিকল্পিতভাবে ঘটানো এই বিস্ফোরণে স্বল্পমাত্রার বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছে বলে অনুমান করছেন তদন্তকারীরা।

ঘটনার খবর পেয়ে ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছন বেঙ্গালুরুর পুলিশ কমিশনার বি দয়ানন্দ। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, 'এদিন বিস্ফোরণের খবর পেয়েই আমরা ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছই। বিস্ফোরণস্থল ঘিরে ফেলে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। কীভাবে এই বিস্ফোরণ তা এখনও জানা যায়নি। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত করছে।' বিস্ফোরণস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করতে ঘটনাস্থলে যায় ফরেন্সিক টিম।

বেঙ্গালুরুতে এই বিস্ফোরণের কয়েকঘণ্টা পর মাইসুরুতে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন সিদ্দারামাইয়া। তিনি জানান, 'অজ্ঞাতপরিচয় কোনও ব্যক্তি রেস্তরাঁর ভিতর এই বিস্ফোরক ভর্তি ব্যাগ রেখে আসে। যার জেরেই এই বিস্ফোরণ। আমরা সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করছি। এটি একটি আইইডি বিস্ফোরণ। আমরা এখনও জানি না কে এই ব্যাগ ভেতরে রেখে আসে। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত করছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকেও গোটা বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখতে বলেছি।' পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, কম মাত্রার বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছে এই বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য।

এদিন বিস্ফোরণের ঘটনার পর সেন্ট্রাল বেঙ্গালুরুর বিজেপি সাংসদ পিসি মোহন এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'রামেশ্বরম রেস্তরাঁয় সন্দেহজনক বিস্ফোরণের খবর পেয়ে আমি উদ্বিগ্ন। ঘটনায় আহত ও তাঁদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা। প্রশাসনের কাছে অনুরোধ বেঙ্গালুরুর বাসিন্দাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন।'

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ৩৫-এসডিএসটিই-এএসএন-২০২৩-২৪, তারিখ ২৮.০২.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম/অবস্থান ঃ** "আসানসোল ডিভিশন–আসানসোলে কন্ট্রোল রুমের সংস্কার সংক্রান্ত কাজে টেলিকম কাজ।" **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ২২,২৮,৫৪৯.৫৩ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৪৪,৬০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ৯০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৫.০৩.২০২৪-এ বেলা ১২টা। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ঃ** http://www.ireps.gov.in/ এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদন করা হবে না এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার পাওয়া গেলে উপেক্ষা করা হবে। টেন্ডারদাতার/বিডারের অবশ্যই ক্লাস-৩ ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং অবশ্যই আইআরইপিএস পোর্টালে রেজিস্টার্ড হতে হবে। কেবলমাত্র রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতারা/বিডাররা ই-টেন্ডারিংয়ে অংশ নিতে পারবেন।
(ASN-233/2023-24)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত
গ্রাম- লায়েকপুর, পোঃ ভালকুটি, ব্লক-লাভপুর, জেলা- বীরভূম

ই-টেন্ডার নোটিশ
হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একটি পাইপ লাইন, জি.পি অফিসের পুন নবিকরন, দুটি ঢালাই রাস্তা ও নলকূপের রিসিংকিং এবং নলকূপ মেরামতের মালপত্র ক্রয় করার জন্য অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত বিডারদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। যার নোটিশ নং যথাক্রমে 15/HGP/2023-24, 16/HGP/23-24, 17/HGP/23-24 যার মোট টেন্ডার মূল যথাক্রমে ৪,৪৯,৯৭২/-, ৮,৭১,৪২৪/-, ৫,০৯,৭৬৪/-
আবেদনকারীদের কাছে অনুরোধ বিস্তারিত বিবরণের জন্য https://wbtenders.gov.in এবং অফিস নোটিশ বোর্ড অনুসরণ করার জন্য।
স্বা/- প্রধান
হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত

ঝাড়খণ্ডে ৩৫ হাজার ৭০০ কোটির প্রকল্পের উদ্বোধন মোদির

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ: ছোট প্যান্ডেল। অধিকাংশ মানুষই দাঁড়িয়ে চড়া রোদে। ঝাড়খণ্ডের সভায় আগত কর্মী-সমর্থকদের কাছে এর জন্য ক্ষমা চাইলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাদের এই আত্মত্যাগ বিফলে যাবে না বলেই জানান প্রধানমন্ত্রী মোদি।

এ দিন বঙ্গ সফরে আসার আগেই ঝাড়খণ্ডের ধানবাদে সভা ছিল প্রধানমন্ত্রীর। কিন্তু সভাস্থল ছোট হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। মঞ্চে উঠেই তিনি বলেন, 'খুব ছোট প্যান্ডেল করা হয়েছে। কেবলমাত্র পাঁচ শতাংশ কর্মী-সমর্থকরাই প্যান্ডেলের ভিতরে দাঁড়াতে পারছেন, বাকিরা রোদে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আপনাদের দেখে আমার খারাপ লাগছে। তবে আমি বলছি, আপনাদের এই তপস্যা নিষ্ফল হবে না।'

ঝাড়খণ্ডের শাসক দল ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা পার্টিকে আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এখন জেএমএমের অর্থ হল জম কার খাও। লুটেপুটে খাওয়া হচ্ছে রাজ্যে। কংগ্রেস ও জেএমএম-দুই দলই ঝাড়খণ্ডের আদিবাসীদের শুধু ভোট ব্যাংক মনে করে। ওরা ঝাড়খণ্ডের যুব সম্প্রদায়কে এগিয়ে যেতে দেবে না, কারণ এরা শুধু নিজেদের পরিবারের কথা ভাবে।'

তিনি আরও বলেন, 'ওরা যেখানে পরিবারতন্ত্র ও নিজেদের সন্তানদের নিয়ে চিন্তিত, সেখানেই মোদি আপনাদের ও আপনাদের পরিবারের চিন্তা করে। আপনারাই আমার পরিবার ও সন্তান। দেশের বিশ্বাস রয়েছে মোদির গ্যারান্টির উপরে, সেই কারণেই ৪০০ পারের স্লোগান দিচ্ছি আমরা।'

এ দিন ঝাড়খণ্ডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৩৫ হাজার ৭০০ কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এর মধ্যে ধানবাদে ৮৯০০ কোটি টাকা খরচ করে সারের প্ল্যান্ট, হিন্দুস্তান উর্বরক ও রসায়ন লিমিটেড তৈরি করা হবে।

E-TENDER NOTICE
LABPUR PANCHAYAT SAMITY
Labpur, Birbhum
NIeT No.- 34/EO/2023-24 & NIeT No: 35/EO/2023-24
E-Tenders are invited for 8 & 9 nos Civil works. Bid Submission start-**29/02/2024**, and **01/03/2024.** Ends-**15/03/2024 and 16/03/2024.** For more details please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৪৬২, তারিখ ২৯.০২.২০২৪। সিনিয়র ডিএসটিই, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ই-টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই/সিগ/টি/৩৫/২৩-২৪/এসএফ। অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ ডিভিশনে শিয়ালদহ–বজবজ শাখায় এল/সি গেট নং ১/এ/ই, ২/এ/ই, ৫/এস/টি (কাঁকুলিয়া), ৭/বি/টিতে স্ট্যান্ডার্ড টাইপ গেট লজের ব্যবস্থা সংক্রান্ত কাজের জন্য সিগন্যালিংয়ের কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৩৯,০৫,৪৩৮.৮০ টাকা। **বায়নামূল্য জমা করতে হবে ঃ** ৭৮,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** নেই। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ৬ মাস। **টেন্ডার জমা শুরুর তারিখ ঃ** ১৮.০৩.২০২৪। **টেন্ডার জমা বন্ধের তারিখ ঃ** ০১.০৪.২০২৪-এ দুপুর ২টা পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ঃ** ০১.০৪.২০২৪-এ দুপুর ২.৩০টা। **যেসব নথিপত্র জমা করতে হবে ঃ** টেন্ডার নথি অনুযায়ী। **বিশদ বিবরণ যেখানে পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in** (SDAH-398/2023-24)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

SIMLAPAL GRAM PANCHAYAT
P.O.- Simlapal, DIST. - BANKURA
e-NIT No-15/SGP/2023-24 and Memo no Sim/56 dated 28.02.2024 No-16/SGP/2023-24 and Memo no Sim/59 dated 01.03.2024
It is here invited E-tender and Tender by the Pradhan, Simlapal Gram Panchayat for the schemes under 15th CFC fund (Last date of dropping **08.03.2024 at 6 PM)** will be available from the office of the under signed in working days and the website **www.wbtenders.gov.in**/bankura.gov.in
Sd/- Pradhan
Simlapal Gram Panchayat.

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
N.I.Q. NO. – UKM/033/WW/2023–2024 ,
DATED – 01.03.2024
1. Lifting & lowering 2 number 20 H.P. Pump Motor set at different pump houses.**2.**Rewinding & Repairing 2 number 20 H.P. Pump motor Set. 3. Supplying 150 mm dia & 100 mm dia D.I. Pipe Line Fittings.Quotation Submission closing Date – **09.03.2024. at 1.00 p.m.** For More Details – Visit **www.uttarparamunicipality.in**
Sd/- Chairman
Uttarpara-Kotrung Municipality

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
Asansol
1st CALL 1st CORRIGENDUM NOTICE
N.I.E. EQ. No. 338/PW/Eng/24 Dt. 15.02.24
Bid Submission period 12.03.2024 instead of 29.02.2024
Visit to website : **www.wbtenders.gov.in.** For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- Superintending Engineer, Asansol Municipal Corporation

বিজেপিতে যোগদানের জল্পনা

নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন কমলনাথের পুত্র

ভোপাল, ১ মার্চ: বিজেপিতে যোগ দেবেন কমল নাথ! লোকসভা নির্বাচনের আগেই মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর কার্যকলাপে দেশজুড়ে জল্পনা শুরু হয়েছিল। তবে যাবতীয় জল্পনায় জল ঢেলে কমলের পুত্র নকুল নাথ।

লোকসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যেতে পারেন কমল নাথ- গত কয়েকদিন ধরেই সেই জল্পনায় উত্তাল ছিল জাতীয় রাজনীতি। শোনা যাচ্ছিল, দলের রাশ আর তাঁর হাতে নেই বলে মনে করছেন কমল। দল চালাচ্ছেন জয়রাম রমেশ, কেসি ভেনুগোপাল, রণদীপ সুরজেওয়ালারা। বিশ্লেষকদের অনুমান, সেই ক্ষোভেই ছেলে নকুল নাথকে নিয়ে দিল্লিতে গিয়েছেন কমল। সেখানেই কংগ্রেস ছেড়ে বেশ কয়েকজন অনুগামীকে নিয়ে বিজেপিতে যোগ দেবেন তিনি। প্রায় তিন দিন ছেলেকে নিয়ে দিল্লিতে ছিলেন কমল নাথ। তবে রাজনৈতিক টালবাহানার শেষে দিল্লি থেকে ফিরে যান তিনি। তার আগে ইঙ্গিতবাহীভাবে দিল্লির বাসভবনের ছাদ থেকে সরিয়ে নেন জয় শ্রীরাম লেখা পতাকা। মধ্যপ্রদেশে ফিরে গিয়ে লোকসভা নির্বাচনের নীল নকশা তৈরিতে মন দিয়েছেন সেরাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। বিশেষত, জাতপাতের সমীকরণ মাথায় রেখে কীভাবে কংগ্রেসের রণকৌশল সাজানো যায় সেই পরিকল্পনা করতে ব্যস্ত কমলনাথ।

নির্বাচনের আগে দলবদল নিয়ে কোনও কথা যেন আর না ওঠে, সেই জন্য স্পষ্ট ভাষায় নিজেদের অবস্থান জানিয়ে দিলেন নকুল নাথ। শুক্রবার ছিন্দওয়ারায় একটি জনসভায় কংগ্রেস সাংসদ বলেন, 'আর দেড় মাসের মধ্যেই লোকসভা নির্বাচন। তার আগে বিজেপির লোকজন গুজব ছড়াচ্ছে যে কমল নাথ ও আমি নাকি তাদের দলে যোগ দিচ্ছি। তাই পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছি, কমল নাথ বা নকুল নাথ কেউ বিজেপিতে যাচ্ছেন না।' প্রসঙ্গত, আগেও বিজেপিতে যোগদানের জল্পনায় জল ঢালতে দেখা গিয়েছিল কমল নাথকে। এবার পাকাপাকিভাবেই কংগ্রেসে রয়ে যাচ্ছেন মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

OFFICE OF THE
Hariharpara Gram Panchayat
Hariharpara : Murshidabad
TENDER NOTICE
Tender is invited through offline Bid System with The vide **NIeT No: - 18/HPGP/2022-23 And 19/HPGP/2023-24 With Vide Memo No 91/15TH SFC (Un-Tied) /HPGP/ 2023-24 & 92/15TH CFC (Tied) /HPGP/ 2023-24 Dated:- 01/03/2024,** The Last date for submission of Bids **07/03/2024 upto 04.00 P.M.**
For details please visit The **website: htpp://wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Hariharpara Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

এনআইটি নং ঃ ৩১৩_২০২৩-২৪, তারিখ ২৮.০২.২০২৪। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেল স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য (সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়ার অধিক্ষেত্রে) সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সহ অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের বিবরণ ঃ** নিম্নলিখিত শাখার মধ্যে এসএসই/পি.ওয়ে/ব্যান্ডেল শাখার অধীনে পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ (১) কিমি ৩৮/০-৫৫/০, (২) আপ/ডাউন নৈহাটি ব্রাঞ্চ লাইন কিমি ২.৫০০-৮/০, (৩) ০.০০-২.০০ আপ/ডাউন কাটোয়া লাইন, (৪) এম ৪৬/১১-এম ৪৯/১১ অ্যাভয়েডিং লাইন। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,৪৫,৭১,২৩১ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,২২,৯০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** নেই। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিতমতো বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হলে, অনলাইনে বন্ধের তারিখের কোনও পরিবর্তন হবে না যেহেতু আইআরইপিএস ওয়েবসাইট টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে প্রাপ্ত কোনও অফার জমা অনুমোদন করে না। অবশ্য, পরবর্তী কাজের দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৮.০৩.২০২৪-এ দুপুর ২টা। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।
(HWH-520/2023-24)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE
DAKSHIN GANGADHARPUR GRAM PANCHAYAT
Vill: Matilal, P.O.: Durganagar, P.S. Dholahat, PIN: 743399
ABRIDGED NIT
On behalf of **Dakshin Gangadharpur Gram Panchayat of Patharpratima Block** under south 24 parganas dist. invites bids through e-tendering process for const. of **Two (02) nos Street light works** within the GP area. The Estimated Cost excluding GST & L. Cess are Rs. 5,78,904/-, 1,44,726/-, and Tender IDs are 2024_ZPHD_673184_1, 673081_1, respectively. The last Date of submissions of Bid (online) are **09/03/2024 up to 01:00PM.** For details please visit **https://wbtenders. gov.in.** Gram Panchayat. For details please visit to our GP Office.
Sd/- Pradhan,
Dakshin Gangadharpur G.P.

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১

No.WB-HMC/TN/ED/WS/23/23-24 ই-টেন্ডার তারিখ : ২৮.০২.২০২৪

ই-টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন-অফিস ওয়েবসাইট এবং **www.wbtenders.gov.in**, পাইপ লাইন সংস্থাপন, পাম্প পরিচালনা, অনলাইন ক্লোরিনেসন এর বার্ষিক পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ, জল সরবরাহ উন্নয়নের জন্য হ্যান্ড টিউবওয়েল সংস্থাপন এবং ডিপার্টমেন্ট অব ওএসডি(ডব্লুএস) কাজের জন্য একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠিত সঙ্গতিপন্ন ঠিকাদারদের কাছ থেকে (নির্ধারিত ফর্মে) ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ (অনলাইন) ২২.০৩.২০২৪, বিকেল ৩ টা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও আবেদন বাতিল বা গ্রহণ করতে পারেন।
২৮৬(৩)/২৩-২৪ এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
১.৩.২৪ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

গাজায় অব্যাহত মৃত্যুমিছিল, আমেরিকায় রিপোর্টে চাঞ্চল্য

নিউ ইয়র্ক, ১ মার্চ: পাঁচ মাস পূর্ণ হতে চলেছে হামাস বনাম ইজরায়েল যুদ্ধের। হামাস জঙ্গিদের নাম মুছে ফেলতে গাজায় তীব্র আক্রমণ শানাচ্ছে ইজরায়েলি ফৌজ। উত্তর থেকে দক্ষিণ কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে গিয়েছে গোটা গাজা ভূখণ্ড। হামলা চালানো হচ্ছে প্যালেস্তিনীয়দের শেষ আশ্রয় রাফা শহরেও। এই প্রেক্ষিতে, এখনও পর্যন্ত ইজরায়েলের আঘাতে প্রায় ২৫ হাজারের উপর মহিলা ও শিশু প্রাণ হারিয়েছে গাজায়। এমনই রিপোর্ট পেশ করল আমেরিকা।

যতদিন যাচ্ছে গাজায় বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। সেখানকার স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী এই সংখ্যা ৩০ হাজার পেরিয়ে গিয়েছে। যার মধ্যে অধিকাংশই মহিলা ও শিশু। বৃহস্পতিবার এনিয়েই একটি রিপোর্ট দিয়েছে পেন্টাগন। জানা গিয়েছে, গাজায় এখনও পর্যন্ত কতজন মহিলা ও শিশু প্রাণ হারিয়েছে তা নিয়ে হাউস কমিটি অন আর্মড সার্ভিসেসের একটি শুনানিটিতে আইন প্রণেতারা প্রশ্ন করেন মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব লয়েড অস্টিনকে। যার উত্তরে তিনি বলেন, 'সংখ্যাটা ২৫ হাজারেও বেশি।'

উল্লেখ্য, গাজায় প্যালেস্তিনীয়দের মৃত্যু নিয়ে রাষ্ট্রসংঘে একাধিক যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পেশ হয়েছে। ইজরায়েলের নিন্দায় সরব হয়েছে আন্তর্জাতিক মহল। এখন ইজরায়েলি সেনার অভিযানের ফলে গাজায় তীব্র হয়েছে খাদ্য সংকট। ভেঙে পড়েছে স্বাস্থ্য পরিষেবা। চারদিকে শুধুই হাহাকার। এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধবিরতি চাইছে আমেরিকাও। কয়েকদিন আগে রাষ্ট্রসংঘে ওয়াশিংটনের পক্ষ থেকেও প্রথমবার সাময়িক যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল।

বলে রাখা ভালো, গত বছরের ৭ অক্টোবর ইজরায়েলে বেনজির হামলা চালায় প্যালেস্তাইনের জঙ্গি সংগঠন হামাস। সেই হামলায় মৃত্যু হয় প্রায় ১২০০ ইজরায়েলির। হামাস জঙ্গিরা পণবন্দি বানিয়ে নিয়ে যায় আড়াইশোর উপর মানুষকে। তার পরই বদলা নিতে গাজায় যুদ্ধ ঘোষণা করে দেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। সেই থেকেই জারি রয়েছে রক্তক্ষয়ী সংঘাত। আর যুদ্ধের প্রথম দিন থেকে 'বন্ধু' ইজরায়েলের পাশে রয়েছে আমেরিকা। কিন্তু এবার আমেরিকার অন্দরের গাজায় মৃত্যু নিয়ে ক্ষোভের সঞ্চার হচ্ছে। সামনেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচন আবহে সাধারণ মানুষের কাছে নিজেদের ভাবমূর্তি ঠিক রাখতে চায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন। তাই এবার ইজরায়েলের পাশ থেকে সরে আসতে চাইছে ওয়াশিংটন।

বাংলাদেশে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু ৪৬ জনের

ঢাকা, ১ মার্চ: ফের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সাক্ষী বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ১০টা নাগাদ, ঢাকার একেবারে কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বেইলি রোডের এক সাত তলা ভবনে আগুন লেগেছিল। রাতভর প্রচেষ্টায় সেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হলেও, এই ঘটনায় কমপক্ষে ৪৬ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আরও ২২ জন গুরুতর আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। শুক্রবার ভোরে, বাংলাদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন জানিয়েছেন, আহতদের অনেকেরই অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাই মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। দমকল কর্তারা জানিয়েছেন, ভবনটির প্রথম তলায় অবস্থিত এক রেস্তোরাঁয় প্রথমে আগুন লেগেছিল। সেখান থেকে আগুন দ্রুত উপরের তলগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। উপরে আরও কয়েকটি রেস্তোরাঁ এবং একটি পোশাকের দোকান ছিল।

জানা গিয়েছে, দমকলের মোট ১৩টি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তারপর, ওই সাততলা ভবনটি থেকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ৪২ জন-সহ মোট ৭৫ জনকে বের করে আনা হয়েছে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল এবং শেখ হাসিনা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারিতে আহতদের চিকিৎসা চলছে। আহতদের অনেকেরই আগুনে পুড়ে এবং ধোঁয়ার জেরে শ্বাসযন্ত্রের গুরুতর ক্ষতি হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, আগুন লাগার পর, আগুনের হাত থেকে বাঁচতে অনেকেই উপরের তলগুলিতে উঠে গিয়েছিলেন। তাঁরা সেখানেই আটকে পড়েছিলেন। পরে, মই ব্যবহার করে দমকল কর্মীরা তাদের অনেককে উদ্ধার করে।

কী কারণে আগুন লেগেছে তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। সন্দেহ করা হচ্ছে, শর্টসার্কিট বা গ্যাস লিক করে আগুন লেগে থাকতে পারে। ঘটনাস্থল থেকে সূত্র সংগ্রহ করে গবেষণাগারে কেমিক্যাল টেস্ট করলে, তবেই, আগুন লাগার প্রকৃত কারণ জানা যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী সামন্ত লাল সেন জানিয়েছেন, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃতদের মধ্যে বেশ কয়েকজন মহিলা ও শিশু রয়েছে।

রাতেই মৃতদের দেহের ময়নাতদন্ত করা হয়। এরপর, ভোর দুটো নাগাদ নিহতদের স্বজনদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে মৃতদেহ শনাক্তকরণের কাজ শুরু হয়। এখনও পর্যন্ত ১৬ জনের দেহ শনাক্ত করা গিয়েছে। শুক্রবার ভোর ৫টা থেকে দেহগুলি হস্তান্তর করা শুরু হয়।

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality form well reputed Agency/ Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in.Tender Notice No. 3199,Dt.21/02/2024** for **Different Civil works under this Municipal area. Tender ID:2024_MAD_672777_1 to 10**. Last Date of Bid Submission **11/03/2024 at 17.00 Hrs.**
S/D
Kamal Adhikary,
Chairman
Kanchrapara Municipality

NOTICE INVITING TENDER
NIT No. 03 of 2023-24 of the Assistant Engineer (A-I), Suri (A-I) Sub-Division
On behalf of the Governor of West Bengal 01 (one) no. sealed tender consisting of 05 (Five) groups for - (A) Lifting & Re-Lowering of 09 nos Submersible pump motor set, (B) Rewinding & Repairing of 3 nos. 20.0 H.P. Submersible pump motor set, (C) Rewinding & Repairing of 3 nos. 17.5 H.P. Submersible pump motor set, (D) Rewinding & Reairing of 3 nos 15.0 H.P. Submersible pump motor set, (E) Different maintenance work for inspection of Bungalow "BATAYAN" at Barobagan, Suri, Birbhum are invited by the Assistant Engineer (A-I), Suri (A-I) Sub-Division, Barabagan, Suri, Birbhum from the bonafied agencies having experience of similar types of works as mentioned in the N.I.T. For detail of each group like Name of work, Eligibility criteria, Earnest money, Estimated amount etc. may be available from this office on any working day from 11.00 A.M. to 2.00 P.M. Last date of application and availability tender paper are **07.03.2024 & 12.03.2024 up to 2.00 P.M.** respectively.
Sd/-
M.K. Sen
Assistant Engineer (A-I)
Suri (A-I) Sub-Division
Suri, Birbhum

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-সিওএন-জিইএনএল-১৫০-২০২৪-এনআইটি, তারিখ ২৭.০২.২০২৪। টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-সিওএন-জিইএনএল-১৫০-২০২৪। ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, ৩৭১-তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক সঙ্গতি ও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সহ অভিজ্ঞ ইলেক্ট্রিক্যাল কন্ট্রাক্টর, অংশীদারি সংস্থা ইত্যাদি থেকে ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিশনে কামারকুণ্ডু এবং চন্দনপুরে বক্স পুশিংয়ের মাধ্যমে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণ সংক্রান্ত কাজে ডি-ওয়াটারিংয়ের জন্য পাম্পের ব্যবস্থা এবং কামারকুণ্ডুতে স্টাফ কোয়ার্টার সংক্রান্ত কাজে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১,৫২,৫৬,৭৯২ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,২৬,৩০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** নেই। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ০৬ (ছয়) মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২০.০৩.২০২৪-এ বেলা ১২টা। ওয়েবসাইট থেকে টেন্ডার নথিপত্র ডাউনলোড করা যাবে এবং উপরিল্লিখিতমতো টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ে বা তার আগে টেন্ডারের প্রেক্ষিতে উপরোক্তমতো 'টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য' এবং 'বায়নামূল্য' অনলাইনে জমার পর **www.ireps.gov.in**-এ বিড জমা করা যাবে। সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ সর্বতোভাবে পূরণ করা টেন্ডার **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করতে হবে। উক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে আলোচ্য টেন্ডারের জন্য বিড জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত হবে না এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার পাওয়া গেলে গ্রাহ্য না করে সরাসরি বাতিল করা হবে। টেন্ডার নথিপত্র, বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী (যদি থাকে) ও অন্যান্য প্রাথমিক তথ্যাদি **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। এই টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/কন, ৩৭১-তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১-এর অফিসের নোটিস বোর্ডেও দেখা যাবে।
(CON-102/2023-24)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Office of The
Srinarayanpur Purnachandrapur Gram Panchayat
Vill+Po-Srinarayanpur, PS-Dholahat, South 24 pgs

NOTICE INVITING TENDER

S.No	NIT NO	Tender Title	AMOUNT (Rs.
1.	45/5TH FC /SPGP/2024	CONSTRUCTION OF DRAIN UNDER GP AREA	Rs 449270.00

Intending bidders may collect tendered documents from th G.P.Office during the period as stated below

S.N.	Particulars	Date & Hours
1	Tender doc. Sales starts & bid submission start date & time	02/03/2024 at 10:00 AM
2	Tender doc. Sales end & bid submission end date & time	02/03/2024 at 12:00 PM
3	Earnest money depositing end date & time	09/03/2024 at 12:00 PM
4	Bid opening date & time	14/02/2024 at 12:30 PM

Sd/-, Prodhan
Srinarayanpur Purnachandrapur Gram Panchayat

Akalpoush Gram Panchayat
Akalpoush, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of 1 no. development work(s) vide **Memo No.: 132/Akal/E-Tender/CFCG/TIED/2023-2024 & e-NIT No.: 132/Akal/E- Tender/CFCG/TIED/2023-2024, Date: 01.03.2024.** Documents Download & Bid Submission Start Date (Online): **01.03.2024 at 16:30 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **08.03.2024 up to 17:00 PM.** Bid Opening Date for Technical Bid (Online): **11.03.2024 at 11:00 AM.** For details please visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Akalpoush Gram Panchayat

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/539/23-24 Dated 29.2.2024	Construction of concrete road at Ramchand Dey street near house of Pradip Kumar Ghosh in ward No- 26 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,89,671.00
WBMAD/ULB/ RSM/540/23-24 Dated 29.2.2024	Construction of concrete road with covered surface drain at behind Matrisadan Hospital in ward no-26 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,71,652.00
WBMAD/ULB/ RSM/541/23-24 Dated 29.2.2024	Construction of concrete road with covered surface drain at Beside of P.W.D N.S.C Bose Road in ward no-26 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,66,139.00
WBMAD/ULB/ RSM/542/23-24 Dated 29.2.2024	Construction of concrete road with covered surface drain at opposite side of Amay Project in ward no-26, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,77,239.00
WBMAD/ULB/ RSM/543/23-24 Dated 29.2.2024	Construction of concrete road with covered surface drain at Ramchand Dey Street Godberia near Bogola Mukhi Mandir in Ward No - 26 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,76,190.00
WBMAD/ULB/ RSM/544/23-24 Dated 29.2.2024	Construction of Concrete Road at P.W.D Das para beside Sushanta Medical Store near house of Gobinda Roy ward No- 26 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,87,878.00

Bid Submission end date: **11.03.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

EKDIN, VOL. 17, ISSUE NO. 260, KOLKATA, SATURDAY 2 MARCH 2024, PAGE 8

আফগানিস্তানকে হারিয়ে আয়ারল্যান্ডের ইতিহাস

নিজস্ব প্রতিনিধি: আয়ারল্যান্ড ক্রিকেটে ইতিহাস। আবুধাবির টলারেন্স ওভালে আফগানিস্তানকে ৬ উইকেটে হারিয়ে টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম জয় পেল আয়ারল্যান্ড। নিজেদের ইতিহাসে অষ্টম টেস্টে এসে জয়ের মুখ দেখল আয়ারল্যান্ড। ১১১ রানের লক্ষ্যে ব্যাটিং করতে নেমে ১৩ রানে ৩ উইকেট হারালেও অ্যান্ড্রু বলবার্নি ও লরকান টাকারের জুটি আয়ারল্যান্ডকে বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

১১১ রান বা এর চেয়ে কম রানের লক্ষ্য দিয়ে এর আগে টেস্ট জেতার ৫টি ঘটনা আছে। বল হাতে আফগানিস্তান ভালো শুরুর পরও ষষ্ঠ ঘটনা ঘটাতে পারেনি। সবচেয়ে কম ৮৫ রানের লক্ষ্য দিয়ে ৭ রানের জয় পেয়েছিল ইংল্যান্ড, সেটা ১৮৮২ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে।

১১১ রানের লক্ষ্যে ব্যাটিং করতে নেমে দলীয় ৮ রানেই নাভিদ জাদরানের বলে আউট হন পিটার মুর। প্রথম ইনিংসে ৪৯ রান করা কার্টিস ক্যাম্ফার আউট হন প্রথম বলেই, তাঁকেও ফেরান নাভিদই। হ্যারি টেক্টরও ক্রিজে বেশিক্ষণ থাকতে পারেননি, ২ রান করে আউট হন নিজাদ মাসুদের বলে। সেখান থেকে ওপেনার অ্যান্ড্রু বলবার্নি ও অভিজ্ঞ পল স্টার্লিং ২৬ রানের জুটি গড়েন। তবে স্টার্লিংয়ের ইনিংস বড় হয়নি। ১৪ রান কর জিয়াউর উর রেহমানের বলে ফিরেছেন। ম্যাচের বাকি গল্পটা বলবার্নি ও টাকারের। পঞ্চম উইকেটে গড়েছেন ৭২ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি।

আয়ারল্যান্ড টেস্ট খেলার মর্যাদা পেয়েছে ২০১৭ সালে। ২০১৮ সালে অভিষেক টেস্ট পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলার পর তারা খেলেছে ইংল্যান্ড, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দলের সঙ্গে। হেরেছে প্রতি ম্যাচেই। ভারতে ২০১৯ সালে এই আফগানিস্তানের বিপক্ষে এক ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলেছিল আয়ারল্যান্ড। সে ম্যাচে তারা হেরেছে ৭ উইকেটে।

প্রথম টেস্ট জয় পেতে ম্যাচের হিসাবে আয়ারল্যান্ড কম ম্যাচ খেলেছে জিম্বাবুয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা, ভারত, বাংলাদেশ ও নিউজিল্যান্ডের চেয়ে। প্রথম টেস্ট জিততে সবচেয়ে বেশি ৪৫টি টেস্ট খেলতে হয়েছে নিউজিল্যান্ডকে, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বাংলাদেশের লেগেছে ৩৫ ম্যাচ। নিজেদের খেলা প্রথম টেস্টেই জয় পেয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। ইংল্যান্ড, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান নিজেদের খেলা দ্বিতীয় টেস্টেই প্রথম জয় পেয়েছিল।

আফগানিস্তান দ্বিতীয় দিন শেষ করেছিল ৩ উইকেটে ১৩৪ রান নিয়ে। অর্থাৎ ২৬ রানে এগিয়ে থেকে। তবে প্রথম ইনিংসের মতো দ্বিতীয় ইনিংসেও আফগান ব্যাটসম্যানরা ধস আটকাতে পারেননি। দিনের শুরুতে ব্যক্তিগত ৫৫ রানে অ্যাডাইরের বলে এলবিডব্লু হন আফগান অধিনায়ক হাশমতউল্লাহ শহীদি। এরপর নাসির জামাল, করিম জানাতরাও ইনিংস বড় করতে পারেননি। তবু ক্রিজে ভরসা হয়ে ছিলেন রহমানউল্লাহ গুরবাজ।

দলীয় ১৭৪ রানে ব্যক্তিগত ৪৬ রানে তিনি আউট হলে আয়ারল্যান্ডকে বড় লক্ষ্য দেওয়ার স্বপ্ন শেষ হয়ে যায় আফগানদের। নয় নম্বরে নামা নাভিদের ব্যাট থেকে ২৫ রান এলে আফগানিস্তান দ্বিতীয় ইনিংসে ২১৮ রানে গুটিয়ে যায়। আয়ারল্যান্ডের লক্ষ্য দাঁড়ায় ১১১ রান।

প্রথম ইনিংসের পর দ্বিতীয় ইনিংসেও বল হাতে আয়ারল্যান্ডের নায়ক মার্ক অ্যাডাইর। দ্বিতীয় ইনিংসে আফগানিস্তানের শীর্ষ চার ব্যাটসম্যানের মধ্যে তিনজনকেই আউট করেছেন এই বাঁহাতি। বল হাতে অ্যাডাইরের মতো ৩ উইকেট নিয়েছেন ম্যাকার্থি ও ইয়াং।

ডসংক্ষিপ্ত স্কোর

আফগানিস্তান ১৫৫ ও ৭৫.৪ ওভারে ২১৮ (হাশমতউল্লাহ ৫৫, গুরবাজ ৪৬, ইব্রাহিম ১২, নুর ৩২, নাভিদ ২৫ ; অ্যাডাইর ৩/৫৬, ম্যাকার্থি ৩/৪৮, ইয়াং ৩/২৪)

আয়ারল্যান্ড ২৬৩ ও ১১১/৪ (বলবার্নি ৫৮*, টাকার ২৭*; নাভিদ ২/৩১)।

ভারতের চুক্তিতে নেই কিষান-আইয়ার, পান্ডিয়া কীভাবে আছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: এক্সে সরাসরিই হার্দিক পান্ডিয়ার নাম নিয়েছেন ইরফান পাঠান। বিসিসিআইয়ের নির্দেশনার পরও রাজ্য দলের হয়ে রঞ্জি ট্রফিতে না খেলায় ঈশান কিষান ও শ্রেয়াস আইয়ারকে কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে না খেলেও চুক্তিতে আছেন পান্ডিয়া। বিসিসিআই যে চিন্তা থেকে কিষান, আইয়ারকে ‘শাস্তি’ দিয়েছে, সেটি সবার ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত না হলে লক্ষ্য অর্জিত হবে না বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক ভারতীয় অলরাউন্ডার।

পাঠান আসলে সেটিই তুলে ধরেছেন, যা নিয়ে তিন দিন ধরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কথা বলছেন ভারতের অনেক ক্রিকেট অনুরাগী। জাতীয় দলের খেলায় না থাকলে সব ফিট ক্রিকেটারদের ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির টুর্নামেন্টে খেলতে হবে বলে জোরালো বার্তা দিতে চাচ্ছে বিসিসিআই। কিন্তু কারও বেলায় শাস্তি, আর কারও বেলায় চুপ থাকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

৩০ বছর বয়সী পান্ডিয়া গত বিশ্বকাপে বাংলাদেশের সঙ্গে ম্যাচে চোট পেয়ে মাঠের বাইরে ছিটকে গিয়েছিলেন। এরপর অনুশীলনে ফিরলেও রঞ্জি ট্রফির দলে যোগ দেননি তিনি। গত মাসে প্রকাশিত এক ভিডিওতে পান্ডিয়াকে তাঁর আইপিএল দল মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের সতীর্থ কিষানের সঙ্গে অনুশীলন করতে দেখা গিয়েছিল। বাঁহাতি ব্যাটসম্যান কিষান ও মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান আইয়ার ২০২৩ সালজুড়ে ভারতের হয়ে তিন সংস্করণে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তবে পান্ডিয়া খেলেছেন শুধু ৫০ ওভার ও ২০ ওভারের ক্রিকেট।

রঞ্জিতে না খেলার দায়ে দুই ব্যাটসম্যানকে চুক্তিতে না রাখা হলে পান্ডিয়াও, বা কীভাবে জায়গা পান; এমন প্রশ্ন উঠেছিল বিসিসিআইয়ের ভেতরেও।

পান্ডিয়া বোর্ডকে আশ্বস্ত করেছেন, জাতীয় দলের খেলায় না থাকলে সৈয়দ মুশতাক আলী টি, টোয়েন্টি এবং বিজয় হাজারে ট্রফিতে তিনি অংশগ্রহণ করবেন। এ ছাড়া ফিটনেস যাচাইয়ের অংশ হিসেবে নিয়মিতভাবে ন্যাশনাল ক্রিকেট একাডেমিতে উপস্থিতও থেকেছেন তিনি।

পান্ডিয়াকে ‘গ্রেড এ’ চুক্তিতে রাখা নিয়ে বিসিসিআইয়ের এক কর্মকর্তা ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে বলেন, ‘আমরা পান্ডিয়ার সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলাম। সে জানিয়েছে ঘরোয়া সাদা বল ক্রিকেটে খেলবে। আর বিসিসিআইয়ের চিকিৎসক দলের পর্যবেক্ষণ বলছে, পান্ডিয়া এখন লাল বলের টুর্নামেন্টে বোলিং করার অবস্থায় নেই। যে কারণে ওর ক্ষেত্রে রঞ্জি ট্রফিতে খেলার সুযোগ নেই। তবে ভারতীয় দলের সঙ্গে না থাকলে সাদা বলের টুর্নামেন্ট খেলতে হবে তাঁকে। যদি না খেলে, তাহলে চুক্তি হারিয়ে ফেলবে।’

২০১৭ সালে অভিষেকের পর এখন পর্যন্ত ১১টি টেস্ট খেলেছেন পান্ডিয়া। যার সর্বশেষটি ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে।

রঞ্জিতে না খেলার শাস্তি হিসেবে কিষান,আইয়ারকে চুক্তিতে না রাখার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল বলে মনে করেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার কীর্তি আজাদ। ১৯৮৩ বিশ্বকাপজয়ী দলের এই ক্রিকেটার পিটিআইকে বলেন, রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলিরও রঞ্জিতে খেলা উচিত, ‘এটা ভালো সিদ্ধান্ত। সবারই রঞ্জিতে খেলা উচিত। তবে এখন গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে আইপিএলকে। এটাও ভালো। বিনোদন আছে। কিন্তু সত্যিকারের ক্রিকেট পাঁচ দিনেরটাই। যখনই আপনার সময় থাকবে, এমনকি রোহিত শর্মা বা বিরাট কোহলি হলেও, আপনাকে রাজ্য দলের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলা উচিত।’

২০১১ সালে টেস্ট অভিষেকের পর এ পর্যন্ত রঞ্জিতে মাত্র একটি ম্যাচই (২০১২) খেলেছেন কোহলি। আর রোহিতের সর্বশেষ ম্যাচটি ২০১৫ সালে। আজাদের মতে শাস্তি সবার ক্ষেত্রেই সমান হওয়া উচিত, ‘রাজ্য দলই আপনাকে খেলোয়াড় হিসেবে বেড়ে ওঠার সুযোগ করে দেয়। প্রথমে তারাই দলে নেয়, এরপর জাতীয় দলের হয়ে খেলেন। শুধু দুইজনকে শাস্তি দিলেই হবে না, সবাইকেই শাস্তির আওতায় আনতে হবে। সবাইকে একই আয়নায় দেখতে হবে।’

নাটকীয় দিনে ম্যাচ ঘুরিয়ে দিল অস্ট্রেলিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: দিনের শেষ বলে স্লিপে ক্যাচ তুললেন ‘নাইটওয়াচম্যান’ নাথান লায়ন। ম্যাট হেনরির বলে সহজ ক্যাচটি ফেলে দিলেন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক টিম সাউদি। ওয়েলিংটনে সিরিজের প্রথম টেস্টে ঘটনাবহুল ও নাটকীয় দ্বিতীয় দিনে নিউজিল্যান্ডের অবস্থা ফুটে ওঠে তাতেই। তারা পিছিয়ে পড়েছে, তবে অস্ট্রেলিয়াকে নাগালে পাওয়ার সুযোগ পেয়েও হারিয়েছে। গতকাল এগিয়ে ছিল নিউজিল্যান্ড, আজ সে ম্যাচটিই নিজেদের দিকে ঘুরিয়ে নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া।

ক্যামেরন গ্রিনের ১৭৪ রানের অপরাজিত ইনিংস, জশ হ্যাজলউডের সঙ্গে তাঁর রেকর্ডগড়া দশম উইকেট জুটিতে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে তোলে ৩৮৩ রান। জবাবে স্বাগতিকেরা গুটিয়ে যায় ১৭৯ রানেই। ফলো-অন করানোর সুযোগ থাকলেও অস্ট্রেলিয়া আবার ব্যাটিংয়ে নেমে হারায় স্টিভেন স্মিথ ও মারনাস লাবুশেনের উইকেট, দুজনকেই ফেরান সাউদি। তবে তিনিই ক্যাচ ফেলায় তৃতীয় উইকেটটি নিতে ব্যর্থ নিউজিল্যান্ড। দ্বিতীয় ইনিংসে ১৩ রানে ২ উইকেট নিয়ে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে অস্ট্রেলিয়া, এখন তারা এগিয়ে ২১৭ রানে।

বেসিন রিজার্ভে কঠিন কন্ডিশনে গ্রিনের সেঞ্চুরির পর গতকাল ৯ উইকেটে ২৭৯ রান নিয়ে দিন শেষ করেছিল অস্ট্রেলিয়া। আজ সকালে সেই গ্রিন নিউজিল্যান্ডকে হতাশ করে গেছেন বেশ কিছুক্ষণ। শেষ ব্যাটসম্যান হ্যাজলউডকে নিয়ে গ্রিন যোগ করেন ১১৬ রান। অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসে শেষ উইকেটে ষষ্ঠবার ১০০ রানের জুটি দেখা গেল, নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে যেটি তাদের সর্বোচ্চ।

মাত্র একজন সঙ্গী থাকলেও গ্রিন তাড়াহুড়া করেননি মোটেও। শট খেলার জন্য অপেক্ষা করেছেন নিউজিল্যান্ড ফিল্ডাররা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাওয়া পর্যন্ত। দারুণ ডিফেন্সে তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দিয়েছেন ৬২ বলে ২২ রানের ইনিংস খেলা হ্যাজলউড। তাঁকে ফিরিয়ে ইনিংসে নিজের পঞ্চম উইকেটটি পান হেনরি, তবে যেটি হয়তো তিনি আশা করেছিলেন আরও আগেই। গ্রিন শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকেন ক্যারিয়ার-সর্বোচ্চ ১৭৪ রান করে, যে ইনিংসে ২৩টি চারের সঙ্গে তিনি মারেন ৫টি ছক্কা।

অস্ট্রেলিয়ার শেষ উইকেট জুটিতে তৈরি হওয়া হতাশার ছাপই হয়তো থাকল নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিংয়েও। ওয়েলিংটনে রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে পিচ একটু ফ্ল্যাট হয়ে আসছিল, কিন্তু তাদের ইনিংসে নামে ধস। ১২ রানে ০ উইকেট থেকে ৬টি বলের মধ্যে তারা পরিণত হয় ১২ রানে ৩ উইকেটে। সে ডামাডোলে একের পর এক ফেরেন টম ল্যাথাম, কেইন উইলিয়ামসন ও রাচিন রবীন্দ্র।

নিউজিল্যান্ডে প্রথম টেস্ট খেলতে নামা মিচেল স্টার্কের বল স্টাম্পে ডেকে আনেন ল্যাথাম। আগের ৪ ইনিংসে ৩টি সেঞ্চুরি করা উইলিয়ামসন রানআউট হন ক্রিজের মাঝপথে উইল ইয়াংয়ের সঙ্গে সংঘর্ষে পথ হারিয়ে। আর হ্যাজলউডের বাইরের বলে ড্রাইভ করতে গিয়ে পয়েন্টে ক্যাচ দেন রবীন্দ্র। দ্রুত ৩ উইকেটের চাপ সামাল দিতে ড্যারিল মিচেলকেও করতে হয় স্বভাববিরুদ্ধ ব্যাটিং, প্রথম ৩৫ বলে তিনি করেন ৭ রান। ৩৬তম বলে প্রথম চারটি মেরেছিলেন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক প্যাট কামিন্সকে, কিন্তু ঠিক পরের বলেই কট-বিহাইন্ড মিচেল। মধ্যাহ্নবিরতির আগে উইল ইয়াংকেও হারায় নিউজিল্যান্ড, যে উইকেট নেন মিচেল মার্শ।

২৯ রানে ৫ উইকেটের ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে এরপর পাল্টা-আক্রমণ করেন গ্লেন ফিলিপস ও টম ব্লান্ডেল। দুজনের জুটিতে ৮৬ বলেই ওঠে ৮৪ রান। অস্ট্রেলিয়াকে এরপর ব্রেকথ্রু এনে দেন নাথান লায়ন, তাঁর বলে ব্যাট-প্যাডে ক্যাচ তোলেন ৪৩ বলে ৩৩ রান করা ব্লান্ডেল। ১ বল পর লায়নের দ্বিতীয় শিকার স্কট কুগেলেইনও। প্রথম ইনিংসে নিউজিল্যান্ডকে শেষ আশা দেয় লায়ন ও ম্যাট হেনরির ৫২ বলে ৪৮ রানের জুটি। যেটি ভাঙে ৭০ বলে ৭১ রান করা ফিলিপসের উইকেটে। হ্যাজলউডের শর্ট বলের ফাঁদে পা দিয়ে ডিপ স্কয়ার লেগে ক্যাচ তোলেন ফিলিপস, যিনি ফিফটি পূর্ণ করেছিলেন মাত্র ৪৩ বলে। পরের ওভারে সাউদি ফিরলেও হেনরি অবশ্য ছিলেন আরও কিছুক্ষণ। ৩৪ বলে ৪২ রান করে লায়নের চতুর্থ শিকার তিনি।

অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে পায় ২০৪ রানের লিড। এ শতাব্দীতে নিউজিল্যান্ডে সফরকারী দলগুলোর প্রথম ইনিংসে পাওয়া লিডের মধ্যে এটি পঞ্চম সর্বোচ্চ, আগের চারটিও এসেছে এ মাঠেই। বেসিন রিজার্ভে নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং গোলমেলে হয়ে যায়, তা বলাই যায়!

অস্ট্রেলিয়া ১১৫.১ ওভারে ৩৮৩ (গ্রিন ১৭৪*, মার্শ ৪০, খাজা ৩৩, স্মিথ ৩১, হ্যাজলউড ২২; হেনরি ৫/৭০, কুগেলাইন ২/৭৫, ও’রুর্ক ২/৮৭, রবীন্দ্র ১/২৪) ও ৮ ওভারে ১৩/২ (খাজা ৫*, লায়ন ৬*; সাউদি ২/৫) নিউজিল্যান্ড ১ম ইনিংস ৪৩.১ ওভারে ১৭৯ (ফিলিপস ৭১, হেনরি ৪২, ব্লান্ডেল ৩৩; লায়ন ৪/৪৩, হ্যাজলউড ২/৫৫, মার্শ ১/১০, কামিন্স ১/৩৩, স্টার্ক ১/৩৪);

দ্বিতীয় দিনশেষে

অলিম্পিক্সে নতুন অভিজ্ঞতার সামনে নীরজেরা, ঘরে থাকছে না কোনও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি: শেষ বেলায় অবশ্য গোলমাল বাঁধে স্মিথ-লাবুশেনের ব্যাটিংয়েও। সাউদির বাড়তি বাউন্সের অফ স্টাম্পের বাইরের বলে কাটের বদলে পাঞ্চের মতো উচ্চাভিলাষী শট খেলতে গিয়ে ইনসাইড-এজে বোল্ড হন স্মিথ। আর ফর্ম খুঁজে ফেরা লাবুশেন কট-বিহাইন্ড ডাউন দ্য লেগে। এ নিয়ে লাবুশেনের সর্বশেষ ৫ ইনিংসের চিত্রটা দাঁড়াল এমন; ১, ২, ৩, ৫ ও ১০!

নাইটওয়াচম্যান লায়নকে নিয়ে দিনের বাকিটা সময় পার করেন খাজা। লায়নকে আউট করতে পারলে দিনের শেষটুকু অন্তত আরেকটু ভালো হতে পারত নিউজিল্যান্ডের। কিন্তু ওয়েলিংটনের দিনটা যে মোটেও তাদের নয়।

অলিম্পিক্সে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড় এবং সাপোর্ট স্টাফদের থাকার জন্য বিশেষ অট্টালিকা তৈরি করা হয়, পোশাকি ভাষায় যার নাম ‘গেমস ভিলেজ’। কিন্তু এ বারের অলিম্পিক্সে সেই গেমস ভিলেজের ঘরগুলিতে কোনও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র (এসি) থাকছে না। নতুন অভিজ্ঞতা হতে চলেছে ক্রীড়াবিদদের কাছে।

কিছু দিন পর থেকেই গোটা ইউরোপ জুড়ে তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করবে। কিন্তু এসি না ব্যবহার করে বিশেষ ধরনের একটি ‘কুলিং সিস্টেম’-এর ব্যবস্থা করেছেন আয়োজকেরা। সেই সময় তাপমাত্রা যা থাকবে তাতে বাড়তি ঠান্ডার দরকার না-ও হতে পারে। তবু বিশেষ ধরনের ‘কুলিং সিস্টেমে’র মাধ্যমে ঘর ঠান্ডা করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

আয়োজকদের তরফে এক জন সংবাদ সংস্থাকে বলেছেন, তএমন ভাবে ঘরগুলি বানানো হয়েছে যাতে খেলোয়াড়ের গরমের দিনেও আরামে থাকতে পারেন। এই বাড়িগুলিতে এসি-র কোনও দরকার নেই। এমন ভাবে বানানো হয়েছে যেখানে সূর্যের আলো খুব বেশি ঢুকবে না। ফলে ঘরের তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পাবে না। পাশাপাশি, মাটির নীচ থেকে ঠান্ডা জল সংগ্রহ করে বিশেষ প্রক্রিয়ায় ঘরগুলি ঠান্ডা রাখা হবে।দ

অলিম্পিক্স হয়ে যাওয়ার পর সেই ভিলেজে স্থানীয় প্রায় ৬ হাজার মানুষ থাকার সুযোগ পাবেন। সাধারণত গেমস হয়ে গেলে সেই ভিলেজগুলি নিলাম করে দেন আয়োজকেরা।

স্টোকসদের পরিকল্পনায় জল ঢালতে চাইছে ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ ইতিমধ্যেই খুইয়েছে ইংল্যান্ড। ‘বাজবল’ ক্রিকেট খেলেও এক টেস্ট বাকি থাকতেই হারিয়েছে সিরিজ । অবশেষে তাদের সামনে সুযোগ সিরিজমে কিছুটা সম্মান বাঁচানোর। পঞ্চম টেস্ট ‘ঘরের মাঠে’ খেলতে নামছে তারা। সেই টেস্টটি হতে চলেছে ধর্মশালায়। পরিবেশ-পরিস্থিতির বিচারে তা ইংল্যান্ডের কাছে ঘরের মাঠের মতোই।

ইংল্যান্ডের মতো শীতল আবহাওয়া রয়েছে ধর্মশালায়। শীতের মেয়াদ বেড়ে যাওয়ায় এবং বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় এই মুহূর্তে ধর্মশালা ইংল্যান্ডের যে কোনও শহরের মতোই বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা। সুবিধা পেতে পারেন জোরে বোলারেরা। পিচে আর্দ্রতা থাকার সম্ভাবনা। ফলে ইংল্যান্ড সেই সুযোগ নিতে মরিয়া থাকবে। ভারতও পাল্টা তাদের পরিকল্পনায় জল ঢালার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

চতুর্থ এবং পঞ্চম টেস্টের মাঝে ন’দিন ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও পিচ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে আরও এক সপ্তাহ আগে। পরিবেশের কারণেই এই সিদ্ধান্ত। এক কর্তা বলেছেন, তআর্দ্রতা কতটা থাকে তার উপর সব নির্ভর করছে। বেশি থাকলে পেসারেরা সাহায্য পাবে। তাই টেস্টের ১৫-২০ দিন আগে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এতে বোঝা যাবে পিচ কেমন আচরণ করছে। সেই মতো প্রস্তুত করা যাবে। তবে বলের নড়াচড়া দেখে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।দ

গত চারটি টেস্টে মন্থর পিচ তৈরি করেছে ভারত। ধর্মশালাতেও সেই সম্ভাবনা রয়েছে। সেখানে কালো মাটির পিচ তৈরি করা হয়। তবে আর্দ্রতা থাকলে বল কতটা ঘুরবে সেটা নিয়ে জল্পনা রয়েছে। তাপমাত্রা কম থাকার কারণে আর্দ্রতা বেশি ক্ষণ থাকবে। তাই অতিরিক্ত নজর দেওয়া হচ্ছে পিচে জল দেওয়ায়। আর্দ্রতা বেশি থাকলে জল দেওয়া কমানো হবে। সে ক্ষেত্রে রোদে পিচ শুকোনোর উপর জোর দেওয়া হবে। সিরিজ জিতে যাওয়ায় শেষ ম্যাচের গুরুত্ব এমনিতে কম। কিন্তু বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকার বিচারে টেস্ট জিতে থাকলে পরে ভারতেরই সুবিধা হবে।

নিষিদ্ধ পগবার ফুটবল কেরিয়ার কি এখানেই শেষ ?

নিজস্ব প্রতিনিধি: ‘খেলাধুলার পেশাদার ক্যারিয়ারে যা কিছু গড়েছি, তার সবই কেড়ে নেওয়ায় আমি বিস্মিত, দুঃখ পেয়েছি, হৃদয়টা ভেঙে গেছে’;কথাটা পল পগবার।

নিষিদ্ধঘোষিত ড্রাগ গ্রহণের দায়ে গতকাল চার বছর নিষিদ্ধ হওয়ার পর ইনস্টাগ্রাম পোস্টে এই কথা বলেছেন ৩০ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার। পোস্টে পগবা আরও বলেছেন, ‘আইনি বাধ্যবাধকতা সরে যাওয়ার পর গোটা গল্পটা জানা যাবে। কিন্তু আমি জেনে,বুঝে এবং ইচ্ছা করে কখনো এমন কিছু গ্রহণ করিনি, যার কারণে ডোপিং নিয়মনীতি লঙ্ঘন করে।’

ফ্রান্সের বিশ্বকাপজয়ী এই ফুটবলার নিষেধাজ্ঞার রায়কে ‘ভুল’ দাবি করে সর্বোচ্চ ক্রীড়া আদালতে (কোর্ট অব আরবিট্রেশন ফর স্পোর্ট বা সিএএস) আপিল করার কথাও বলেছেন। পগবা জানেন এই শাস্তির মেয়াদ শেষ হতে হতে তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশ ছুঁই ছুঁই হবে;তখন তো ক্যারিয়ার প্রায় শেষই। তাই যা করার একটু দ্রুতই করতে হবে। অবশ্য তাতে কতটুকু সুফল মিলতে পারে কে জানে! ওয়াশিংটন পোস্ট থেকে বিবিসি, মেইল অনলাইন, গোল ডট কম কিন্তু পগবার ক্যারিয়ারের শেষ দেখছে।

ছয় বছর বয়সে ফ্রান্সের ইউএস রইসি-এন-ব্রি ক্লাবে যোগ দিয়ে ক্যারিয়ার শুরু পগবার। সেখান থেকে টর্সি, লে হার্ভে হয়ে যোগ দেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বয়সভিত্তিক দলে। ২০১১ সালে ক্লাবটির মূল দলে সুযোগ পাওয়ার আগে থেকেই পগবাকে ভাবা হচ্ছিল উঠতি মিডফিল্ডারদের মধ্যে সেরা সহজাত প্রতিভা। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে দুই দফায় মোট ৮ মৌসুম কাটানো এবং জুভেন্টাসে দুই দফায় মোট ৬ মৌসুম কাটানো পগবার ক্লাব ক্যারিয়ারে সাফল্য একেবারে কম নেই। সিরি আ জিতেছেন ৪ বার। ইউরোপা লিগ, লিগ কাপ ও কোপা ইতালিয়াও জিতেছেন। ২০১৩ সালে ফ্রান্সের জার্সিতে অভিষিক্ত হয়ে এ পর্যন্ত ৯১ ম্যাচে ১১ গোল করা পগবা জিতেছেন ২০১৮ বিশ্বকাপ।

প্রতিভা নিয়ে কখনো কোনো প্রশ্ন না থাকলেও পগবার ধারাবাহিকতা নিয়ে প্রশ্ন ছিল সব সময়ই। মেজাজ হারানোর পাশাপাশি মাঝেমধ্যেই জড়িয়ে পড়েছেন বিতর্কে। কিন্তু ভুল থেকে কখনো শিক্ষা নেননি। সে জন্যই সম্ভবত পগবার সামনে এখন নির্মম বাস্তবতা।

পগবাকে সেই বাস্তবতা চোখ রাঙাচ্ছে এভাবে;আপিলে রায় নিজের পক্ষে আনতে ব্যর্থ হলে পগবাকে নিষেধাজ্ঞার পুরোটা সময়ই মাঠের বাইরে থাকতে হবে। সেটি ২০২৭ সালের আগস্ট পর্যন্ত। সে সময় ৩৫ ছুঁই পগবার কোনো ক্লাব থাকবে না। দীর্ঘদিন খেলার বাইরে থাকায় মরচে পড়বে পা দুটিতেও। চোট এবং অন্যান্য বিষয় মিলিয়ে যে খেলোয়াড় প্রায় কোনো মৌসুমেই

ক্লাবকে নিজের পুরোটা দিতে পারেননি, সেই খেলোয়াড় এই দীর্ঘ নিষেধাজ্ঞার মধ্যে নিজেকে ফিট রাখবেন কীভাবে?

কিংবা প্রশ্নটা এভাবেও করা যায়, চার বছর পর মাঠে ফেরার প্রেরণাটা কি তিনি ধরে রাখতে পারবেন? এই প্রশ্নের উত্তর শুধু পগবাই দিতে পারেন। ফ্রান্সের ফুটবল সংবাদকর্মী হুলিয়েন লরেন্সের কথা শুনলে মনে হবে পগবার শেষটা তিনি দেখতে পাচ্ছেন, ‘তাকে প্রথম দেখি ১৫ বছর বয়সে এবং সে সময় সে-ই ছিল আমার দেখা সেরা প্রতিভা...ভেবেছিলাম সে সেরাদের কাতারে উঠে আসবে, ব্যালন ডি’অর জিতবে এবং সেরা খেলোয়াড় হবে। কিন্তু শেষবেলায় এসে আমরা তার ক্যারিয়ার এবং তার দিকে তাকিয়ে ভাবছি, কী কী হওয়া উচিত ছিল।’

অর্থাৎ প্রত্যাশার প্রতিদান দিতে পারেননি পগবা। তাই ‘শেষ বেলা’য় পেছন ফিরে তাকিয়ে ভাবতে হচ্ছে, পগবার ক্যারিয়ারে কী কী হওয়া উচিত ছিল। তবে পগবার ক্যারিয়ার বাঁচানোর সুযোগ একদমই নেই;সে কথাও বলা যায় না। লরেন্সের কথা শুনলে মনে হবে, পগবা একটি ভুল না করলে শাস্তির মেয়াদটা কমতে পারত, ‘যেটা বলা হয়েছে;তার (পগবা) মায়ামিতে এক চিকিৎসক বন্ধু আছে। তিনি তাকে কিছু ফুড সাপ্লিমেন্ট দিয়েছিলেন। সেগুলোর ভেতর কী কী উপাদান আছে;তা না জেনেই গ্রহণ করায় এই ঝামেলাটা হয়েছে। সে কিন্তু বলতে পারত তআমি বোকার মতো কাজ করেছি। খেয়াল করিনি কোন কোন উপাদান ছিল এবং ব্যাপারটা আমার (পগবার বর্তমান ক্লাব) জুভেন্টাসের মেডিকেল স্টাফদের জানানো উচিত ছিল।দ তাহলে হয়তো নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ কমত।’

ইতালির ফুটবল বিশেষজ্ঞ মিনা রাউকির কথা শুনুন, ‘অ্যাথলেট যদি প্রমাণ করতে পারে তিনি জেনেবুঝে (নিষিদ্ধ উপাদান) খাননি তাহলে শাস্তির মেয়াদ কমতে পারে। কিংবা যদি এটা প্রমাণ করতে পারেন উপাদান দূষিত ছিল, এমনকি তদন্তে সাহায্য করলেও কমতে পারে। তাই ব্যাপারটা যে অনিচ্ছাকৃত এটা;সেটা প্রমাণের ওপর সবকিছু নির্ভর করছে। তাহলে হয়তো শাস্তির মেয়াদ দুই বছর কমতে পারে এবং তাতে সে মাঠেও ফিরতে পারবে।’

কিন্তু সেটি না পারলে? বিবিসিকে উত্তরটা দিয়েছেন লরেন্স, ‘আমার মনে হয় চার বছরে এটাই হবে (ক্যারিয়ার শেষ)। এখন সে ৩১ ছুঁই। এর সঙ্গে চার বছর যোগ করুন। আর চোটের কারণে গত ১৮ মাসের মধ্যে সে বলতে গেলে মাঠেই নামতে পারেনি। তাই ব্যাপারটা শুধু চার বছরের নয়, এটা আসলে ছয় বছর। আমার মনে হয় না ৩৫ বছর বয়সে সে আবারও মাঠে নামতে চাইবে। তাই মেয়াদ না কমলে আমার মনে হয় ব্যাপারটা এমনই হবে। তবে দুই বছর কমাতে পারলে সে ৩৩ বছরে ফিরতে পারবে এবং চুক্তিও পাবে কোনো ক্লাবের।’

জুভেন্টাসে বছরে ৬৯ লাখ পাউন্ড আয় করেন পগবা। ইতালিয়ান ক্লাবটি চাইলে এখন তাঁর চুক্তিপত্র বাতিল করতে পারে। ২০২৬ সালের জুনে পগবার সঙ্গে জুভেন্টাসের চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে। চুক্তি বাতিল করা হবে কি না, সে বিষয়ে ইতালির ফুটবল লেখক জেমস হর্নক্যাসল বলেছেন, ‘জুভেন্টাস এখনো কোনো বিবৃতি দেয়নি। তাদের ক্রীড়া পরিচালক সর্বশেষ বলেছেন, চূড়ান্ত প্রক্রিয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত তাঁরা অপেক্ষা করবেন। এখনো সিএএস-এ আপিলের সুযোগ আছে। এ ব্যাপারে ফল না আসা পর্যন্ত আমরা সম্ভবত জুভেন্টাসের কাছ থেকে অফিশিয়াল কোনো বিবৃতি পাব না।’

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**